রেল-রঙ্গ

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

জ্ঞান-ভারতী
কলিকাতা-২

প্রথম প্রকাশ
১৫ই ফাল্গুন, ১৩৬৩

প্রকাশক—
শ্রীশ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
জ্ঞান-ভারতী
১, মন্মথনাথ গাঙ্গুলী রোড
কলিকাতা-২

ছেপেছেন—
শ্রীফণিহার চট্টোপাধ্যায়
মুদ্রণালয়
২৮।৩ ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট :
খালেদ চৌধুরী

দাম : দু' টাকা আট আনা



ক্ষ ণি কা

পূর্বাহ্ণেই বলিয়া রাখা দরকার যে নিম্নবর্ণিত ঘটনাটি ঘটিয়াছিল বিয়াল্লিশের রাজনৈতিক আন্দোলনের সময়। লাইন ভাঙা, লুটতরাজ প্রভৃতি অনেক রকমই কাণ্ড হইয়াছিল—কিন্তু এ যা ঘটিযাছিল তাহার জন্য একেবারেই আমি প্রস্তুত ছিলাম না—লুকাইব না, সত্যই একবার মনে হইয়াছিল—বুঝি Thief of Baghdad-এর যুগ আবার ফিরিয়া আসিল।

ইণ্টার ক্লাসের ভিড় সহ্য করিতে না পারিয়া মাঝের ভাড়াটুকু দিয়া একটি রসিদ লইয়া সেকেণ্ড ক্লাস আশ্রয় করিলাম। দিব্য নিরিবিলি; একটি মাত্র আরোহী ছিলেন, তিনিও, আমি যে ষ্টেশনে উঠিলাম সেই ষ্টেশনে নামিয়া গেলেন; রহিলাম একা।

কিন্তু এ সুখটুকুও বেশিক্ষণ টিকিল না।—

পরের ষ্টেশনে গাড়ি থামিতেই একটি এদেশী বড় বরযাত্রীদল আসিয়া কামরাটি আক্রমণ করিল। প্রথমেই একটি লাল মখমলের ঘেরাটোপ দেওয়া পাল্‌কি গাড়ির দরজায় লাগাইয়া দিয়া, একরাশ কাপড়, উড়ানি, আলোয়ান আর সোনারূপার গহনায় মোড়া, আবক্ষ ঘোমটা টানা একটি মেয়েকে কোন রকমে গাড়িতে তুলিল। তাহার পর দানের জিনিসপত্র;—ময়দার আঠা দিয়া রঙিন কাগজে মোড়া নানা গঠনের বড় বড় চ্যাঙারি, তাহার উপর বাঁশের পাতলা রঙিন চ্যাচারি দিয়া তৈরি নানারকমের ফুল, পাখী; চারখানা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড খোলা চ্যাঙারিতে বিপুলকায় মিহিদানা—এদেশীয়

ভাষায় লাড্ডু ; বড় বড় ছাঁচির ছয় ছাঁচি দই ; মুখঢাকা গোটা-কতক তোলো ; গায়ে নানারকম কুটজ চিত্র। এ ভিন্ন তিনখানা তোরঙ্গ ; একটা নূতন একটা পুরাতন স্যুটকেস, একটা হারমোনিয়ামের বাক্স, একটা গ্রামোফোন। আউধ-ত্রিহুত রেলওয়ের ছোট গাড়ি—মাঝের খালি জায়গাটা, তুইটা বাংক এবং তিনখানা বেঞ্চের একখানা বেঞ্চ পর্যন্ত ভরিয়া গিয়া কামরাটা থৈ থৈ করিতে লাগিল।

বাঁচোয়া এই যে মানুষের মধ্যে আর উঠিল শুধু বর। বাকি সবাই ইণ্টার এবং থার্ড ক্লাসের পানে চলিয়া গেল! ঘণ্টি পড়িল, গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

ববটিও দেখিলাম কনের পদ্ধতিতেই সজ্জিত,—পরনে লালরঙে ছোবান কাপড়, পায়ে লাল রঙের মোজা, গায়ে মখমলের একটা প্রকাণ্ড উড়ানির উপর লাল রঙের খুব কাজ করা কাশ্মিরী শাল ; কানে তুইটি বড় বড় সোনার কুণ্ডল, চোখে কাজল, মাথায় এদেশী অর্থাৎ মৈথিল পাগড়ি। ছেলেটির বয়স বাইশ৷তেইশ হইতে।

একটী অতি আধুনিক বাষ্পীয়যানের সেকেণ্ড ক্লাসে অতি পুরাতন যুগের এই ভগ্নাংশটিকে বেশ লাগিতেছিল। চিন্তা করিতে-ছিলাম এমন সময় বেশ বিশুদ্ধ ইংরেজীতে প্রশ্ন হইল—"আপনি কোথায় যাবেন জানতে পারি কি ?"

আমার লক্ষ্যস্থল জানাইয়া ছোকরারও গন্তব্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম ; জানিতে পারিলাম—মাঝখানের একটা ষ্টেজ বাদ দিয়া পরের ষ্টেজ পর্যন্ত গতি। গাড়িটা একস্‌প্রেস, প্রায় ঘণ্টা দেড়েক লাগিবে।

দেখিলাম গাড়ি প্রথম ষ্টেজের কাছে যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, ছোকরা ততই যেন চনমনে হইয়া উঠিতে লাগিল। কয়েকবার আড়চোখে আমার পানে চাহিল, বলা বাহুল্য বেশ

প্রসন্ন দৃষ্টি নয়। বার তিনেক মরিয়া হইয়া একটু একটু করিয়া বস্ত্রের সজীব পুঁটুলিটির দিকে ঘেঁষিয়া গেল, একবার মুখটা বাড়াইয়া পুঁটুলিটির যেখানে কান থাকিবার কথা সেইখানে কি যেন বলিবার চেষ্টাও করিল। তা'রপর কি মনে হইল ও পন্থাটাই ছাড়িয়া দিয়া আবার পূর্ব স্থানটিতে আসিয়া বসিল।

কিছুক্ষণ গেল, তাহার পর কিছু না করিতে পারার উপর কিছু না বলার অস্বস্তিটা এড়াইবার জন্য আমার পানে চাহিয়া মন্তব্য করিল—"উঃ, সেকেণ্ড ক্লাসেও কি ভিড় দেখুন তো—কী দুর্দিনই যে পড়েছে।"

একটি মাত্রও অতিরিক্ত লোকে ভিড় মনে হয় এমন অবস্থার কথাটা ভাবিয়া অতি কষ্টে একটা হাসি চাপিয়া রাখিলাম; কিন্তু আর যেখানেই হোক দুর্দিনটা যে এ-কামরায় প্রবেশ করে নাই সেটা বলিয়া ছোকরাকে আর অপ্রতিভ করিতে মন সরিল না। মুখে বলিলাম—"তা বই কি, ভিড়ের কথা আর বলবেন না।"

ছোকরা একটু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিল। তাহার পর বাহিরের দিকে মুখ করিয়া একটু উদাস চিন্তিত দৃষ্টিতে বসিয়া রহিল। সিগারেটের ধুঁয়া আরও [illegible]ীভূত করিয়া লইয়া তাহার অন্তরাল হইতে দেখিয়া যাইতে লাগিল [illegible]।

গাড়ি আর একটা ষ্টেশন ছাড়া[illegible]য়া গেল, মাঝে মাত্র একটি ষ্টেশন, তাহার পরই গাড়িটা থামিবে। ছোকরার আমার দিকে আড়চোখে চাহনি এত দ্রুত হইয়া উঠিল যে কয়েকবার আমার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হইয়া গেল। শেষে আবার ইংরেজীতেই বলিল —"অত্যন্ত দুঃখিত, আমার এই সব জিনিসপত্রে আপনাকে অত্যন্ত অসুবিধায় ফেলেছি।"

বলিলাম—"কিছু না, একটা গোটা বেঞ্চ তো আমি দখল করে রয়েছি।"

আবার একটু চুপচাপ গেল। তাহার পর ছোকরা আবার যেন কথাটাকে মনে মনে বেশ করিয়া ভাঁজিয়া লইয়া বলিল—"আপনি বলছেন বটে অসুবিধে হচ্ছে না, কিন্তু সেটা আপনার উদারতা। আমি এদিকে বেশ অস্বস্তি বোধ করছি।"

বলিলাম—"কেন ? আমি তো অস্বস্তির কোন কারণ দেখছি না।"

এর উপর বেশ ভালোরকম উত্তর না থাকায় ছোকরার মুখে কোথায় যেন একটু বিরক্তি ফুটিয়া উঠিল ; ভাবটা—উপকার লইতে চায় না, ভেতরকার কথাও বোঝে না—এ ভ্যালা এক বেরসিকের পাল্লায় পড়া গেল তো !

নিরুপায়ভাবে মুখটা ঘুরাইয়া আবার বাহিরের পানে চাহিয়া রহিল।

খানিকক্ষণ পরে আবার ঘুরিয়া বসিল এবং একটু কি ভাবিয়া আমার সবচেয়ে কাছে যে চ্যাঙারিগুলা ছিল, উঠিয়া আসিয়া সেগুলি নাড়াচাড়া করিতে করিতে বলিল—"আমিই নেমে অন্য গাড়িতে যেতাম, কিন্তু এই একরাশ জিনিসপত্র ছেড়ে যাওয়া···আমি ওদের তখনই বললাম—এগুলো অন্য গাড়িতে তোল—তা···"

আমি একটু হাসিয়াই বলিলাম—"ওরা তো বেশ গুছিয়েই রেখে গিয়েছিল, আপনি বরং এই ফুলপাখীওয়ালা চ্যাঙারিগুলো এদিকে এনে একটু অসুবিধেয় ফেললেন আমায়।"

ছোকরা আমায় কক্ষচ্যুত করিবার জন্য চ্যাঙারি কয়টা ইচ্ছা করিয়াই এমনভাবে রাখিয়াছিল, কি ভুল করিয়া, বলিতে পারি না,

তবে বড় যেন অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল।—"মাফ করবেন, বিশেষ দুঃখিত, অতটা নজরে পড়েনি"—বলিয়া সেগুলাকে আবার তফাতে সরাইয়া, অন্যগুলাকেও সত্যই আরও একটু ভালোভাবে গুছাইয়া নিজের জায়গাটিতে গিয়া বসিল।

একটু বেশ স্থিরভাবেই—কতকটা যেন হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর আবার সেই অবস্থা ; একবার বস্ত্রান্তরালবর্তিনীর পানে চায়, একবার আমার পানে তীর্যক দৃষ্টি হানে। খানিকটা এইভাবে কাটিবার পর আমার দিকে ঘুরিয়া বসিয়া বলিল—"আপনাদেব—বাঙালীদের বেশ ব্যবস্থা।"

প্রশ্ন করিলাম—"কি সম্বন্ধে বলছেন ?"

"এই বরের সঙ্গে যা দেওয়ার, টাকা ধরে দিয়ে দিলে—নিশ্চিন্দি। কাঁড়ি প্রমাণ এই সমস্ত জিনিস গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া, বিশেষ ক'রে আজকালকার দিনে!—নিজের কষ্টের কথা ছেড়েই দিই, গাড়ির অন্য লোকদেরও তো বিপর্যস্ত করতে হয়, কি অধিকাব আছে আমার বলুন?···ধরুন আপনি যদি রাগে আব বিরক্তিতে এ কামরাটা ছেড়ে চলে যান,—আমার পক্ষে কতবড় একটা ক্ষোভের কারণ হয় বলুন তো!"

আবার একটি উদ্বেল হাসি চাপিয়া বলিলাম—"যদিও আমার বিশেষ অসুবিধে হচ্ছে না আর চলে গিয়ে আপনাকে ক্ষুণ্ণ করবার সম্ভাবনা নেই,—তবু পুরনো যুগের প্রথাগুলো এ যুগে একটু ছেঁটে কেটে নেওয়াই ভালো বটে! তা আপনি তো বেশ শিক্ষিত বলে মনে হচ্ছে, একটু সংস্কারের চেষ্টা করেন না কেন ?"

ছোকরা রাগিয়া উঠিল—"সংস্কার! আপনি আমাদের হতভাগা সমাজকে চেনেন না তাই ওকথা বলছেন। সারা মানুষকে এখন পর্যন্ত জড়পদার্থের সামিল বলে মনে করে, কোন পথ দিয়ে সে যাচ্ছে,

কোথায় সে এল, কোথায় বসল তা পর্যন্ত চোখ মেলে দেখতে দেয় না, তাদের মধ্যে আপনি সংস্কারের আশা করেন? তারা মানুষ যে…"

অনুচিত হইলেও আমার নজরটা কোণে গুটিসুটি মারা সত্যই নিতান্ত জড়পুত্তলিবৎ বধূটির উপর গিয়া পড়িল; তখনই সেটা ফিরাইয়া লইয়া বলিলাম—"এও তো আপনাদেরই ঠিক করতে হবে, আপনারা শিক্ষা পাচ্ছেন, সমাজের ভবিষ্যৎ ভরসাস্থল…"

পূর্বের ন্যায়ই চটিয়া নিজের একটা কানের কুণ্ডল টানিয়া ধরিয়া ছোকরা বলিল—"ওতো বড় কথা হোল মশাই, বিয়ের সময় কচি খোকার মত কানে এই কুণ্ডল পরতে আপত্তি করেছিলাম বলে আমার পিতা তক্ষুনি টেলিগ্রাম করে কলেজ থেকে আমার নাম কাটিয়ে নিতে যাচ্ছিলেন! বিশ্বাস করতে পাচ্ছেন কথাটা?—এ যুগে!"

সঙ্গত উত্তরও ছিল না, তাহা ভিন্ন বৃথা চটাইয়া লাভ নাই, কথাটা ঘুরাইয়া লইবার জন্য প্রশ্ন করিলাম—"কলেজে পড়েন আপনি?"

ছোকরা নিজের কথাগুলা লইয়া মনে মনে রোমন্থন করিতেছিল, বলিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ, পাটনা কলেজ ফিপ্‌থ ইয়ার আর্টস্।"

কথাগুলায় এমন ঝোঁক দিয়া বলিল যাহাতে কুণ্ডলের অত্যাচারটা আমার কাছে মোটেই অস্পষ্ট না থাকে। কি ফল হইল লক্ষ্য করিবার জন্য আমার মুখের পানে একটু স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

আমার আর বলিবার কি আছে? অথচ কথা ঘুরাইতে গিয়াও ছোকরাকে নিজের অভিভাবক, নিজে সমাজের উপর অযথা চটাইয়া

তুলিতেছি মাত্র। আবার প্রসঙ্গটাও বদলাইবার একটু চেষ্টা করিলাম, বলিলাম—"আপনি মৈথিল ব্রাহ্মণ বলে বোধ হচ্ছে…"

আমার আরও বলিবার ইচ্ছা ছিল, অর্থাৎ—আপনাদের মধ্যেও তো আজকাল অনেকে সংস্কারমুক্ত হচ্ছে, উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ যাত্রাও করছে"—কিন্তু ছোকরা মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া আরও উগ্রভাবে বলিল,—"আজ্ঞে হ্যাঁ, দুর্ভাগ্যবশতঃ।"

সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মুখে তোড় নামিল—"দুর্ভাগ্যবশতঃ" কথাটা আর একবার গভীর ব্যঙ্গের সহিত উচ্চারণ করিয়া বলিল—"কুণ্ডল পরতে আপত্তি করাতে পিতা গর্জন করে বললেন—রামচন্দ্র যখন বিবাহ করতে আসেন এ-ই মিথিলায় তখন তাঁর কানে কুণ্ডল ছিল, সেই রামায়ণের যুগ থেকে প্রথাটা চলে আসছে, আজ আমার ছেলে দুপাতা ইংরিজী পড়ে বলে সেটা লোপ করে দেবে!"…শুনবেন তর্কের পদ্ধতিটা, অথচ তিনি নিজে ন্যায়ের একজন বড় পণ্ডিত, একটা বড় সংস্কৃত কলেজের ন্যায়ের অধ্যাপক!…অথচ আমি যদি বলতাম রামচন্দ্র নিজের স্ত্রীকে পর্দার অভিশাপ থেকে বের করে বনে বনে সঙ্গে করে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন, বাইরের দৃশ্যের কত সৌন্দর্য, বাইরের জীবনের কত বৈচিত্র্য এক সঙ্গে উপভোগ করেছিলেন, তাঁকে সম্পূর্ণ নিজের মনের মতন করে গড়ে নিজেদের দাম্পত্য জীবন…"

আমার দৃষ্টি আর একবার অনিচ্ছাসত্ত্বেও বধূটির উপর গিয়া পড়িতে বোধ হয় ছোকরার সম্বিৎ হইল, হঠাৎ থামিয়া গেল।

একটু লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছে, বেশ অনেকক্ষণ বাহিরের দিকে মুখ করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

আরও একটি ষ্টেশন অতিক্রান্ত হইয়া গেল, এর পরেই গাড়িটা থামিবে। ছোকরা আবার উস্‌খুস্ করিতে লাগিল, তাহার পর ফিরিয়া বসিয়া একটু কুণ্ঠিত থাকিয়া বলিল—"আমি এক উপায়

ঠিক করেছি। এই আগের ষ্টেশনে গাড়িটা থামলে আমরা দুজনে নেমে অন্য সেকেণ্ড ক্লাসে চল্‌ল যাব।"

আমি বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া প্রশ্ন করিলাম—"কেন ?"

উত্তর হইল—"বাঃ, আমাদের সমাজের কু-সংস্কারের জন্য আপনি কষ্ট পাবেন কেন ?

আমরা নেমে গিয়ে ওদিককার কতকগুলো জিনিস এই বেঞ্চটাতে গুছিয়ে রেখে আপনার ওখানটা পরিষ্কার করে দিই···"

ভিতরে একটা প্রবল হাসি ঠেলিয়া উঠিতেছিল, সেই সঙ্গে কষ্টও হইতেছিল—"আহা আর কত স্পষ্ট করিয়া বলিবে বেচারি ? রেলের এই ঘণ্টাখানেকের একটু মুক্তি, দুজনে মিলিয়া গাড়ির দুধারে অপসৃয়মান দৃশ্যের মধ্যে, গতিবেগের আনন্দে নূতন জীবনটাকে একটু উপলব্ধি করিয়া লওয়া, তাহার পর তো আবার পুরাতন পল্লী পরিবারের মধ্যে সেই চিরন্তন অবরোধ, দিনান্তে একটু চোখের দেখার জন্য যেই হা-হুতাশ···

ষ্টেশন আসিয়া গিয়াছে, গাড়ির গতিবেগটা কমিয়া আসিতেছে, ছোকরার ছটফটানি যেন উগ্র রকমভাবে বাড়িতেছে—সত্যই তো আর গাড়ি থেকে দুইজনে নামিয়া যাইতে পারে না ; অথচ আমি কি মনের কথাটা একটুও বুঝিতে পারিতেছি না ?—ঘুণাক্ষরেও না ? ···এই বাঙালীকে আবার বুদ্ধিমান জাত বলে !···

গাড়ি আসিয়া ষ্টেশনে দাঁড়াইতেই আমি উঠিয়া পড়িয়া বলিলাম "আপনি কুণ্ঠিত হবেন বলে বলতে পারছিলাম না,—কিন্তু সত্যিই আমার একটু কষ্ট হচ্ছিল, এধরনের নানারকম জিনিসের গাদাগাদির মধ্যে রেলযাত্রায় কখনো অভ্যস্ত নই কিনা।···আপনি অনুগ্রহ করে যদি আমার তোরঙ্গ আর বিছানাটার উপর একটু লক্ষ্য রাখেন তো অন্য সেকেণ্ড ক্লাসে গিয়ে বসি ততক্ষণ।"

ত্তরের প্রয়োজন ছিল না, বলিতে বলিতেই দরজাটা খুলিয়া নামিয়া গেলাম। ছোকরা মুখটা নীচু করিয়া একেবারে চোখের কোণ দিয়া আমার পানে মিটি মিটি চাহিয়া রহিল।

এই দৌড়টা আরও একটু লম্বা, মাঝে প্রায় সাত আটটা ষ্টেশন। যে সেকেণ্ড ক্লাসটায় গিয়া উঠিলাম সেটাতে চ্যাঙারির ভিড় না থাকিলেও একটু লোকের ভিড় ছিল, বেশ আরাম করিয়া বসিতে পারিলাম না। কিন্তু একটা মস্ত বড় কাজ করিয়াছি বলিয়া মনে মনে একটা তৃপ্তি অনুভব করিতেছিলাম। এই অনুভূতিটি মনকে বেশ সিক্ত করিয়া তুলিলে একটা সিগারেট ধরাইতে ইচ্ছা হইল। পকেটে হাত দিয়া বুঝিলাম সিগারেটের কেসটি পূর্বের কামরার বেঞ্চে ফেলিয়া আসিয়াছি, দেশলাইটি সুদ্ধ। গাড়ি ছাড়িয়া দিয়াছে, প্লাটফরম ছাড়াইয়া গেছে।

মনটা বড় অপ্রসন্ন হইয়া পড়িল এবং যদি বলি একটা সামান্য ভাবাবেশে ঐ কামরাটা ছাড়িয়া আসিবার জন্য নিজের প্রতিই বিরূপ হইয়া উঠিল তো বিশেষ মিথ্যা বলা হয় না। খুব ঘন ঘন সিগারেট খাই না, তবে সরঞ্জাম দূরে পড়িয়া থাকিবার জন্য অভাবটা ক্রমেই উগ্রতরভাবে অনুভব করিতে লাগিলাম। এই অভাব আর আত্মধিক্কারের মধ্যে কখন বেশ একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছি হঠাৎ ব্রেক কসিয়া গাড়িটা থামিয়া যাইতে জাগিয়া উঠিলাম। দেখি ষ্টেশন নয়, কোন কারণে গাড়িটা মাঝপথে দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে, মুখ বাড়াইয়া বুঝিলাম দূরের একধা কামরায় কে ভ্যাকুয়াম ব্রেকের চেনটা টানিয়া দিয়াছে। গার্ড নামিয়া আসিয়া তদন্ত করিতেছে। আমার হঠাৎ খেয়াল হইল এই সুযোগে নামিয়া গিয়া সিগারেটের কেস আর দেশলাইটা লইয়া আসি। একই গাড়ির মাঝখানে প্রথম শ্রেণী, দুইপাশে দুইটি দ্বিতীয় শ্রেণী। তাড়াতাড়ি

নামিয়া পূর্বের কামরাটির কাছে গেলাম। অস্বীকার করিব না, একটু কুণ্ঠা-জাগিয়াছিল মনে, দম্পতিকে অবাধ স্বাধীনতা দিয়া এভাবে হঠাৎ আবির্ভাব হওয়াটা ঠিক হইতেছে না। পা-দানির কাছে গিয়া ক্ষণমাত্র একটু দ্বিধাভরে দাঁড়াইলাম, তাহার পর হাতের সময়টুকুর অনিশ্চয়তার জন্যই হোক বা যে জন্য হোক আর অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া পা-দানির উপব উঠিয়া পড়িলাম।

উঠিয়া হাতল ঘুরাইয়া প্রবেশ করিতে যাইব, দারুণ বিস্ময়ে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম।

সেই মৈথিল দম্পতি কামরার মধ্যে নাই। তাহার চেয়ে আরও আশ্চর্যের বিষয় আমি ওদিককার যে বেঞ্চটায় বসিয়াছিলাম একটি বাঙালী যুবা এবং একটি যুবতী বসিয়া। যবার গায়ে স্মার্টনেক কামিজের উপব একটি কৃষ্ণ-নীল সার্জের গলাখোলা কোট, আণ্ডারওয়্যারের উপর সূক্ষ্মভাবে কোঁচান ফিনফিনে ধুতি, বা-হাতে একটি ধূমায়মান সিগারেট। মেয়েটির একেবারে হালফ্যাশান একটি শাড়িব উপর একটি ফাব-বসানো লেডিজ্ ওভারকোট, পায়ে হীল-তোলা ষ্ট্রাপ-সু। গাড়িটা হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়ার কারণ বুঝিবার জন্য দুজনেই ওদিকে শার্সিব বেশ খানিকটা কবিয়া জানালা হইতে বাড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া আছে। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু গাড়িব 'আলো' নেভানো, সেটাও খুব অস্বাভিক বলিয়া মনে হইল না, তবে যখন দেখিলাম গাড়িব জিনিসপত্র সব যথাস্থানে রহিয়াছে, মায় বেঞ্চের উপর আমার বিছানা আর ট্রাঙ্ক পর্যন্ত, তখন আমার বেশ একটু ধাঁধায় পড়িতে হইল।

একটা কথা বলিয়া দেওয়া দরকার—আমি যে বেশ খানিকক্ষণ ধরিয়া এই সব পর্যবেক্ষণ করিতেছিলাম এমন নয়। বোধ হয় আধ মিনিটেরও কমে তীব্র বিস্ময়ে সমস্তটার উপর চোখ বুলাইয়া

আমি নামিয়া পড়িলাম। পড়া বোধ হয় উচিত ছিল না, কিন্তু সে আলোচনা এখানে হইতেছে না, যাহা করিয়াছিলাম তাহাই বলিতেছি। বিগত রাজনৈতিক আন্দোলনের জের টানিয়া ট্রেনে অনেক কিছুই ঘটিতেছে আরও কত কি যে ঘটা সম্ভব আন্দাজই করা যায় না খবরের কাগজে প্রায় প্রতিদিনই লাইন কাটা থেকে আরম্ভ করিয়া চলন্ত গাড়িতে অদ্ভুত অদ্ভুত চুরিডাকাতির খবর পাওয়া যাইতেছে, এ যেন আরও একটু নতুন ধরনের। আমি নামিয়া পড়িয়াই ক্ষণমাত্র চিন্তা করিলাম, একবার ভাবিলাম চেঁচাইয়া লোক জড় করি, তাহার পর মনস্থির করিয়া পা বাড়াইলাম—গার্ডকে গিয়া আগে সব কথা বলা যাক্। নিজের কামরার কাছে পেঁৗছিয়াছি, গাড়িটা হঠাৎ ছাড়িয়া দিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলাম। উঠিতেই এক ভদ্রলোক প্রশ্ন করিলেন—"কি করলে লোক দুটোকে মশাই!"

একটু বিস্মিতভাবে চাহিয়া একটু এলোমেলো উত্তর দিয়া ফেলিলাম—"জানি না তো, তারা তো বসেই আছে।"

"বসেই আছে!"—বলিয়া ভদ্রলোক একটু বিমূঢ়ভাবে আমার পানে চাহিলেন। একটুব মধ্যেই গাড়ির সবার আলোচনায় তাঁহার প্রশ্নের তাৎপর্যটা বুঝিতে পারিলাম,—গাড়ি থামার কারণ হইয়াছে দুইটি লোক মুসলমানী বোরকা ঢাকা দিয়া স্ত্রীলোকদের গাড়িতে উঠিয়া বসিয়াছিল, হঠাৎ কি করিয়া টের পাইয়া মেয়েরা শিকল টানিয়া দেয়। গার্ড তাহাকে ধরিয়া, সাহায্যের জন্য আরও জন তিনেক যাত্রীসহ নিজের গাড়িতে লইয়া গিয়াছে। ভদ্রলোকের প্রশ্নটা তাদের সম্বন্ধেই।

দুর্ঘটনাটিতে সেকেণ্ড ক্লাসের ব্যাপারটিতে যেন একটু আলোক সম্পাত করিল। একবার মনে হইল ও-ব্যাপারটাও সকলকে শুনাইয়া

একটা যথাকর্তব্য স্থির করিয়া ফেলি—সেখানে তো আবার দুইটা জলজ্যান্ত মানুষই লোপাট হইয়া গেছে। তাহার পর মনে হইল আগে নিজেই একটা আন্দাজ ঠিক করিয়া লই, হঠাৎ ভয়ে সংবাদটা বিকৃত করিয়া দেওয়ার চেয়ে ভাবিয়া চিন্তিয়া ভদ্রলোকের বুদ্ধি এবং বিশ্বাসের যোগ্য করিয়াই দেওয়া ভালো। বাঙালী দম্পতিই হোক বা ছদ্মবেশী অন্য কেহই হোক, মাঝপথে চেন টানিয়া যে পালাইবার অভিসন্ধি আছে এরূপ মনে হইল না, সেটা নিশ্চয় সুবিধাজনকও নয় ওদের পক্ষে। নিশ্চয় চুপিসাড়ে পরের ষ্টেশনে নামিয়া ভিড়ের মধ্যে মিশাইয়া যাইবে, তাহার পর হয় তো বেশ পরিবর্তন করিয়া লইবে; হইতে পারে নামিবেই একেবারে বেশ পরিবর্তন করিয়া, একটু লক্ষ্য রাখিলে বিনা গোলমালেই ধরা যাইতে পারে। আমায় যে দেখিতে পায় নাই সেজন্য নিশ্চয় নিশ্চিন্তই আছে।

তাহা যেন হইল, কিন্তু মৈথিল দম্পতিটি গেল কোথায়? খুন?—চিন্তাতেই সমস্ত শরীরটা কাঁটাদিয়া উঠিল, কিন্তু যে কারণেই হোক অতবড় উগ্র একটা কিছুতে মনটা যেন সায় দিতে চাহিল না। তবে?—হাত পা মুখ বাঁধিয়া বাথরুমে ফেলিয়া রাখিয়াছে?—সেইটেই যেন বেশী সম্ভব বলিয়া মনে হইল। কিন্তু আসিল কখন এরা; আর কোথা হইতে? শিবাজীর মতো মেঠাইয়ের চ্যাঙারির মধ্যে আসার কথাই উঠে না। বাথরুমে লুকাইয়া ছিল?—অসম্ভব নয়, তবে খুবই কি সম্ভব?—তবু বাথরুমে যাইবার আমার প্রয়োজন হয় নাই বলিয়া সন্দেহটা লাগিয়াই রহিল।···তাহার পর হঠাৎ একটা কথা মনে হইল, অন্ধকারে যেন একটা আলোকরশ্মি পাইলাম,—পূর্বেই বলিয়াছি আমি খানিকক্ষণ বেশ তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম, তাহার মধ্যেই নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ি নাই তো? গাড়িটা আর একবার আমার অজ্ঞাতসারেই মাঝপথে থামে নাই

তো ?—এদেরই কোনরূপ চক্রান্তে। হয়তো সেই সুযোগেই উঠিয়া ক্ষিপ্রহস্তে মৈথিল দম্পতিকে অভিভূত করিয়া গয়না, ঘড়ি, চেন, আংটি প্রভৃতি হস্তগত করিয়াছে। 'মেয়েদের গাড়িতে দুইটা লোক ধরা পড়িয়াছে স্ত্রীবেশে—বাঙালী স্ত্রীপুরুষ বেশধারী এরাও যে সেই দলের অন্তর্ভুক্ত নয় কে বলিবে ?—যেমন উদ্বিগ্নভাবে গলা বাড়াইয়া লক্ষ্য করিতেছিল।

সামান্য একটা ভাবাবেশে গাড়িটা ছাড়িয়া আসিবার জন্য মনটা আবার ম্রিয়মাণ হইয়া উঠিল—এবার সিগারেট কেসের জন্য নয়—কে জানে, দুইটি জীবনই বোধ হয় অকালে বিনষ্ট হইল।

পাশের ভদ্রলোকটিকে প্রশ্ন করিলাম—"গাড়িটা মাঝপথে কি আরও একবার থেমেছিল ?

গাড়িটাতে একবার একটা কাণ্ড হইয়া যাওয়ায় ঔৎসুক্যের হাওয়া বহিয়াছে, তাহার পাশের দুইটি ভদ্রলেকে পর্যন্ত আমার পানে মুখ বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বলছেন ?"

প্রশ্নটার পুনরুক্তি করিলাম। শুনিয়া তিনজনেই আমার পানে এমনভাবে চাহিলেন, বুঝিলাম আমার মাথা ঠিক আছে কি না সে বিষয়ে তাঁহাদের যথেষ্ট সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। "না আর থামে নি তো" বলিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন। পরে লক্ষ্য করিলাম আড়চোখে এক একবার আমার দিকে ফিরিয়া চাহিতেছেন, —সবটা, গাড়িতে থাকিয়াও গাড়ি থামিয়াছিল কিনা প্রশ্ন করে, এ আবার কোন দেশের মানুষ !

ফল এই হইল যে ভাবিয়া চিন্তিয়া সমস্ত ব্যাপারটা যে সকলের গোচরে আনিব সে উপায় আর রহিল না। আমি যে একটা খুব অদ্ভুত প্রশ্ন করিয়াছি সে কথাটা দেখিলাম ধীরে ধীরে সমস্ত গাড়িটাতে বেশ ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং কানাঘুষার সঙ্গে আমার পানে কৌতুক-

পূর্ণ কটাক্ষের ধূমটা পড়িয়া গেছে। বড় অপ্রতিভ হইয়া পড়িলাম। এদিকে এইমাত্র একবার চেনটানার হাঙ্গামটা হইয়া যাওয়ায় সেদিকেও কিছু করিবার সাহস হইল না, যদি টানিতে যাই তো ইহারা যে আমায় ধরিয়া ফেলিবে সেটাও বেশ স্পষ্ট লইয়া উঠিতেছে।···মনের শঙ্কা সন্দেহ মনে চাপিয়া ব্যাপারটা হইয়া তোলাপাড়া করিতে লাগিলাম। স্থির করিলাম আগে দস্যুদ্বয়কে হাতেনাতে ধরি, তাহার পর অমন অদ্ভুত-প্রশ্ন যে কেন করিয়াছিলাম সেটা পরিষ্কার করিয়া দেওয়া যাইবে, ততক্ষণ নীরব থাকাই শ্রেয়।

*   *   *   *

নীরব থাকিয়া ভালোই করিয়াছিলাম।

তর্কে তর্কে ছিলাম, ষ্টেশনে গাড়ি থামিতেই নামিয়া গিয়া পূর্বের কামরার দরজার কাছটিতে দাঁড়াইলাম। তীব্র উত্তেজনায় বুকটা ধড়ফড় করিতেছে।

বাঙালী দম্পতিটি নাই! বরকর্তা প্রভৃতি সকলে তাড়াহুড়া করিয়া আসিয়া যাহাদের নামাইল তাহারা সেই মৈথিল বর এবং মৈথিল বধূই,—বরের কানে কুণ্ডল, রাঙা মোজা, রাঙা ধুতি, এদিকে আগাগোড়া সোনারূপার নিরেট-গয়না, সুপ্রচুর বস্ত্ররাশি; আবক্ষ ঘোমটা।···খুব সন্তর্পণে পা টিপিয়া টিপিয়া, বোধ হয় কোন পূর্ব-যুগের নবপরিণীত রামচন্দ্র আর সীতার আদর্শ-মতোই রথ হইতে অবতরণ করিল,—নিরীহ, শান্ত অতিশয় সুশীল বর আর একেবারেই জ্ঞানহীনা নববধূ।

মুহূর্তমাত্র ধাঁধা লাগিয়াছিল, তাহার পরই ব্যাপারটা বুঝিলাম। হালফ্যাশানে সজ্জিত বাঙালী দম্পতি বাহিরের কেহ ছিল না। নিষ্ঠুর অবরোধ এবং পৌরাণিক শাসন থেকে, আধুনিকতার মধ্যে ক্ষণিক মুক্তি পাইবার জন্য এই মৈথিল দম্পতিই নিজেদের বাঙালী বরবধূতে রূপান্তরিত করিয়া লইয়াছিল—কাজেই তাহার সরঞ্জাম পূর্ব হইতেই যোগাড় করা ছিল, পাটনা কলেজের ফিফ্‌থ ইয়ারের নবালোকপ্রাপ্ত যুবক কোন খুঁটিনাটিই বাদ দেয় নাই। হয়তো নিজেই কিনিয়া পুরাতন স্যুটকেসটিতে সঙ্গোপনে রাখিয়া দিয়াছিল, কিংবা এও হইতে পারে পাটনা কলেজের কোন বাঙালী সহপাঠীর— নববিবাহিত বাঙালী সহপাঠীর নিকট সংগ্রহ করা। এই সরস কূটবুদ্ধিটুকুও বোধ হয় বাঙালীরই উর্বর মস্তিষ্ক প্রসূত,—জাতটার মাথা তো চারিদিকেই খেলে।

রক্তের কথা?—বুঝিলাম ওটা ছিল আমার ভীতিবিহ্বল মনের বিকৃত কল্পনা। পরে টের পাইলাম প্রচুর মুক্তির মধ্যে প্রচুর তাম্বুল চর্বণ করিয়া শ্রীমতী সমস্ত কামরাটিকে রসরঞ্জিত করিয়া গেছেন।

ভয় হইয়াছিল, নিষিদ্ধ পোষাকগুলির সঙ্গে, দিয়াশলাই সহ আমার রূপার সিগারেট কেসটিও পুরাতন স্যুটকেস্‌টির মধ্যে অন্তর্হিত হইয়াছে।

গাড়িতে উঠিয়া দেখিলাম,—না, যথাস্থানেই আছে। অবশ্য একটি সিগারেট যে কম সে কথা বলাই বাহুল্য।



দীনু রক্ষিত

১

গাড়িটা আসিতেছে লাহোর থেকে। যাত্রীদের অনেকে আসিতেছে আরও ওদিক থেকে। পেশোয়ারের লোকও আছে। বেশি না হোক অন্ততঃ একজন তো আছেই, একটি কাবুলী। সে একটা ছোট কামরায় একখানা গোটা বেঞ্চ দখল করিয়া আড় হইয়া শুইয়া মালা জপিতেছে।

সমস্ত গাড়িটাতেই খুব ভিড়; তবে এ কামরাটায় ভিড়েব একটা বিশেষত্ব আছে—যা কিছু ভিড় এদিককার দু'খানা বেঞ্চে আব বাঙ্কে। বাঙ্কেব উপর মোট-মাটের সঙ্গে একটি লোক কুজো হইয়া বসিয়া আছে। নীচের দু'খানা বেঞ্চ ঠাসা :—প্রায় একখানা গোটা বেঞ্চ জুড়িয়া সপরিবার একটি পশ্চিমা ভদ্রলোক, বাকি জায়গাটুকু এবং অপর বেঞ্চ মিলাইয়া সাত জন। নীচের স্থানটুকুতে পা পাতিবার জো নাই। ওদিকে রাস্তা জুড়িয়া দুইজন বসিয়া আছে, একজন একটা বিছানার গাঁঠরির উপর এবং একজন একটা বাক্সেব উপর।

গাড়ির বাকি দুইটি বেঞ্চের মধ্যে ধারেরটিতে কাবুলী ঐভাবে শুইয়া জপ করিতেছে। মাঝখানেরটিতে তাহার জিনিসপত্র। জিনিসপত্র রাখিয়াও একটু জায়গা খালি আছে; কিন্তু কোন লোক নাই।

আসানসোল ষ্টেশনে গাড়ি থামিলে দু'একবার উঁকিঝুঁকি

মারিয়া একটি বাঙালী উঠিল—রোগা রোগা চেহারা বছর ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বয়স, গায়ে পাঞ্জাবী, হাতে একটা ছোট এটাশি-কেস গাড়ির অবস্থা দেখিয়া একটু বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর দ্বিতীয় বেঞ্চে সেই খালি জায়গাটুকুতে বসিয়া বলিল, "সেলাম আলেকুম আগা সাহেব।"

বিশাল বপু থেকে একটা খসখসে ঈষৎ নাকী সুরে আওয়াজ হইল, "উদর-যা করকে বৈঠো।"

ভদ্রলোক উঠিয়া দাঁড়াইল। গাড়ি ছাড়িয়া দিয়াছে, কোনখানে জায়গা না পাইয়া—দরজায় ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া বিছানার গাঁঠরির উপর উপবিষ্ট লোকটির দিকে চাহিয়া বিরক্তভাবে বলিল, "আচ্ছা তামাসা তো! দুটো বেঞ্চ জুড়ে বসে আছে—কাউকে বসতে দেবে না? বাক্সটা নামিয়ে জিনিসগুলো তার ওপর রাখলেই পারে তো…"

একজন উত্তর করিল, "ওর ভয়, বাক্সসুদ্ধ ছিঁড়ে পড়ে যাবে।"

ভদ্রলোক খিঁচাইয়া উঠিয়া বলিল, "আর ওদিকে ছিঁড়ে পড়ে যাবে না?—মানুষ পর্যন্ত তো নিশ্চিন্দি হয়ে বসে আছে।"

একজন উত্তর করিল, "ওকেই বলুন মশাই, আমি তো মানা করি নি।"

ভদ্রলোক একটা বিড়ি ধরাইল, একগাল ধুঁয়া ভরিয়া হাত নাড়িয়া ওই ভদ্রলোককেই কি বলিতে যাইতেছিল, পূর্বস্থান থেকে আবার সেইরকম কণ্ঠেই আওয়াজ হইল, "ধুঁয়া মৎ ছোড়ো।"

ভদ্রলোক একবার আড়চোখে চাহিয়া বিড়িটা বাহিরে ফেলিয়া দিয়া এবার বাক্সর উপর উপবিষ্ট লোকটির দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, ধুঁয়ো ছাড়ব না—কারুর ভয় নাকি মশাই? ইস্, আসুক অণ্ডাল, ধুঁয়ো ছাড়ি কি না ছাড়ি দেখাচ্ছি,—এখনও খাঁ সাহেবের সঙ্গে মোলাকাৎ হয়নি কি না…"

সে ভদ্রলোক বলিল, "আমায় কি বলছেন মশায় ? মেয়েগাড়িতে ওয়াইফ্ আর ছোট ছেলেটা রয়েছে, নইলে দেখতাম কত বড় কাবুলী..."

বাঙ্কের উপর যে বসিয়াছিল বলিল, "ও ব্যাটা কপালের জোরে যাচ্ছে মশাই—নইলে হাওড়া তো দূরের কথা, রাণীগঞ্জের মুখ দেখতে হ'ত না। আসানসোলে এক বেটা ক্রু এল, গায়ে একশ-এক পয়েন্ট তিন জ্বর, একটা কনেস্টেবল্‌কে ডাকলে—গায়ে জ্বর নেই, কিন্তু মাংসও নেই ; মিলেমিশে থাকবার পরামর্শ দিয়ে নেমে গেল। অমন ধার্মিক কনেস্টবল্ দেখা যায় না।"

দরজার কাছের সেই নবাগত লোকটি বলিল, "আপনারা সবাই থাকুন মিলেমিশে মশাই, আমার দ্বারা হবে না বলে দিচ্ছি। দীনু রক্ষিত একেবারে অন্য ধাতের মানুষ তা জেনে রাখবেন। মিলেমিশে থাকা মানে আমি বুঝি না। এই সুটকেসের মধ্যে তিনখানি নম্বরী মামলার নথিপত্র। জেয়লগাছের পাশে একটি বিঘৎ জমি—মণ্ডলের পো বলে 'ঘেরে নোব'। বললাম, 'নোয়াচ্ছি ঘেরে তোমায়'...বলে এলাম—"মণ্ডলের পো !—জমি ঘেরবে কি ?—তোমায় ঘেরে যদি জেলে না টেনে তুলি তো..."

কাবুলী বলিল, "জাদে বোলো নেহি। আচ্ছা নেহি লাগতা।"

লোকটি চুপ করিয়া গেল। নিতান্ত অভ্যাসবশতঃ একটা বিড়ি পকেট থেকে বাহির করিয়াছিল, পরীক্ষা করার মত একবার উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিল, তাহার পর সূতার বাঁধুনিটা পাক দিয়া একটু শক্ত করিয়া দিয়া আবার পকেটে রাখিয়া দিল। একটু অন্যমনস্ক হইয়া সেই পোঁটলার উপরের লোকটির পানে হাসিয়া বলিল, "ওর ভাল লাগে না বলে কেউ আর যেন কথা কইতে পাবে না ! ভাল লাগছে না তো তুমি যাও না অন্য কামরায় বাবা, কে

তোমায় মাথার দিব্যি দিয়ে ছুটো বেঞ্চি দখল করে থাকতে বলেছে ? কেইবা তোমায়…"

"বাহার পেক্ দেগা।"

"দিলেই হ'ল বাইরে ফেলে! কে কাকে ফেলে দেখাব—শুধু যদি খাঁ সাহেবের দেখা পাই অণ্ডালে"—বলিতে বলিতে দীন্নু রক্ষিত তাড়াতাড়ি মোটমাট ডিঙাইয়া গাড়ির মাঝামাঝি চলিয়া আসিতেছিল, বিছানার গাঁঠরির উপর যে ছোকরা বসিয়াছিল, একটু সিধা হইয়া বসিয়া বলিল, "এদিকে আবার কোথায় আসছেন মশাই ?"

"আলবৎ আসব মশাই, গাড়ি কারুর কেনা নয়।"

"কেনা নয় বলে ঘাড়ে এসে উঠবেন ? বেশ তো ছিলেন, ওখানে যান না!"

"আপনি যান না।"

"আমি তো ওখানে ছিলাম না, এইখানেই বরাবব বসে আছি।"

"এবাব ওখানে যান!"

"এবার ওখানে যান?—আপনার হুকুম নাকি ?—যান, ফিরে যান, নৈলে…" ছোকরা উগ্রমূর্তি ধরিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল।

দীন্নু রক্ষিতও ঘাড় বেঁকাইয়া দাঁড়াইল, "যেতে দিন মশাই ভালয় ভালয়, একে মেজাজ ভাল নেই আমার…"

অন্য দুই তিনজন ভদ্রলোক থামাইতে চেষ্টা করিতে ব্যাপারটা আরও ঘোরাল হইয়া উঠিল।

"আপনি মেজাজ দেখান কাকে ?"

ধনুকের মত বেঁকিয়া উঠিয়াছে।

"শুধু মেজাজ নয়, আরও কিছু দেখাচ্ছি এই"—বলিয়া দীন্নু রক্ষিতও রুখিয়া দাঁড়াইল। প্রায় হাতাহাতি হয় হয়, পিছন থেকে সেইরকম খসখসে নাকি সুরে আওয়াজ হইল, "লড়ো মৎ।"

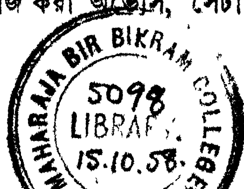
দীনু রক্ষিত পিছনে একবার বিরক্তির সহিত চাহিয়া হাতটা নামাইয়া লইল। সামনের দিকে দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া বলিয়া উঠিল, "ওর সঙ্গে তো লড়ছি না, ওর এত মাথাব্যথা কেন?···আচ্ছা, আর বেশি দেরি নয়, অণ্ডাল এসে গেল।"

দুই পা পিছাইয়া গিয়া দেয়ালে ঠেস দিয়া অপ্রসন্নভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

২

আমি এদিকে আর-এক গোঁয়ারকে লইয়া ফ্যাসাদে পড়িয়াছি। আমি বসিয়া আছি এদিককার কোণটায়, আমার পাশেই যজ্ঞেশ্বর। আমরা যখন উঠি গাড়িতে ভিড় ছিল না। উগ্র কাবুলী-হিঙ্গের গন্ধ থেকে অব্যাহতি পাইবার জন্য আমরা ইচ্ছা করিয়াই গাড়ির অপর দিকটা আশ্রয় করিয়াছিলাম। কিন্তু কাবুলীর অত্যাচারে যজ্ঞেশ্বর ক্রমাগতই ফোঁস ফোঁস করিতেছিল এবং মাঝে মাঝে ঠেলিয়াও উঠিতেছিল। আমি অনেক কষ্টে তাহাকে বুঝাইয়া-সুজাইয়া—ঠাণ্ডা করিতেছিলাম।—"আজ কি একটা ঝগড়া-মারামারি করে? তোর বাইসেপ্স্ হাজার ডেভেলপ্‌ড্ হলেও তুই ওর সঙ্গে পারবি নি, আর এরা যে তোকে সাহায্য করবে, মনেও ভাবিস নি। ক'টা ষ্টেশন বৈতো নয়, চুপচাপ ক'রে কাটিয়ে দে···"

কাবুলী দীনু রক্ষিতকে এক একবার এক একটা থাবা দেয় আর যজ্ঞেশ্বর ঠেলিয়া উঠিবার চেষ্টা করে। আমি হাতটা চাপিয়া বসাইয়া দিই, বলি, "কই-বা অন্যায় করেছে ভেবে দেখ একটু,—বিড়ি খেতে দিচ্ছে না, লোকটার ফাঁকা আওয়াজ করা অভ্যেস, সেটা বন্ধ করে দিচ্ছে—অন্যায়টা করেছে কি?"



এবার কিন্তু আর যজ্ঞেশ্বরকে ঠেকাইতে পারা গেল না। মুখটা খিঁচাইয়া আমার পানে চাহিয়া বলিল, "ও বেচারিরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করবে—ওর কি তাতে?"

আমাকে জবরদস্তি ঝাড়িয়া ফেলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "আলবৎ লড়েগা, তুম্‌হারা ক্যা হ্যায়?···আপনারা আরম্ভ করুন মশাই, দেখি ও-ব্যাটা কি করে।"

এমন নিরীহ নির্জীবদের মধ্যে থেকে হঠাৎ একজনকে এরকম উগ্র-ভাবে আগাইয়া আসিতে দেখিয়া কাবুলী প্রথমটা একটু হকচকিয়া গেল। যজ্ঞেশ্বরের শরীরটাও অনেকটা অন্য ধরণের, তায় তাহার যেখানে যত দেখাইবার মত শিরা পেশী আছে সব জাগাইয়া তুলিয়াছে। কাবুলী একটু দেখিল, তাহার পর সোজা হইয়া বলিল, "নেই লড়েগা। হাম্ মানা করতা।"

যজ্ঞেশ্বর কাবুলীর সামনের বেঞ্চটাতে পা বাড়াইয়া দিল। বলিল, "আলবৎ লড়েগা! তুমারা সাথ লড়েগা, উঠো।"

দীনু রক্ষিত বলিল, "লেগে যান মশাই দুগ্‌গা বলে, আমরা পেছনে রয়েছি; ততক্ষণে অণ্ডাল জংশনও এসে পড়বে। যদি খাঁ সাহেবকে পাই, ও বেটা কেঁচো হয়ে যাবে দেখবেন! মাঝে মাঝে আদায় পত্রে আসে এদিক পানে···যদি বরাত গুণে পেয়ে যাই দেখা···"

কাবুলী তাহার পানে ফিরিয়া চাহিতে, থামিয়া গেল। কিন্তু দীনু রক্ষিত থামিলেও, বেশ বলিষ্ঠ একজনকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া আর সকলে নিজের চাপা ক্রোধকে মুক্তি দিয়া চেঁচামেচি করিয়া উঠিল। —"দিন পেটে একটা গোঁত্তা মশাই···উতারো বেঞ্চিসে সব চিজ্···আগে দাড়িটা বাগিয়ে ধরুন মশাই···যত কিছু বলছি না, ততই আস্কারা বেড়ে যাচ্ছে!···"

কয়েকজন মোটমাট ডিঙাইয়া আগাইয়া গেল। ব্যাপারটি অতিশয় ঘোরাল হইয়া উঠে দেখিয়া আমি উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম। কাবুলীর অত্যাচারটা আমারও অসহ্যই হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু এই লইয়া পথের মাঝে গোলমাল হয়, সেটা তেমন বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হইতেছিল না। আমি উঠিয়া যজ্ঞেশ্বরকে পিছনে টানিয়া লইলাম।"

"ছেড়ে দে আমায়···ছেড়ে দে, দেখে নোব কত বড় কাবুলী"—বলিতে বলিতে কাবুলীর মুখ থেকে দৃষ্টি না সরাইয়া যজ্ঞেশ্বর নিজের জায়গা হইতে আবার গর্জাইতে লাগিল।

কাবুলী বলিল, "হাম্ খালি তুম্‌কো সাথ নহি লড়েগা, সবকো লে আও। দেখো হামারা হাত, দেখো সিনা···"

কুর্তার আস্তিন গুটাইয়া মুলেভরা সুপুষ্ট কবজি তুলিয়া ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে বুকটা চিতাইয়া বলিল।

ষ্টেশন আসিতেছে, যজ্ঞেশ্বর অসহিষ্ণুভাবে আমায় ঝাঁকানি দিয়া বলিল, "আমায় ছাড় নৈলে তোর সঙ্গে একচোট হবে এবার, আমি ওর কবজি আর বুকের ছাতি দেখান বের করব···"

দীনু রক্ষিত গাড়ির দেয়ালে পিঠ দিয়া দাঁড়াইয়াছিল, নাকমুখ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "এ আবার এক অন্য ফ্যাসাদ! আপনি ছেড়ে দিন না মশাই! ভদ্রলোক যা বুঝবেন করবেন।" আমরা একটা বোঝাপড়া করতে যাচ্ছিলাম—কাবুলীর পছন্দ হ'ল না; ও ভদ্রলোক কাবুলীকে দু' ঘা দেবে, ওঁর পছন্দ নয়। গেরো এক!"

৩

অণ্ডালে গাড়ি থামিতেই দীনু রক্ষিত দরজা খুলিয়া একবার কাবুলীর দিকে কটাক্ষপাত করিয়া নামিয়া গেল। একজন লোক

গাড়িতে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কাবুলী হ্যাণ্ডলটা ধরিয়া থাকায় দু'একবার গজ গজ করিয়া—কয়েকজন তাহাও না করিয়া অন্য গাড়ির উদ্দেশ্যে চলিয়া গেল। যজ্ঞেশ্বরকে ধরিয়া রাখা ক্রমেই অসম্ভব হইয়া উঠিতেছিল। বুঝাইলাম, "একটু থাম্ না, যদি কণ্টকেনৈব কণ্টকম্ ব্যবস্থাটা খাটে তো মন্দ কি? দীনু রক্ষিতকে যেমন বুঝছি—গায়ে শক্তি না থাক, ধড়িবাজ লোক, খাঁ সাহেব সম্বন্ধে যেমন বলছে, তাতে যোগাযোগটা দেখবার মতনও হবে···"

সকলে একটা উৎকট কাবুলী-সংঘর্ষ দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছি, এমন সময় যজ্ঞেশ্বর ঘাড়টা নীচু করিয়া সামনের দিকে চাহিয়া বলিল, "কা'কে যেন আনছে টেনে!···"

দেখি সত্যই প্লাটফরমের একেবারে ও-কোণ থেকে দীনু রক্ষিত একটা লোককে এক হিসাবে টানিয়া টানিয়াই লইয়া আসিতেছে। যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই আমাদের বিস্ময়ের সীমা ছাড়াইয়া যাইতে লাগিল।

লোকটা কাবুলী; কিন্তু অমন কাবুলী আমি জন্মে দেখি নাই। যেমন ঢেঙা তেমনি রোগা, তেমনি কাহিল। রংটা মেটে কালো। শীর্ণমুখে দাড়ির রাশি কেমন যেন পরচুলা বলিয়া মনে হয়। পোষাকটি আগাগোড়া কাবুলী—পাগড়ির উপর রাঙা কুল্লাটি পর্যন্ত।

কাহিল এত যে, লোকটা যেন দীনু রক্ষিতের সঙ্গেও পাল্লা দিতে পারিতেছে না। কাছে আসিলে দেখিলাম—হাঁপাইতেছে।

কয়েকজন বিমূঢ়ভাবে বলিয়া উঠিল, "এই ওর খাঁ সাহেব মশাই? ওকে তো ফুঁয়ে উড়িয়ে দেবে!"

দীনু রক্ষিত দরজা ঠেলিয়া প্রথমে নিজে উঠিল, তাহার পর হাত ধরিয়া খাঁ সাহেবকে তুলিতে তুলিতে বলিল, "দেখ, খাঁ সাহেব,

প্লাটফরমটা আবার নীচু···আজকে পালা যাচ্ছে নাকি, হাতটা একটু গরম গরম ঠেকছে যেন ?”

চিঁ চিঁ করিয়া একটা আওয়াজ হইল, তাহার পর খাঁ সাহেব আসিয়া উপরে দাঁড়াইল।

আগা সাহেব উল্টাদিকে মুখ করিয়া নাস্তার জন্য রুটি, মাংস বাহির করিয়া গোছাইতেছিল, পিছনে ফিরিয়াই একেবারে প্রস্তরবৎ স্থাণু হইয়া গেল। খানিকক্ষণ আর চোখই সরাইতে পারিল না ; তাহার পর সামনের খালি জায়গাটা দেখাইয়া নিজেদের ভাষায় বসিতে বলিল এবং খাঁ সাহেব বসিলে রুটি গোছান বন্ধ করিয়া ঠায় তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল—যেন ভূত দেখিতেছে, এইরকম একটা বিমূঢ়, ত্রস্ত দৃষ্টি।

গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

দীনু রক্ষিত আবার যথাস্থানে আসিয়া দেওয়ালে পিঠ দিয়া দাঁড়াইল। কি একটা বিজয়ের আনন্দে তাহার শীর্ণ মুখটা দীপ্ত হইয়া উঠিতেছে—নাকের মেদহীন চামড়াটা চকচক করিতেছে। খিক্ খিক করিয়া একটা কুটিল হাসি হাসিয়া বলিল, “ওষুধ ধরেছে। শুনে রাখুন দীনু রক্ষিতের কথা, যদি এমন হয় যে, ও এই প্রথম কলকতায় যাচ্ছে তো বর্ধমানের ওদিকে যাবে না, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাবে। ব্যাপারটা কি হয় জানেন না ?—ওদের আত্মীয়স্বজন এখান থেকে ওদের বাঙলা দেশের বড়াই করে চিঠি লেখে—টাকার জায়গা, হওয়ায় টাকা উড়ছে, রাস্তায় টাকা ছড়ান—হেন-তেন সাত সতের। বড্ড গরীব দেশ, লোভে পড়ে ওরা কিছু টাকা যোগাড় করে পাড়ি দেয়। যদি কলকাতা পর্যন্ত সু-ভালাভালি পৌঁছে গেল তো টেঁকে গেল, আর যদি মা-তুগগার কৃপায় পথে খাঁ সাহেবের মত কারুর সঙ্গে মোলাকাৎ হয়ে গেল তো···দেখুন না, কথাবার্তা

আরম্ভ হয়ে গেছে···জিগ্যেস করছে গায়ের খুন কোথায় গেল? গোস্ত কোথায় গেল? বুঝি কিনা একটু ভাষা ওদের—খাঁ সাহেবের কাছে শিখেছি···"

দীনু রক্ষিত আমাদের দিকে চাহিয়া আবার খিক্ খিক্ করিয়া হাসিতে লাগিল, "কবজি আর বুকের ছাতি দেখাচ্ছিলেন! সেই কবজি, সেই ছাতি কিসে গিয়ে দাঁড়াবে বুঝুন একবার!"

একটু হাত উঁচাইয়া বোধ হয় আমাদের অধৈর্য হইতে বারণ করিয়া বলিল, "খাঁ সাহেব বলছে জ্বারা-বোখার—মানে, ম্যালেরিয়া আর কি···জিগ্যেস করছে—কি করে হয়? বলছে মশা কামড়ালে ···মুখের চেহরা হয়েছে দেখুন! জিগ্যেস করছে, কোথায় কামড়ায়? ···বললে—যেখানে সেখানে, এই গাড়িতেও থাকতে পারে···খিক্ খিক্, খিক্···"

এমন সময় খাঁ সাহেব একটু যেন গুটিসুটি মারিয়া দীনু রক্ষিতের পানে চাহিয়া ভাঙা ভাঙা বাঙলায় বলিল, "রক্ষিতবাবু, বোর্ধোমানে লামিয়ে নেমেন, এঁসে গেলো, আজকাল ঠিক এই সোমোয়ে আঁসছে···"

কাঁধে একটা র‍্যাপার ছিল, প্রায় বলিতে বলিতেই সেটা মুড়ি দিয়া গুটিসুটি মারিয়া শুইয়া পড়িল।

দীনু রক্ষিত এমনভাবে হাসিয়া উঠিল, কে যেন তাহাকে কাইকুতু দিয়াছে, বলিল, "আজ আবার সোনায় সোহাগা মশাই—এখানেই জ্বর এসে গেল। একবার ওদিকে চেহারা দেখবেন···কবজি আর বুকের ছাতি দেখাতে বলুন না, মশাই···আমাদের কাছে! খিক্ খিক্ খিক্।"

কাবুলীর মুখের চেহারা অবর্ণনীয়। রোগের পরিণাম দেখিয়া তাহার অর্ধেক হইয়া গিয়াছিল, এখন সাক্ষাৎ তাহার কার্যপদ্ধতি দেখিয়া তাহার এমন অবস্থা হইয়াছে, যেন কি করিবে কিছু বুঝিয়া

উঠিতে পারিতেছে না। দীনু রক্ষিতকে জিজ্ঞাসা করিল, "পেশোয়ার কা গাড়ি কব মিলেগা ?"

দীনু রক্ষিত একবার আমাদের দিকে চকিতে চাহিয়া লইয়া বলিল, "কলকত্তামে মিলেগা।"

"হাম কলকত্তা নেহি যায়গা।"

দীনু রক্ষিত বলিল, "দেখলেন তো? এ-ব্যাটার এই প্রথম। সারা কলকাতা শহরটা ওকে দিয়ে দিলেও যাবে না। এই নিয়ে তিনটে কাবুলী আমার চোখের সামনেই ফিরে গেল। খাঁ সাহেব আমার পাহারাদার হয়ে বসে আছে।"

কাবুলী ডাকিল "এই শুনো!"

দীনু রক্ষিত একরকম ধমকের সুরেই বলিল, "কেয়া শুনেগা? কোলকাতায় নেই যায়গা তো হাম ক্যা করেগা? হিঁয়া পেশোয়ার কা গাড়ি তুমকো কাঁহাসে দেগা?···আবদার পেয়েছেন!"

দেখিলাম দীনু রক্ষিত আমাদের চেয়ে লোক আর অবস্থার তারতম্য বেশি বোঝে। কতকটা ব্যাকুলভাবেই কাবুলী বলিল, "বাবুজী, হামকো পেশোয়ার কা গাড়ি দেখা দেও।"

আশ্চর্য বোধ হইতেছিল—সেই কাবুলী, আর সেই দীনু রক্ষিত!

এই সময় কোন কারণে সামনে সিগন্যাল না পাওয়ায় গাড়িটা হঠাৎ গতিবেগ কমাইয়া একটা ছোট ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। পাশে একটা মালগাড়ি দাঁড়াইয়াছিল, আমাদের কামরাটা তাহার গার্ডের গাড়ির প্রায় সামনাসামনি গিয়া দাঁড়াইল। গার্ডসাহেব ষ্টেশনে গিয়া থাকিবে; গাড়িটা খালি! কাবুলী প্রশ্ন করিল, "মালগাড়ি কাঁহা জায়েগা বাবুজী?"

দীনু রক্ষিত আমাদের দিকে একটা চটুল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া খুক্ খুক্ খুক্ করিয়া হাসিয়া উত্তর করিল, "পেশোয়ার।"

কাবুলী ততক্ষণে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। একেবারে খানতিনেক মোট ঘাড়ে করিয়া বলিল, "হটো, দরবাজা কোলো।"

মরিয়া হইয়া গিয়াছে। এদিককার দোরটা খুলিয়া সকলে ভিড়ের মধ্যেই ঠাসাঠাসি করিয়া একপাশে দাঁড়াইল। কাবুলী মোটগুলি নীচে ফেলিয়া আবার ফিরিয়া আসিল। আরও দুইটা লইয়া যখন ফেলিতে যাইবে, গাড়ি হঠাৎ হুইশিল দিয়া ছাড়িয়া দিল। বাক্সটা বাকি ছিল, "বক্সা দেও বক্সা দেও" করিতে করিতে নামিয়া পড়িল। ওদিক থেকে কেহ অগ্রসর হইল না, আমি উঠিতে যাইতেছিলাম, দীনু রক্ষিত তাড়াতাড়ি গিয়া বাক্সটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "থামুন না মশাই, খাঁ সাহেবের ফিস চাই না?

* * *

ততক্ষণে গাড়ি বেশ জোরও দিয়া দিয়াছে। জানালা থেকে মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম, মালগাড়ির গার্ডসাহেব ষ্টেশন মাষ্টারের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে হাসিতে হাসিতে বাহির হইল, তাহার পর ইঞ্জিনের দিকে সবুজপাখা দেখাইয়া নিজের গাড়িতে উঠিতে গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল—যেন এমন কিছু একটা দেখিয়াছে, যাহা বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। আমাদের গাড়িটা একটু ঘুরিয়া যাইতে আর কিছু দেখা গেল না।

বিজয়গর্বে কাবুলী-পরিত্যক্ত বেঞ্চটায় দীনু রক্ষিত হাত-পা ছড়াইয়া বসিয়া একটি বিড়ি ধরাইয়া বলিল, "কাল খবরের কাগজে দেখবেন গার্ড সাহেবের সঙ্গে বে-আইনী করবার জন্যে এক বেটা কাবুলী বর্ধমানের হাজতে পচছে। না দেখতে পান, একটা কুকুর পুষে তার নাম রেখে দেবেন দীনু রক্ষিত···খিক্, খিক্, খিক্···"



রেলে

দোলের ছুটিতে বাড়ি আসিতেছি।

ইণ্টার ক্লাসে আমার কায়েমী সঙ্গী একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক। আর কিছু কিছু উঠিতেছে, দু'এক ষ্টেশন পরে নামিয়া যাইতেছে— এই রকম! ভদ্রলোক মোগল সরাইয়ে উঠিয়াছেন, দৌড় চন্দননগর পর্যন্ত। এদিকে সঙ্গী হিসাবে মন্দ নয়, কিন্তু বৃহস্পতিবারের বারবেলায় বাহির হইয়াছেন বলিয়া একটা কিছু ঘটিবেই সেই আশঙ্কায় মাঝে মাঝে নিঝুম মারিয়া যাইতেছেন। বলিলেন— "সবাই বললে—কাশী বাবার ত্রিশূলের ওপর, এখানে যাত্রার দিন দেখতে হয় না। বিশেষ কাজে এলাম চলে, কিন্তু…"

বাবাকে খোলাখুলিভাবে চটাইবার ভয়ে 'কিন্তু'র পরের বক্তব্যটুকু আর প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন না।

বক্সারে তাঁহার এক আত্মীয় থাকেন, আসিয়া দেখা করিবার কথা। গাড়ী ছাড়িয়া গেলে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন— "দেখলেন তো?—এলো না, একটা কিছু নিশ্চয়…"

আমি বলিলাম—"তিনি যখন বেরস্পতিবার দেখে আর বেরোনই নি তখন তো কিছু দুর্ঘটনার ভয় নেই তাঁর দিক দিয়ে।" ভদ্রলোক সন্দিগ্ধভাবে স্থির-দৃষ্টিতে আমার পানে একটু চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—"ঠাট্টা করচেন?"

দানাপুর পর্যন্ত আর কোন কথা কহিলেন না। দানাপুর হইতে গাড়ী ছাড়িলে আমিই প্রশ্ন করিলাম—"এইবার পাটনাই তো?"

পাটনা আমার খুব চেনা, ছাত্রজীবনের একটা মোটা অংশ পাটনায়ই কাটাইয়াছি; তবুও তুইজনের, মধ্যেকারে মৌনতাটা বড় অস্বস্তিকর ঠেকিতেছিল বলিয়া প্রশ্নটা করিলাম।

ভদ্রলোক তুষ্ণীম্ভাব থেকে হঠাৎ চকিত হইয়া উঠিলেন; বলিলেন—"তাই তো, পাটনাই তো এবার আসছে! যাক্ নিশ্চিন্দি! অপরেশ বাবাজীরও তো যাবার কথা···"

সঙ্গে সঙ্গেই নিরুৎসাহ হইয়া থামিয়া গেলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন—"না, তার যে বেরস্পতিবার পৌঁছুবারই কথা, তাহলে তো সে কালই রওয়ানা হ'য়ে গেছে···তুর্যোগে একটি লোক পাশে থাকলে উপকার হোতো; তা, সবাই তো আমার মত তালকানা নয় যে বার-ক্ষণ না দেখে ছুট করে বেরিয়ে পড়বে···"

প্রশ্ন করিলাম—"অপরেশ বাবাজীটি কে?"

"ভাইছি জামাই। এখানকার কলেজের প্রফেসার। হীরের টুকরো আগে নামেই শুনেছিলাম মশাই, ভাইঝির বিয়ে দিয়ে চোখে দেখলাম!"

বিস্মিত হইয়া বলিলাম—"এমন!"

বৃহস্পতিবারের বারবেলায় শঙ্কাটা লুপ্ত হইয়া ভদ্রলোকের চোখ মুখ দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

বলিলেন—"লাখে একটি পান কিনা সন্দেহ। তু'টো জিনিসে এম-এ, তুটোতেই গোল্ড মেডেল; কিন্তু দেখে কেউ বলুক দিকিন ছেলেটার পেটে বিদ্যে আছে একটু টুঁ শব্দটি নেই মুখে—সাত ডাকে উত্তর দিতে জানে না। বিয়ের পর তু'বার গিয়েছিল—একবার জোড়ে, একবার আর কিসে যে মনে পড়েছে না···হ্যাঁ, ঠিক, শৈলীর মেয়ের অন্নপ্রাসনে, তা একটি দিন কেউ টের পেলে যে বাড়ীতে একটা জামাই এসেছে? কি ধীর শান্ত ভাব! কি বিনয়ী! কথা

বলছে তো আদ্দেক তার মুখের মধ্যেই থেকে যাচ্ছে। এক-বাড়ী শালী-শালাজ—ডবল এম-এ বলে তারা তো আর খাতির করবে না? ঠাট্টা তামাসায় ব্যতিব্যস্ত করবার ফিকির করেছে—উহুঁ, সেঁ ভিড়বেই না তো তুমি ঠাট্টা করবে কার সঙ্গে?...আর আজকালকার ছেলেও সব দেখছি তো?...দুটো ইংরিজি অক্ষর পেটে গেছে কি না-গেছে—মুখে যেন তুবড়ী ফুটছে মশাই।"

চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। এতটা প্রশংসা শুনিয়া কিছু না বলিলে ভাল দেখায় না বলিয়া আমি কহিলাম—"যার হবার ঐ রকমই হয়—!"

"সিগারেট কি বিড়ি?...রামঃ—পান পর্যন্ত ত্রিসীমানার মধ্যে আসবার যো নেই।...এমন দেখেননি মশাই, ঐযে বললাম, লাখের মধ্যে একটি পাওয়া দুষ্কর। দাদা যেমন দিলেন সুচুর বিয়ে অনেক দেখেশুনে অনেক খোঁজাখুঁজি ক'রে তেমনি জামাই পেয়ে আর ক্ষোভ রইল না মশাই। দুঃখ র'য়ে গেল সে কাল চ'লে গিয়েছে, না হ'লে দেখিয়ে দিতে পারতাম—আর, একবার দেখলে, একটু পরিচয় হ'লে ভুলে যেতে পারতেন ভেবেছেন?—রামোচন্দ্র বলুন।"

এমন সময় গাড়ি গরদানীবাগে প্রবেশ করিল। "সর্বনাশ, পাটনা এসে গেল যে।" বলিয়া ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি বিছানাটা ভাল করিয়া ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া লইয়া হঠাৎ আপাদ মস্তক মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলেন। আমি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিলাম! ভদ্রলোক খানিকটা ঢাকা থাকিয়া মুখটা বাহির করিয়া বলিলেন,—"বুঝলেন না ব্যাপারটা? অসুখ হয়েছে, নিঝুম হ'য়ে পড়ে আছি। না হ'লে যা পাটনেয়ে ভিড়!...গাড়িতে ঠেলে উঠলে একটুও বসবার জায়গা পাওয়া যাবে নাকি? অবশ্য ঘুম আজকে হবে না;" বেরস্পতির বারবেলায় বেরনো—কলিশনের

মস্তবড় একটু ধুকপুকুনি রয়েছে যে এদিকে। কিন্তু ঘুম না হ'লেও বসে বসে তো সমস্ত রাতটা কাটান যায় না মশাই ?...এই এসে গেল ষ্টেশন...আমি তা'হলে ঢুকলাম মশাই গুড্ নাইট...যা অসুখ মনে আসে—আমি মাঝে মাঝে গ্যাঙাতে থাকব। সমস্ত রাত ঠায় ব'সে প্রহর গোণার চেয়ে শুয়ে মাঝে মাঝে একটু গ্যাঙান ভাল মশাই। গুড্ নাইট।"

কানের কাছে যদি একটা লোক সমস্ত রাত গ্যাঙাইতে থাকে তো সব প্রথম তো আমার ঘুমের দফা নিকেশ। বলিলাম—"না গ্যাঙাবার দরকার নেই ; ধরুন যদি ঘুমই আসে তখন আবার ঐ গ্যাঙানি বন্ধ হবার ভয়ে ঘুমোতেই পারবেন না। সে এক উল্ট ফ্যাসাদ। তার চেয়ে ঘুপটি মেরে পড়ে থাকুন, আমি সামলে নোব'খন।

গাড়ি প্লাটফরমে ঢুকিয়াছে। "তবে তাই ঠিক ; গুড্ নাইট।" বলিয়া ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি মুখটা ঢাকিয়া ফেলিলেন।

পাটনেয়ে ভিড় বটে ! গাড়ী থামিতেই প্রায় দশ-বারো জন বাঙালী যুবক সুটকেস্ ব্যাগ, ট্রাঙ্ক প্রভৃতি লইয়া আমাদের গাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িল। প্রায় সকলেই যুবক, দু'একজনের বয়স একটু বেশী, বেশভূষা কথাবার্তায় সবাইকেই বেশ শিক্ষিত বলিয়া বোধ হইল। গাড়িটা যেমন খালি ছিল ঠিক সেই পরিমাণ ভর্তি হইয়া গেল। আমি একটা বেঞ্চ বিছানা পাতিয়া দখল করিয়াছিলাম, বিছানাটা গুটাইয়া লইতে হইল। ভিড়ের শেষ অংশ ভদ্রলোকের বেঞ্চে গিয়া হানা দিল।

"মশাই, ও মশাই......।"

বলিলাম,—"উনি অসুস্থ, ওঁকে দয়া ক'রে আর তুলবেন না।"

"কি অসুখ মশাই ?"

বলিতে যাইতেছিলাম জ্বর' কিন্তু দেখিলাম দলের মধ্যে একজন ডাক্তার, পকেটে স্টেথোস্কোপ রহিয়াছে, সামলাইয়া লইয়া বলিলাম —"বিদেশে জ্বরে পড়েছিলেন, সবে কয়েকদিন পথ্যি পেয়ে বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন ··রেষ্ট দরকার···"

"ও ?···আপনার কেউ হন ?

না, এক সঙ্গে আস্‌ছি অনেক দূর থেকে ; তা ভিন্ন পথে সবাই সবার বন্ধু, বিশেষ করে যখন স্বজাতি···"

"তাতো বটেই, তাতো বটেই। তাহলে ও" বেঞ্চটা ছেড়েই দিই সবাই। আমরা এই দিকেই কোন রকম করে কুলিয়ে নোবখন। বলে, যদি হয় সুজন—তেঁতুল পাতায় নজন।"

সকলে বক্তার পানে চাহিল। একে প্রবাদটা নিতান্ত মেয়েলি, তাহাতে বলিবার মধ্যেও বেশ একটা টান ছিল। একজন হাসিয়া প্রশ্ন করিল, "কার কাছে পাওয়া এ স্যাম্পেল-টুকু মশাই ? হার্ হাইনেস্ ?"

যুবকের মুখে একটা বার্ডসাই, কায়দা মাফিক সেটা দুই আঙুলে সরাইয়া ধুঁয়া ছাড়িয়া বলিল—"নো হার্ ইম্পিরিয়েল ম্যাজেষ্টী, মহামহিমান্বিতা শালাজ ঠাকরুন। আমি আপনাদের proverb (প্রবাদ)-টা শোনলাম কোন রকমে, কিন্তু সরি (sorry), ডেলিভারির (delivery) মাধুর্যটা কিছুই ফোটাতে পারলাম না, আর এ কাংস্যনিন্দিত কণ্ঠে সে বীণানিন্দিত স্বর আসবেই বা কোন্ দুঃখে ? —কী সে সুর, কী ভঙ্গী, কী গমক—আপনারা একটা 'প্রোভার্ব'মাত্র শুন্‌লেন, আমার কানে ওটা তানলয় সমন্বিত একটা অপ্সরা কণ্ঠের সঙ্গীতের মতন বেজেছিল—যদি হ—য় সু—জো—ন তো তেঁতুল পাতায় ন—জোন···"

খুব চমৎকার ভাবে মেয়েলি কণ্ঠের নকল করিয়া, হাত আর

গলা খেলাইয়া—যুবক মুখচোরের ভঙ্গী সহকারে এমনভাবে প্রবাদটা আওড়াইল যে সকলে হাস্য করিয়া উঠিল।

গাড়ি ছাড়িয়া দিল। সকলে এক একটা জায়গা লইয়া বসিল। যুবক আমার বেঞ্চে বসিয়া পড়িয়া হাত জোড় করিয়া আমার পানে চাহিয়া বলিল—"বেয়াদপি মাফ করবেন; হোলীর ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছি সব—অনেকে আবার বাড়ির চেয়েও উৎকৃষ্ট জায়গায়,—সকলে দুটো প্রতিজ্ঞা ক'রে বেরিয়েছি, প্রথমত গাড়িতে ঘুমুব না, দ্বিতীয়ত প্রাণে যা অনুভব করছি তা খোলা প্রাণে বলব, কারুরই খাতির ক'রব না, অবশ্য এক মহিলা ছাড়া। সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য বশত গাড়িতে কোন মহিলা নেই। আপনি নয়ই (মাফ করবেন); আশা করি যিনি শুয়ে রয়েছেন তিনিও কোন মহিলা নন। এ-অবস্থায় আমরা যদি আমাদের যা-অনুভব-করা তাই বলার প্রতিজ্ঞা পালন ক'রতে চেষ্টা করি তো আশা করি অপরাধ নেবেন না। শুধু আজকের রাতটুকুর জন্য আমরা এই লিবার্টিটুকু নোব...

ওদিক থেকে একজন বলল—"তোমার রসনা তো চিরকালই ঐ রকম'চাঁদ, শুধু আজ কেন?"

যুবক আমার দিকে চাহিয়া বলিল—"বিশ্বাস করবেন না মশায়। ও যেমন এই উৎকট অপবাদ দিচ্ছে, আমি তেমনি এক সেট সাক্ষী দিতে পারি যাদের জবানবন্দি ঠিক উল্‌টো। যাক, মোটের ওপর শুধু আজ রাতটুকুর জন্য এই লিবার্টিটুকু নিচ্ছি। আমরা হোলিকা দেবীর বাসর জাগছি, প্রগল্‌ভতা মাফ করতে হবে। এ-অনুগ্রহের জন্য আমরাও আপনার খুব বড় একটা উপকার করতে রাজি আছি—"

হাসিয়া প্রশ্ন করিলাম—"কি উপকার শুনি? যদিও উপকার না করলেও চলবে; আপনারা আমোদ আহ্লাদ ক'রতে ক'রতে যান সেতো ভালই।"

যুবক বেশ সপ্রতিভভাবে আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিল—"উপকার এই,—আপনিও যদি ঐ রকম মুড়ি স্মুড়ি দিয়ে শোন তো আমরা সবাই বলব—উনি অসুস্থ, সেই দিল্লী থেকে ওই রকম মুড়িস্মুড়ি দিয়ে আসছেন। এমন কি যদি আপত্তি না থাকে তো পর্দানশীন মহিলাও বলে চালাতে পারি"—বলিয়া যুবক হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। আর সকলেও যোগ দিল। প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গে আমি একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িলাম বটে, কিন্তু যুবকের কথাবার্তায় সত্যই এমন একটা নির্দোষ প্রাণ-খোলা ভাব ছিল যে রাগ করিতে পারিলাম না।···

দেখিলাম বকার অভ্যাসটা যুবকের খুব রপ্ত। বার্ডসাইয়ে গোটাকতক টান দিয়া আবার স্বুরু করিল "না বিলীভূমি, পর্দানশীনের ব্যাপারটা কল্পনা মাত্র নয়; কাজেও একবার পরীক্ষা হ'য়ে গেছে। পাটনাতে এই চাকরির জন্যে ইণ্টারভিউ ক'রতে আসছি। সকালে নেমেই এক ঘণ্টা পরে ইণ্টারভিউ, স্মুতরাং রাত্রে ঘুমটা বিশেষ দরকার। হাওড়ায় গাড়িতে উঠেই এক মতলব করা গেল। গাড়িটায় তখন আমি ছাড়া মাত্র আর একটি প্যাসেঞ্জার উঠেছেন, আমার চেয়ে বয়সে একটু বড়, হিন্দু ইউনিভার্সিটির ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রফেসার। সব খুলে ভদ্রলোককে বললাম। বললেন—'তা তো বুঝলাম, কিন্তু উপায় কি? অসুখের নামকরে শুয়ে থাকবেন?'···বললাম—'অসুখে আবার একটু ছটফটানি, কাৎরানি না থাকলে সব সময় ফল হয় না। অসুখের চেয়ে লোকে স্ত্রী লোককে বরং বেশী ভয় করে;—ভয় করেই বলুন বা খাতির করেই বলুন—একই কথা, কেন না খাতিরটা ভয়েরই রূপান্তর।'···তখন আমার নতুন গোঁফদাড়ি বেরিয়েছে—নানা রকমের ঘনঘন পরীক্ষা চ'লছে; মাস দুই নিয়ে তখন সেই অল্পকেই যথাসাধ্য আয়ত্ত করে ফ্রেঞ্চকাট

দাড়ি রাখছি; ভদ্রলোক আমার মুখের পানে চেয়ে শিউরে উঠে বললেন—"স্ত্রীলোক! আপনি!"...বললাম—'আগা পাস্তলা মুড়ি দিয়ে শোব, আপনার এই এণ্ডির চাদরটা দিন,' ব'লে তিনি অনুমতি দেওয়ার আগেই চাদরটা তুলে নিলাম। ভদ্রলোক বললেন—'তা না হয় হোল, কিন্তু একা একা স্ত্রীলোক যাচ্ছেন—এটা কি রকম হবে-?...' এবার আমার আশ্চর্য হওয়ার পালা; চোখ মুখ কপালে তুলে বললাম—'সে কি মশাই! একা একা কি? আপনার ওয়াইফ্—স্বামী সঙ্গে রয়েছেন, তাঁহার চাদর গায়ে!...বলুন ধর্ম সাক্ষী করে যে আপনার চাদব নয়!...

গাড়ির সবাই, উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল, সেটা থামিলে প্রশ্ন করিলাম—'পেঁ ৗছুলেন তো নিশ্চিন্দি হয়ে?'

যুবক ধুঁয়াটা অন্যদিকে ছাড়িয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিল —"আজ্ঞে না; আমিই তো দুনিয়ার শেষ বুদ্ধিমান নয়, তা ভিন্ন তখন বাংলা দেশটাও ছাড়িয়ে আসেনি গাড়িটা। বর্ধমান পর্যন্ত ভদ্রলোক ঠেকিয়ে রাখলেন কোন রকমে। আসানসোলে একটি ডিগডিগে গোছের ছোকরা উঠল। প্রফেসারের কথা শুনে একটু নিরাশ হয়ে বললে—"মহিলা? তা'হলে থাকুন শুয়ে।...সরল না কিন্তু; আমি এণ্ডির চাদরটার মধ্যে দিয়ে দেখছি সেই জায়গায়ই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উস্‌খুস্ করছে। একটু পরে আমার নতুন কেনা ব্রোগ জুতো জোড়াটা তুলে নিয়ে প্রশ্ন করলে—"এ জোড়াটা কি ওঁরই?"

আবার গাড়িতে হাসির একটা হররা উঠিল। সেটা থামিলে কয়েকজন একসঙ্গে প্রশ্ন করিল—"তারপর? তারপর?"

যুবক বলিল—"তারপরেও আবার বলতে হবে?...প'ড়ে থাকলেই বোধ হয় চলে যেত কোন রকমে—প্রফেসার সামলাবার চেষ্টাও

করছিলেন, লোকটাও সে-চেহারা নিয়ে সাহস ক'রে সন্দিগ্ধ মহিলার গায়ে হাত দিতে পারত না; কিন্তু শরীরের জোরের ওপর ভরসা কোরেই তো বাঙালী বেঁচে নেই;—খাঁটি বাংলার এমন চিপটেন কাটা সুরু করলে যে শেষ পর্যন্ত সোয়ামীর চাদরের মধ্যে মেজাজ ঠিক রাখা আমার পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে উঠল; মেজাজের সঙ্গে হিসেবও গেল বিগড়ে—বিধাতা যে মহিলার ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি রাখবার ব্যবস্থা করেননি সেটা ভুলে গিয়ে গায়ের চাদর টান মেরে ফেলে······"

বাকি গল্পটা হাসির হুল্লোড়ের মধ্যে আর বলাই হইল না।

কিউল জংশনে যখন গাড়ি পঁহুছিল তখন রাত সাড়ে বারোটা। হাসি-হুল্লোড়ে দলটা বেশ একটু শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। যুবক নূতন নূতন গল্প করিয়া উৎসাহটা চাড়া দিয়া আসিতেছে, তবুও যেন একটু ঝিমানি ধরিয়াছে দলটায়। যুবকের ভাণ্ডারও যেন নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। মোগলসরাইয়ের ভদ্রলোক খাঁটি নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতে আরম্ভ করিয়াছেন।

কিউল হইতে গাড়ি ছাড়িলে যুবক হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিল, হাতে একটা সাপ্তাহিক টাইম্‌স্ অব্ ইণ্ডিয়া পাকাইতে পাকাইতে বলিল—"জেন্‌টেল্‌মেন্, আই ভোট্ ছাট্ উই সেলিব্রেট দি হোলি হভ্ ইন্ এ মোর্ বিফিটিং ম্যানার (আমার প্রস্তাব—হোলির পূর্বের রজনীটা আরও উপযুক্তভাবে ব্যয়িত করা হোক)।

দলটা আবার একটু সচকিত হইয়া উঠিল, প্রশ্ন হইল—"শোনাই যাক্ ব্যাপারটা কি?"

যুবক সেইরকম ভাবে কাগজটা পাকাইতে পাকাইতে লেক্‌চার দেওয়ার ভঙ্গিতে দুলিয়া দুলিয়া বলিল—"হোলির অপর নাম বসন্তোৎসব, বসন্তকে চিন্‌তে হ'লে, বুঝতে হ'লে, উপভোগ ক'রতে

হলে, সৌন্দর্যকে চেনা চাই, সৌন্দর্য সম্বন্ধে আমাদের সব ধারণাই বাতিল হ'য়ে যায়—যদি নারীকে না দেখতে জানি, কেন না বিশ্বের সব সৌন্দর্য কেন্দ্রীভূত হয়েছে নারীর মধ্যে। কাল আপনারা সকলেই বসন্তোৎসবে যোগদান করতে যাচ্ছেন, বিফোর ইউ ড়ু, আই উড্ পুট্ ইওর সেন্স্ অব্ বিউটি টু টেস্ট্ (যোগদান করবার আগে আপনাদের সৌন্দর্যজ্ঞানের পরীক্ষা করতে চাই)।

সকলে সকৌতুক ঔৎসুক্যের সহিত চাহিয়া রহিল। যুবক বার্ডসাইটা দাঁতে চাপিয়া কাগজটা খুলিয়া একটা ছবির পাতা বাহির করিল এবং সেটা ঘুরাইয়া সবাইকে দেখাইয়া বলিল—"জেন্‌টেল্‌মেন্, লেট মি প্রেজেণ্ট টু ইউ মিস্ লিলিয়ান স্মিথ্ এণ্ড মিস্ ডোরা কেনেডি—বিউটি কুইন্ এণ্ড রানার-আপ্ ইন্ দিস্ ইয়ারস্ বিউটি কম্‌পিটিশ্যন (আমি এ বৎসরের সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় নির্বাচিতা সৌন্দর্যরাজ্ঞী মিস্ লিলিয়ান স্মিথ এবং তাঁহার পরবর্তিনী মিস্ ডোরা কেনেডীকে আপনাদের সামনে উপস্থিত করছি)। আপনাদের চক্ষে কে শ্রেষ্ঠা প্রতিপন্ন হয় দেখা যাক; আমাদের মাপকাঠি আর ওদের মাপকাঠির তফাৎটা টের পাওয়া যাবে। প্রত্যেকের একটি করে ভোট, নিন্ আসুন; আশা করি কাল যখন সবচেয়ে বেশী যাকে ভালবাসেন তার গায়ে রং দেবেন তখন রংটা বেশি মিষ্টি হ'য়ে ফুটবে। আসুন।"

কাগজটা লইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া যুবক সকলের ভোট সংগ্রহ করিতে লাগিল। হাস্যে-রহস্যে, কৌতুক-কৌতূহলে মতামতের কাটাকাটিতে ব্যাপারটা অল্পের মধ্যে জমিয়া উঠিল। এর পূর্বে মোকামায় একজন পশ্চিমা ভদ্রলোক উঠিয়া বাঙ্ক আশ্রয় করিয়া শুইয়াছিলেন, তাহাকেও মত দিতে হইল, এমন কি একজন শ্মশ্রুধারী মুসলমান বৃদ্ধ কিউলে উঠিয়া এককোণে বসিয়াছিলেন, যুবকদের আবদার পেড়াপিড়িতে

পড়িয়া তিনিও একটি অভিমত না দিয়া অব্যহতি পাইলেন না। যুবক বলিল—"জনাব মেহেরবান, আপনাকে দেখে আমার মহাকবি ওমর খৈয়ামের কথা মনে পড়ছে, সৌন্দর্যের যাচাইএ আপনার ভোট তো আমাদের না হলেই নয়।"

যুবক ছবি দুইটার পাশে নাম লিখিতেছিল। সবার শেষ হইলে একটির পাশে নিজে নাম বসাইয়া গুনিয়া বলিল—"জেন্‌টেল্‌মেন্‌, আই বেগ লীভ্‌ টু ডিক্লেয়ার দি রেজাল্ট অব্‌ দি ভোটিং (আমি ভোটের পরিণাম জানাইতে চাই)। দেয়ার হ্যাজ্‌ বীন্‌ এ টাই—ইচ গেটিং সেভেন্‌ ভোট্‌স। (উভয়েই সাত ভোট করিয়া পাওয়ায় একই স্তরভুক্ত হইয়াছেন)। এখন উপায়?"

সকলেই একটু মৌন হইয়া রহিল, যেন সত্যই একটা কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। শেষে ওদিক থেকে একজন যুবক বলিল—"দুজনকেই সমান মর্যাদা দেওয়া হোক না কেন?"

একজন সমর্থনও করিল—হ্যাঁ, দুজনকেই সন্তুষ্ট করা ভাল, ও-জাতের কাউকে চটান সমীচীন মনে করি না।"

যুবক ঘুরিয়া বলিল—"মাফ করবেন, ও-জাতকে চেনেন না বলেই ওকথা বলতে সাহস করছেন। ওঁদের একজনকে সন্তুষ্ট ক'রে তাঁরই আজ্ঞানুবর্তী হয়ে থাকাই নিরাপদ। ওঁদের দুই বা ততোধিক জনকে একসঙ্গে সন্তুষ্ট করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। যাক্‌, এই মহাসঙ্কটে আমি একটু আলোর সন্ধান পেয়েছি···" চারিদিক থেকে ব্যস্ত প্রশ্ন হইল, "কি আলো?" একজন বলিল—"হোয়াট ডেভিল্‌রি আর ইউ আপ্‌ টু নেক্‌স্ট?" (এর পরেও কি সয়তানি মতলব এঁটে রেখেছেন?)

যুবক বলিল—"গাড়ির মধ্যে এখনও একজনের ভোট বাকি আছে।"

সকলে প্রথমটা বিস্মিত হইয়া চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর যুবকের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া চাদর ঢাকা মোগল-সরাইয়ের ভদ্রলোকের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল—"না, না, ও ভদ্রলোক অসুস্থ, ঘুমুচ্ছেন।" আমিও আপত্তিতে যোগ দিলাম। যুবক দাঁড়াইয়াই ছিল, চুরুটে একটা বড় টান দিয়া বাঁ হাতে সরাইয়া লইয়া বলিল—"এক্স্‌কিউজ্‌ মি জেন্‌টেল্‌মেন—আমি বলতে বাধ্য—দুঃখেরই সহিত বলতে বাধ্য, উনি পাটনা থেকে এখান পর্যন্ত এক মুহূর্তও নিদ্রা যাননি। কলেজ-হোস্টেল, গাড়িতে নিদ্রিতা মহিলারূপে এবং নববিবাহে আড়ি পাতার অত্যাচারে আমায় বহুবার নাক-ডাকিয়ে ঘুমুতে হ'য়েছে, সুতরাং আমি ও জিনিসটি স্বরূপ চিনি—কোথায় ঘাঁটি, কোথায় মেকি বুঝতে পারি। এখন আপনাদের অনুমতি প্রয়োজন অথবা প্রয়োজনের গুরুত্ব হিসাবে নিষ্প্রয়োজনও বলতে পারি, সুতরাং ভগবানের আশীর্বাদ নিয়ে আমি আমার কর্তব্যে তৎপর হই।"

যুবক উঠিয়া ভদ্রলোকের পিঠে একটু ঠেলা দিয়া ডাকিল—"মশাই।"

চাদরের নীচে আড়ামোড়া ভাঙ্গার ঈষৎ চঞ্চলতা হইল একটু।

যুবক পিঠেই হাতটা রাখিয়া বলিল—"মশাই, যখন জেগেই আছেন, জাগতে বলছি না; কিন্তু দয়া করে মুখটা খুলে আমাদের একটা গভীর সমস্যা…"

আর অগ্রসর হইতে হইল না। ভদ্রলোক মুখ খুলিয়াছেন। সে-চাহনি জন্মে কখনো ভুলিব না, যুবককেরও সেই রকম স্তম্ভিত চিত্রার্পিত ভাব। হাত থেকে কাগজটা পড়িয়া গিয়াছে—সৌন্দর্য-সম্রাজ্ঞী ভূলুণ্ঠিতা।

কে!…ইয়ে—ওর নাম কি—আমাদের অপরেশ বাবাজী?…

কালকের গাড়িতে তাহলে···আমি ভাবলাম যেমন লিখেছিলে, বুঝি কালই চলে গেছ। তাহলে দেখছি···"

"আজ্ঞে—মানে—কাকাবাবু যে!—না কাল, আর শরীরটা কেমন আছে আপনার?···মানে···"

*　　　*　　　*　　　*

এর পরে অপরেশ বাবাজীর যতটুকু দেখিলাম তাহার সঙ্গে তাহার খুড়শ্বশুরের বর্ণনা হুবহু মিলিয়া গেল,—সত্যই, কি ধীর কি বিনয়ী!—বন্ধুদের হাজার প্ররোচনায়ও কথা বলে না, বলেই তো তার অর্ধেক কণ্ঠেই থাকিয়া যায়—হীরার টুকরা—সত্যই লাখে একটা মেলে না এমন ছেলে···!



উমেশ কো বো হী ন

ট্রেনে কোথাও যাইতে হইলে আমি উঠিয়া প্রথমেই একটা বাঙ্ক্‌ দখল করিয়া লইয়া বিছানা পাতিয়া লই। চমৎকার জায়গা। একটু বোধ হয় কোণঠাসা হওয়া গোছের হয়, কিন্তু মুহূর্তে মুহূর্তে বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ লক্ষ্য করিবার এমনটি জায়গা আর কুত্রাপি নাই। অথচ নিজে নির্লিপ্ত—একটি নিশ্চিন্ত দূরত্বে থাকিয়া দিব্য কৌতুক দেখা। কতকটা—যেমন শোনা যায়—ভগবানের মত। সংসারযাত্রীরা যাত্রাপথের ক্ষণিক দেখা-শোনার মধ্যেই সামান্য একটু সুবিধা অসুবিধা লইয়া প্রলয়কাণ্ড করিয়া তুলিতেছে,—কিংবা যদি ভাবের দিকেই ঝোঁক পড়িল তো এমন গলায় গলায় হইয়া পড়িতেছে যেন অনন্তকালের মধ্যেও আর বিচ্ছেদের সম্ভাবনা নাই। তিনি (যেমন শোনা যায়) উপরে বসিয়া তামাসা দেখিতেছেন ;—প্রলয়েও নির্লিপ্ত, নির্বিকার, প্রহসনেও তেমনই নির্লিপ্ত ও নির্বিকার।

আমি আছি বাঙ্কের উপর। নিচের সমস্ত বেঞ্চগুলি জোড়া, তবে ভিড় নাই, একটি বেঞ্চে খালি দুইজন, বাকি সবগুলিতেই এক এক জন করিয়া যাত্রী। মোটের উপর বেশ আরামেই চলিয়াছি। রাত্রির গাড়ি, প্রায় সাড়ে-নয়টা হইয়াছে, আহারাদি করিয়া সবাই শুইবার আয়োজন করিতেছে। আমার একটু তন্দ্রা আসিয়াছে।

বক্তিয়ারপুর স্টেশনে গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইতেই তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। একটি মাঝবয়সী বাঙালী ভদ্রলোক—"ওগো এদিকে, এই গাড়ি খালি আছে"—বলিয়া গাড়িতে উঠিয়া আবার তখনই—"কই,

কোথায় গেলে গো ?···ও উমেশ।" বলিতে বলিতে তখনই সজোরে দরজাটা বন্ধ করিয়া নামিয়া গেলেন। একটি বেহারী ভদ্রলোক বিছানা পাতিতে পাতিতে বলিয়া উঠিল—"ভলা হো বংগালী বাবুকা। ময় তো ডর গয়া থা—সাথ মে 'ওগো' ভি থি উনকি।"

সঙ্গী একটু হাসিয়া প্রশ্ন করিল—"কেঁও, 'ওগো'-সে কেয়া ডর ?"

ভদ্রলোক শিহরিয়া উঠিয়া বলিল—"আরে বাপ! 'ওগো' আনেসে উনকে সাথ হঁড়িয়া, থালি, বকসা, বিছোঁনা, বচ্চোঁকা মুসহরি,—ইয়ানে, সারা ছুঁনিয়া আ পহুঁছেগা। অওর কম সে কম চার পাঁচ লড়কা লড়কী তো জরুর হি ; ভগবান মুঝে 'ওগো সে বচাবেঁ।"

একটু মৃদু হাসি উঠিল। কিন্তু সেটুকু মিলাইতে না মিলাইতে ভদ্রলোক আবার আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

"উমেশ, তুমি আগে ওঠো ; যাও।···হ্যাঁ, এবার তুমি ওঠো··· আমি বলি উঠেছো বুঝি সব আমার পেছনে, ওমা! ফিরে দেখি কা কস্য···!"

উমেশ বলিল—"আমি ভাবলাম···"

"আচ্ছা, এর পরে ভেবো'খন, নিশ্চিন্দি হয়ে।···অনাথ ওঠ··· ওগো তুমি খোকাটাকে নিয়েছো, না, কোয়ার্টারেই পড়ে আছে সেটা, তোমরা তাও পার।"

গৃহিণী ফিরিয়া আধা ঘোমটার মধ্যে নাসিকা কুঞ্চনের সঙ্গে আঁচলে ঢাকা একটি পাঁচ-ছয় মাসের শিশুকে দেখাইয়া দিলেন। ভদ্রলোক প্রশ্ন করিলেন—"আর ওর দোলনাটা ?···এই দেখ কাণ্ড! অনাথ তুই হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন ?—নে, ওঠ শীগগির···বাণী কোথায় ?"

একটি বছর আষ্টেকের ছোট মেয়ে হাতের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

"নে ওঠ্, দেখ কাণ্ড !"

উমেশ বলিল—"আপনি একটু পাশ কাটিয়ে দাঁড়ান, উঠবে কি করে ওরা।"

ভদ্রলোক কয়েক ইঞ্চি সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—"আমি পাশ কাটিয়ে দাঁড়ালে একটি মানুষ কি মালপত্র ওপরে উঠবে না।…মীনু কোথায় ?"

মীনু মায়ের নিকট হইতে উত্তর দিল—"এই যে বাবা, আমি।"

ভদ্রলোক চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন—"তুই ওপরে উঠে গেছিস্ ? আর আমি এখানে 'মীনু মীনু' করে…তোরা ঠিক হিসেবে ভুল করিয়ে একটা কাণ্ড করবি…অনাথ হোল—মীনু হোল—খোকোন হোল—লুটরু কোথায় ?…"

অনাথ বলিল—"লুটরু মার কাছে।"

ভদ্রলোক বাহিরে অনুসন্ধান করিতেছিলেন, ত্রস্তভাবে মুখটা ঘুরাইয়া অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"ওর মায়ের কাছে ! …রামখেলানের কোলে ছিল না ?…তোমরা আমায় ঠিক দয়ে মজাবে।…কে উঠল, কে না উঠল কিচ্ছু আন্দাজ পেতে দেবে না আমায়, মোটবহর একটিও ওঠেনি এখনও…ওদিকে স্টার্টার দিয়েছে রামখেলান !"

বাঙ্কের উপর হইতে তামাসা দেখিতেছি। বেহারী ভদ্রলোকেরা একেবারে থ হইয়া গিয়াছে। 'ওগো'—আশঙ্কী ভদ্রলোকটি একেবারে যেন অভিভূত হইয়া গিয়াছে। রামখেলান গাড়ির মধ্যে ; মাঝে মাঝে এক একটা ভিড়ের ধাক্কা পহুছিতেছে, তাহারই মধ্য দিয়া সে জানালা গলাইয়া জিনিসপত্র কুলির নিকট হইতে লইয়া গাড়িতে জড় করিতেছে। বোধ হয় মনিবকে ভাল রকম চেনে বলিয়া উত্তর দিল না।

এদিকে উমেশ পাচক বামনের সাহায্যে দরজা দিয়া জিনিসপত্র তুলিতেছিল। বলিল—"আপনি ব্যস্ত হবেন না। উঠে এসে বসুন। জিনিসপত্র প্রায় সব উঠে গেছে ; আমি গার্ড সায়েবকে বলে দিয়েছি, ছাড়বে না গাড়ি।"

ভদ্রলোক দোরের সামনের এবং ওদিকে রামখেলানের নিকট জড় করা লগেজের স্তূপের পানে দৃষ্টিপাত করিয়া নিরাশভাবে বলিলেন—"সমস্ত গোলমাল হয়ে গেল ; আমি জানি—একটি জিনিস হিসেব মত ওঠেনি—কাল থেকেই তোমার আর তোমার বোনের যে রকম গড়িমসি—আমি জানি ঠিক এইটি ঘটবে···যা ইচ্ছে তোমাদের কর,—গার্ড সায়েব বোনাই তোমার, গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখবে।"

আধা ঘোমটার মধ্য হইতে দাঁতে পেষা অস্ফুট শব্দ হইল—"মুয়ে আগুন !"

ভদ্রলোক আর কোনদিকে দৃকপাত না করিয়া শিথিল চরণে উঠিয়া আসিয়া একটি বেহারী ভদ্রলোকের পায়ের উপর প্রায় মণ দু'য়েকের চাপ দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

উমেশ মোটপত্র সব উঠাইয়া রামখেলান আর পাচকের সাহায্যে উপরে নিচে গুছাইয়া রাখিল। যে ভদ্রলোকটির 'ওগো'-ভীতি সবচেয়ে বেশি প্রবল, গৃহিণী আসিয়া তাহারই বেঞ্চের কাছটিতে কাচ্চা-বাচ্চা লইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। নিরুপায় ভদ্রতার খাতিরে তিনি নিজের বিছানা গুটাইয়া অপর দিকে চলিয়া গেলেন। উমেশ একটা গাঁঠরি খুলিয়া একটা বিছানা পাতিয়া দিল। "নাও, তোমরা বস দিদি, আপনিও আসুন বাঁড়ুয্যে মশাই এই দিকটায়।···কুলকুচির হাঁড়িটা নিয়ে তেরটা আইটেম্ আছে, কুঁজো চারটেকে একসঙ্গে বেঁধে দিয়েছি ; বঁটি, চাকি-বেলানগুলো বেতের ঝুড়িটার মধ্যে আছে, মাদুরটা···"

ভদ্রলোক বলিলেন—"মানুষ সব উঠেছে?...কুলকুচি পড়ে থাকবে না, তা আমি জানি—তোমার দিদি আমায় ফেলে যেতে পারে; কিন্তু কুলকুচিও পড়ে থাকতে দেবে না, তেঁতুলও পড়ে থাকতে দেবে না; বলি মানুষ সব উঠেছে?"

উমেশ বলিল—"দিদি, দিদির কোলে খোকন—লুটরু—অনাথ—মীনু—বাণী..."

ভদ্রলোক আবার একটু সচকিত হইয়া উঠিলেন—"সাতজন যাবার কথা নয়?"

গাড়ি ছাড়িয়া দিয়াছে। উমেশ নামিতে নামিতে হাসিয়া বলিল—"আর আপনি কোথায় গেলেন? মানুষের বাইরে নাকি?"

সঙ্গে সঙ্গেই আমার নিচের বেঞ্চ হইতে আবার দাঁতে পেষা শব্দ হইল—"মুয়ে আগুন, ভীমরতি হয়েছে!"

বোধ হয় লজ্জাটাকে চাপা দেওয়ার জন্যই ভদ্রলোক গলা বাড়াইয়া বলিলেন—"চিঠির উত্তর দিও।"

একটু দূর হইতে আওয়াজ ভাসিয়া আসিল—"স্কুল বন্ধ হলে কুমু আর রাজেনকে নিশ্চয় পাঠিয়ে দেবেন!"

আপনি আপনিই যেন আমার সেই বেহারী ভদ্রলোকটির দিকে নজর পড়িয়া গেল। ডান হাতের পাঁচটি এবং বাঁ হাতের দুইটি অঙ্গুলী একটু সঙ্গোপনে তুলিয়া ধরিয়া সঙ্গীকে কি একটা ইসারা করিতেছে। বোধ হয় এই যে আপাতত সাতটির খবর পাওয়া গেল।

আমার বাঙ্কের নিচে যে বেঞ্চিটি, গৃহিণী ছেলে-মেয়েগুলিকে লইয়া সেটাতে বসিলেন। কর্তা তাহার পরেই মাঝের বেঞ্চটিতে বসিয়া। যে ভদ্রলোকটির পায়ের উপর চাপিয়া বসিয়াছিলেন তাঁহার ঘুমের মেশা ছুটিয়া গিয়াছে; উঠিয়া বসিয়াছেন। ডান হাত

দিয়ে পায়ের গোছটা ধীরে ধীরে মর্দিত করিতেছিলেন, কর্তা বাঙালী হিন্দিতে প্রশ্ন করিলেন—"আঘাত লাগা হ্যায় ?"

ভদ্রলোক নরম প্রকৃতির মানুষ পায়ের গোছ হইতে হাতটা সরাইয়া লইয়া বলিলেন—"নেহি, কুছ্‌ চোট নেহি হ্যায় ?

কর্তা বলিলেন—"থোড়া, ব্যাতিব্যস্তো কর দিয়া থা। কাচ্চা-বাচ্চা সাথমে রহনেসে মগজ ঠিক নেহি রহতা হ্যায়। ...

ভদ্রলোক হাসিয়া বলিলেন—জি হাঁ, ফিকির তো লগা রহতা হ্যায়।"

কর্তা বলিলেন—"আরও কারণ হুয়া হ্যায়—হামকো কোভি কোন ঝক্কি নহি লেনে দেতা হ্যায় উসবকা মাদার। আর উয়ো সরভি হামেনা মা-কোই পাশমে রহতা হ্যায়, বাপ বোল করকে যে একঠো বস্তু হ্যায়..."

কচি ছেলেটা অত্যন্ত কাঁদিতেছিল, তাহার উপরের ছোট মেয়েটি "মামা কাছে যাবো" বলিয়া বায়না ধরিয়া সুরটা ক্রমে ক্রমে সপ্তমের দিকে লইয়া যাইতেছে। বাঙ্কের নিচে চাপা, কিন্তু সুস্পষ্ট শব্দ শুনিলাম—"অনাথ,জিগ্যেস কর দিকিন কানের মাথা খেয়ে বসে আছে ? একটা মানুষ ক'টাকে সামলাতে পারে ? মুয়ে আগুন !

ভাষা বুঝিতে পারুন বা না পারুন, বলার সুর হইতে বোধ হয় মানেটা আন্দাজ করিয়া বেহারী ভদ্রলোক কহিলেন—খোঁখী কো আপ ইধর বোলা লিজিয়ে বাবুজী। উস্‌ বেঞ্চমে জগহ্‌ ভি নেহি হ্যায়, তকলিফ্‌ হোতা হ্যায়। এশো খুখুমণি তোমি হামাদের কাছে।...

খুকী ফিরিয়া চাহিয়া শঙ্কিত ভাবে মায়ের কাছে আরও ঘেঁসিয়া বসিল। কর্তা উঠিয়া তাহাকে লইয়া নিজের পাশে বসাইলেন। বলিলেন—"ভয় কি খুকু !—এই তো তোমার মামা রয়েছেন। ও-মামার চেয়ে কত্তো ভাল—কেমন আরও ফরসা।...ভয় কি ?"

খুব সাদা মনেই বলা, কন্তু ওপর হইতে দেখিতেছি বেহারী ভদ্রলোকর মুখটা রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। অন্য বেহারী ভদ্রলোক কয়টিও একবার পরস্পারের সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় করিল। যখন সাক্ষাৎ ভাগনের মায়ের ভাই তখন নিরুপায়ভাবে সহ্য করিতেই হয়, না হইলে এদেশে মামা কথাটাকে গালাগালের মধ্যে ধরে।···

ভুলাইবাব খুব একটি চমৎকার উপায় বাহির করিয়াছেন ভাবিয়া কর্তা সাদাপ্রাণে বলিয়া যাইতেছেন—"যাবে মামুর কাছে···যাও না··· মামী কত···"

ভদ্রলোক প্রসঙ্গটা বদলাইবার জন্য খুকীর মুখটা হাতের চেটোয় তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন—"বড়ী খুবসুরৎ হ্যায়।"

এমন কিছু সুন্দর নয় খুকী ; কিন্তু কর্তা সহানুভূতিতে গলিয়াই ছিলেন, আরও তরল হইয়া গেলেন। বাঙালী একটু বেশিরকম তরলিত হইলে প্রথম সুযোগেই বৌ বা তৎসঙ্গীয় কথা আনিয়া ফেলে। স্মিতবদনে মেয়েটিব মুখের পানে চাহিয়া পিঠে দুইবার হাত বুলাইয়া বলিলেন—"ওতো হোনেই পড়েগা, উসকা মামার বাড়ির তরফকা সবকোই অত্যন্ত সুন্দব হ্যায়। উসকো সেজো মামাকো তো দেখা ?"

বেহারী ভদ্রলোকটি নিত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির, তাহা না হইলে "মামা" হইয়াও এমন নিরুপায়-ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকিতেন না, বলিলেন—"যো বাবু উঠানে আঁয়ে থে ?"

কর্তা বলিলেন—"ওই বাবু। কেসা দেখা ? নেই, হামকো সম্বন্ধী বোলকেই নেই বোলতা হ্যায়। উসি মাফিক চেহারা···"

একটা শব্দ হইল—"মুয়ে আগুন !"

ভদ্রলোক বলিলেন—"জি হাঁ, দেখনেমে তো আচ্ছা হ্যায়।"

বিশেষণটি সাধারণ,—কর্তা বেশ ক্ষুণ্ণ হইলেন একটু, খানিকটা

উদ্দীপিত ভাবেই বলিলেন—"আপ হামকো অবাক্ কর দিয়া। হাজার মে উস্‌মাফিক অ্যাকটা চেহারা দেখাইয়েতো। তব আপকো স্বরুসে সব বাৎ কহনে পড়েগা দেখতো হ্যায়। হাম তো উমেশকোই দেখ করকে বিবাহ কিয়া,—বিবাহ বুঝতে হেঁ তো?—সাদি।"

মাঝের দ্বিতীয় বেঞ্চের ভদ্রলোক দুইটিও আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছিলেন এবং কথাগুলি বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। একজন একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"উমেশ বাবুকো দেখ্‌কর সাবি ক্যায়সে কিয়া বাবুজী?"

শ্রোতার সংখ্যা বাড়িতেছে দেখিয়া কর্তা বোধ হয় খুশী হইলেন, একটু ঘুরিয়া ভদ্রলোকের পানে চাহিয়া বলিলেন—"তবু দেখতা হ্যায় আপকো সব ব্যাপার খোল্‌ করকে বোলনে হোগা। মানে, হামারা বরাবর জিদ থা বিবাহ করেগা তো আপোন চোখসে দেখ করকে করগা, নেইতো কেইসে জানেগা যে শ্বশুর মশাই বোবা, খোঁড়া কি অন্ধো একঠো গলামে লটকায়ে দেতা হ্যায় কি নেহি? অনেক সম্বন্ধ আয়া অনেক গেয়া, হাম জীবনমরণ পণ করকে জিদ ধরকে বৈঠা হ্যায়; যোভ্‌ভি কোই সম্বন্ধ আতা হ্যায় লম্বা যা করকে চক্ষু কর্ণকা বিবাদ ভঞ্জন করকে আতা হ্যায়; কিসীভি পাত্রী ধোপে টিকতা নেহি হ্যায়। অবশেষে এই উমেশকো বোহীন কা সাথ বিবাহ কা বাৎ লে করকে উমেশকো বাপ উমেশকো সাথমে লে করকে উপস্থিত হুয়া। হামরা বাবুজী উস বখত জীবিত থা, হামরা ভাজকো জিজ্ঞাসা কিয়া—উসকো পুছো—পাত্রী দেখনে ওয়াস্তে জায়গা?'... হাম ভিতরসে খোঁজ করকে জানা থা, যে উমেশ পাত্রীকা ছোটা ভাই হ্যায়। ভাজকো বোলা—নেই; দরকার নেই হ্যায়। ওয়ান্ অ্যাণ্ড অল্ সবকোই স্তম্ভিত হো গিয়া। ভাজ তোফরি ভি কিয়া...

একটী অস্ফুট শব্দ হইল—"মুয়ে আগ্‌গুন।"

দ্বিতীয় ভদ্রলোক প্রশ্ন করিলেন—"বাবুজী 'ভাজ' কিসে কহতে হ্যায় আপলোক?"

কর্তা হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"আপ অবাক কর দিয়া! 'ভাজ' কিসকো কহতা হ্যায় নেহি জানতা হ্যায়? দুনিয়ামে তব কেয়া করনেকো আয়া হ্যায়? ভাজ হুয়া বড়া ভাইকো পরিবার..."

ভদ্রলোক বলিয়া উঠিলেন—"ও সমঝা, আপকা মতলব 'ভাবী' হ্যায়!...তো ফিন্, ভাবীনে কেয়া তফরী কী?"

আমি উপরে অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। প্রথম ভদ্রলোকটি যে প্রকৃতির এ লোকটি সে প্রকৃতির নয়। কিন্তু কর্তা এমন লজ্জাজনক অবস্থা করিয়া তুলিয়াছেন যে আত্মপ্রকাশও করিতে পারিতেছি না। নিরুপায়ভাবে চুপ করিয়া পড়িয়া রহিলাম।

কর্তা বলিলেন—"ভাজ তোফবি কিয়া—ঠাকুরপো আঁখসে নেহি দেখ করকেই ভালোবাসা...।"

সেই দন্তপিষ্ট-শব্দ "মুয়ে আগ্‌গুন!"

বোধ হয় আমার নিচের বেঞ্চে ছেলেমেয়েগুলি ঢুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রথম ভদ্রলোকটি বলিলেন—"বাবুজী, অওর দো বচ্চোঁকো ইধর লে আইয়ে; উনসভোঁকি নিন্দ আই হ্যায়, মাজী কি তকলিফ হো রহি হ্যায়।"

কর্তা একেবারে গলিয়া গেলেন, হাত নাড়িয়া বলিলেন—"কুছভি তাক্‌লিফ্ নেহি হ্যায়, পাঁচটা কো জায়গামে যদি পাঁচ দুগুনে দশটা লেড়কা লেড়কি উমেশকো বোহীনকা দেহপর লটকায়কে রহে তোভি —না রাম না গঙ্গা, কুছভি নেহি বোলেগা। শি ইজ্ এ ভেরি কোয়াএট লেডি" (অত্যন্ত ঠাণ্ডা প্রকৃতির স্ত্রীলোক)।

প্রথম ভদ্রলোকটি, বোধ হয়, একটা কিছু বলিবার জন্যই বলিলেন —"বাঙালী লেডি সব হোর্তে ভি হ্যাঁয় বড়া নরম মেজাজ কা।"

দ্বিতীয় ভদ্রলোক সমর্থন করিলেন—"বেশক্, বেশক্।"

কর্তা আরও গলিয়া গেলেন, শরীরটা আরও যেন ভাবাবেশে এলাইয়া আসিল, বলিলেন—"বিশেষ করকে উমেশকো বোহীনকে মাফিক নরম মেজাজ আপলোক কল্পনাও নেহি করনে শকেগা। অকেলা আদমি উদয়াস্ত একঠো না একঠো কাজ লেকরকেই হ্যায়, নিঃশ্বাস ফেকনে কা ফুরস্থৎ নেহি রহতা। উসকা উপর হামারা আপিস হ্যায়, লেড়কা লেড়কী সবকা স্কুল হ্যায়, বাচ্চা সবকা দৌবাত্ম্যি হ্যায়—লেকিন কোভ্‌ভি কিসিকো একঠো কড়া বাত নেহি বোলতা হ্যায়, মানে দেহমে রাগ বোলকে কোন বস্তু নেহি হ্যায়।"

রাগহীন মানুষটির নিকট হইতে আবার সেই সগ্নিক মন্তব্য। পরস্ত্রীর এবং স্ত্রীর সামনেই এবং তদুপরি তাহার স্বামীর কাছেই এরকম ঢালোয়া প্রশংসা শুনিয়া বেহারী ভদ্রলোক দুইটিও যেন কিরকম হইয়া পড়িতেছিলেন। প্রথম ভদ্রলোকটি বোধ হয় জড়তাটা কাটাইবার জন্যই বলিলেন—"আপ বড়া ভাগ্যবন্ত হ্যাঁয় বাবু সাহেব।"

কর্তা তখন এত গলিয়া গেছেন যে আর যেন কথা বাহির হইতেছে না। একটু তৃপ্ত হাসির সঙ্গে সামনে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন,—দাম্পত্যরসে মুখখানি দীপ্ত হইয়া গাল দুইটি টকটক্ করিতেছে, স্থুল মাংসল দেহটি গাড়ির দোলায় অল্প অল্প দুলিতেছে, কতকটা যেন তুরীয় ভাব। একটু থামিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—"ভাগ্যো কা বাত অগর কহা তো আপলোককো

সুরুসে সব বাৎ কহনে পড়েগা। বিবাহ যো হুয়া সেতো বহুৎ কাটখড় পুড়ায়কে। সব কথাবর্তা তো ভাঙ্ গিয়া থা। লেকিন…”

হঠাৎ যেন দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া একটু চুপ করিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় ভদ্রলোকটি প্রশ্ন করিল—“লেকিন কিয়া বাবু সাহেব ?”

প্রথম ভদ্রলোক একটু অপ্রতিভ ভাবেই বলিলেন—“অগর উজুর রহে তো ছোড় দিজিয়ে কহনা।”

ভদ্রলোক বলিলেন—“না, আপলোক কো সামনে উজুর কেয়া। বোলতা থা বহুত রোজ লেকরকে বিবাহকা কথাবার্তা হোনেসে পাত্র আর পাত্রী কা বিচমে একঠো ল্যভ্—মানে প্রণয় হো জাতা হ্যায় না ?…হাম ইধার কহা উমেশকো বোহীন ছাড়কে আর কিসিকো বিবাহ নেহি করেগা, উধার উমেশকো বোহীন ভি ধনুর্ভঙ্গ পণ কর লিয়া…”

ওদিক হইতে আর কোন মন্তব্য শোনা গেল না, বোধ হয় কর্তা অবস্থাটা বাক্যাতীত করিয়া তুলিয়াছেন বলিয়াই।

পাটনার আগের স্টেশন গুলজারবাগ আসিয়া পড়িল, আমায় নামিতে হইবে এখানে; কিন্তু ভদ্রলোকের রোমান্স তখন প্রবল বেগে নামিবার উপক্রম করিতেছে। বড় দ্বিধায় পড়িয়া গেলাম। একদিকে স্বজাতি অপরদিকে বেহারী ভদ্রলোক, আবার ওদিকে অসহায়া “উমেশকো বোহীন”—জীবন্মৃতা হইয়াই আছেন, বাঙালী দেখিয়া তাঁহার অবস্থা যে কি হইবে…

গার্ড হুইসিল্ দিয়াছে। তাড়াতাড়ি সতরঞ্চি আর চাদরটা গুটাইয়া কোটটা গুঁজিয়া লইলাম; সিল্কের চাদরটা মাথায় জড়াইয়া লইয়া নামিয়া পড়িলাম। কর্তাকেই বিশুদ্ধ হিন্দুস্থানী উচ্চারণে প্রশ্ন করিলাম—“কোন ইস্টিশান্ বাবু সাহেব ?”

কর্তা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, বুঝিলাম জাত ভাল করিয়া ঢাকা পড়ে নাই।…উত্তর করিলেন না। বেহারী ভদ্রলোকেরাও নয়।

উত্তরের দরকার ছিল না। দুয়ারটা তাড়াতাড়ি খুলিয়া চলতি গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িলাম।



দুর্ঘটনা

রেলের কলিশন, তারই বীভৎসতার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম।

সামনের দু'খানা গাড়ি চুরমার হয়ে গেছে, প্রথমটা ছিল ব্রেকভ্যান, তাই কতকটা রক্ষা। তৃতীয় আর চতুর্থ গাড়ি দুটোও জখম হয়েছে মন্দ নয়, তার পরের চারখানায় উগ্র ঝাঁকুনি লেগেছে মাত্র—বিশেষ কিছু হয় নি। যাত্রী কিন্তু সব গাড়ি থেকেই এসেছে বেরিয়ে। রাত্রির ব্যাপার, একটা হাল্কা জ্যোৎস্না আছে, কিন্তু তাতে দুর্ঘটনার রূপটা স্পষ্ট করতে না পাবার জন্যেই পেছনকার লোকদের আতঙ্কটা যেন আরও বেড়েই গেছে ; আর্তনাদের সঙ্গে যারা অক্ষত তাদেরও ত্রস্ত কোলাহল মিলে সমস্ত জায়গটায় যেন কান পাতা যায় না।

আমাদেব কক্ষে দুটি রিজার্ভ বার্থে আমরা ছিলাম দুজন। দৈব্যক্রমে, আমার যিনি সঙ্গী, তিনি একজন ডাক্তারই তবে নিরৌষধি সুতরাং নিরুপায়। কলে যাচ্ছেন বাইরে, সঙ্গে ছোট্ট যে একটি স্যুটকেস, তাতে নেহাৎ হয়তো স্টেথোস্কোপটা আর ইন্‌জেকশনের সরঞ্জাম থাকতে পারে। তবু দুজনের সঙ্গে ধুতি পাঞ্জাবী অল্পবিস্তর যা ছিল,—মায় আমার বিছানার চাদর পর্যন্ত সে সব ছিঁড়ে সাদা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে যথাসাধ্য সাহায্য করতে লাগলেন তিনি। আমিও রইলাম খানিকক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু সেইসব উৎকট কাটা-ছেঁড়া নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা সহ্য হোল না, মাথা ঘুরতে লাগল, তাই তাঁরই পরামর্শে এক সময়ে তাঁর থেকে আলাদা হয়ে পড়লাম।

তবে বীভৎসতার একটা মোহ আছে, তারই টানে প'ড়ে জায়গাটা আর ছাড়তে পারছিলাম না। তা ভিন্ন দুর্বল মনকে যথাসাধ্য শক্ত করে নিয়ে কিছু করতেও হয় এ অবস্থায়, সহ্য করতে পারি আর আমার দ্বারা কিছু হয়ও এই ধরনের কোথায় কি আছে, খুঁজে পেতে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম।

বাঁধের নিচে একটা টানা গোঙানি শুনে নেমে গিয়ে দেখি একটা মাঝবয়সী লোক হাত ভেঙে পড়ে রয়েছে, তাকে তুলে নিয়ে এসে ওপরে শুইয়ে দিলাম। একটি বৃদ্ধ রাতকানা তার ছেলে খুঁজে পাচ্ছে না। বছর বারো-তেরোর ছেলেটি ভেতরে কোথাও চোট খেয়ে হাত কয়েক দূরেই অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল; বৃদ্ধকে আগে কিছু না বলে বাঁধের নিচের একটা খুঁট ভিজিয়ে একটু জল নিয়ে এলাম, তারপর ছেলেটিকে চাঙ্গা করে বাপের কাছে বসিয়ে দিলাম। এইরকম ছোটখাট ব্যাপার যা সামর্থ্যে কুলুচ্ছে সামলাতে সামলাতে এগিয়ে চলেছি। দরকার পড়লে ডাক্তারকেও টেনে নিয়ে আসছি মাঝে মাঝে; ও অবস্থায় যতটা সম্ভব সামলে দিচ্ছেন বা পরামর্শ দিয়ে আবার ওদিকে চলে যাচ্ছেন।...কতকটা অভ্যস্ত হয়ে পড়লে মাথাটাও একটু যখন পরিষ্কার হোল, বরফ ভেণ্ডারের কামরাটা খুঁজে বের করলাম। ইঞ্জিন থেকে তৃতীয় গাড়িখানায় ইংরাজি আর হিন্দীতে লেখা ছোট্ট সাইনবোর্ডটা প্রবল ধাক্কায় দুমড়ে গেছে। খালি গাড়িতে ভেণ্ডারটা অজ্ঞান হয়ে বেঞ্চের নিচে পড়ে আছে; মাথায় বরফ দিয়ে তাকে সচেতন করে তুলতে একটা বিপদ হোল, বললে, বরফ সে ছাড়বে না, চড়া দামে বিক্রি করবে। মাথা তখন পরিষ্কার হবার দিকেই, মরবে না, যদি মরেই নেহাৎ তো যমের বাড়ি গিয়ে ব্যবসা ফেঁদে সুখেই থাকবে। বচসা করে তাকে খুব একচোট বকিয়ে আবার অজ্ঞান করে ফেললাম। বরফ সংগ্রহ হলে

মনে পড়ল আমার গাড়িতে ফার্স্ট ক্লাসে এটাশি-কেস্ হাতে দুটো গোরাকে কতকটা মত্ত অবস্থাতেই উঠতে দেখেছিলাম। গিয়ে দেখলাম আমার আন্দাজটা ঠিকই আছে, দুটোই দুর্ঘটনার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন ; একটা বেঞ্চের ওপর, আর একটা মেঝেয় হাত-পা ছড়িয়ে অকাতরে ঘুমুচ্ছে। তিনটে ভরা আর একটা আধ-ভরা বিলাতি মদের বোতল সংগ্রহ হোল।

ডাক্তারের সঙ্গে তখন আরও জন পাঁচেক যুবক জুটে গেছে, তার মধ্যে অন্তত দুজনকে মনে হোল, হয় মেডিকেলের ছাত্র, না হয় নূতন ডাক্তারই।

বরফ আর মদের বোতল তিনটে তাঁর এলাকায় করে দিতে, ডাক্তার বিস্মিতভাবে আমার দিকে একটু চেয়ে রইলেন। বেশ কিছু প্রশংসাও ছিল দৃষ্টিতে, কিন্তু মনের ভাব প্রকাশ করার মতো সময় একেবারে হাতে নেই, একটা জটিল ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হচ্ছিল, ঘুরে তাইতে আবার মনোনিবেশ করলেন।

দাঁড়িয়েই ছিলাম, একটু পরে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে বাঁধতে না ঘুরেই বললেন—"অন্তত কাটবার একটা যন্ত্রপাতি পেলে হোত, করাত ছেনি, যা হয়, আর খানিকটা টিংচার আয়োডিন…"

চিকিৎসাব্রতী দুটি যুবকের মধ্যে একজন একটু হেসে বললে—"আপনার আশাও কম নয়।…"

ওরা বেশ মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারে এ-সব অবস্থায়, দ্বিতীয়টি হেসেই বললে—"আশা একটু আস্কারা পেয়েছে কিনা—ব্রাণ্ডি আর বরফ পেয়ে।…"

ব্যাণ্ডেজে গেরোটা দিয়ে ডাক্তার ঘুরে চাইতে আমার দিকে নজর পড়ল, বললেন—"আপনি রয়েছেনই ?…তা, আশা আস্কারা পাওয়াই বটে ; মাথা ঠাণ্ডা রেখে, গাড়িতে যে বরফ থাকে এ কথাটাই মনে

রাখা শক্ত, আপনি আবার তার ওপর এল্‌কহল্‌ এনে হাজির ; কী উপকার যে হোল !"

এই দুর্বিপাকের মধ্যে এটুকু করতে পারা, তার ওপর এই প্রশংসা, মনে যে একটা আনন্দের উচ্ছ্বাস উঠল, তাইতেই বলে বসলাম—"করব আর একবার না হয় চেষ্টা ?"

এবার ডাক্তারের মুখে একটু বিদ্রূপের হাসিই ফুটল, বললেন—"বরফ আর কোথায় পাবেন ? চেষ্টায় তো জল জমিয়ে ফেলতে পারবেন না। ঘুমন্ত গোরাও তো আর নেই গাড়িতে।"

বললাম—"না, যন্ত্রপাতি আর আয়োডিনের কথা বলছি।"

ডাক্তার হেসেই উত্তর করলেন—"আপনার আশা দেখছি আমার আশার চেয়েও বেশি আমরা পেয়েছে।"

ভাবের ঘোরে বাধাটা পেয়ে একটু অপ্রতিভ হয়ে গেছি বোধ হয়, সেইটে কাটাবার জন্যেই একটু বেশি জোর দিয়ে বললাম—"আমি দৈবে বিশ্বাসী—সবই তো সম্ভব তাঁর রাজ্যে···কে বলতে পারে ?"

ডাক্তার এবার একটু জোরেই হেসে উঠলেন, আরম্ভ করলেন—"আশার চেয়ে আপনার বিশ্বাসটা আবার···"

আমি চাপা দিলাম—"কেন, দেখুন না, এত বড় কলিশনটা যে হবে, তা এই এতগুলো লোকের মধ্যে একজনও জানত ?"

ডাক্তার একবার চোখ তুলে কি ভাবলেন। তারপর আমার মুখের ওপর দৃষ্টি নামিয়ে একটু অন্যভাবে হাসলেন এবার।

কিন্তু সময় নেই মোটেই। হাত কয়েক দূরেই একটা বড় খারাপ কেস্‌, পা বাড়িয়ে বললেন—"তাহলে দেখুন, উইশ্‌ ইউ লাক্‌···অন্তত এর মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা চলবে না আপনার।"

ওখান থেকে সরে এসেই বুঝতে পারলাম কথাগুলো নিতান্তই

তর্কের ঝোঁকে বেরিয়ে গেছে মুখ থেকে। কাটবার যন্ত্রপাতি কে নিয়ে বসে আছে আমার জন্যে? আয়োডিন তো দূরে থাক্।

খুবই লজ্জায় পড়তে হবে ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হলে; তা আর ওদিকে না মাড়ালেই হোল। রিলিফ ট্রেনটা এলে আস্তে আস্তে গিয়ে চেপে বসলেই হবে।

ক্লান্তি এসেছে বেশ। আসল কথা, মনের ওপর দুর্ঘটনার চাপটা বরদাস্ত করতে পারছি না, নৈলে খাটুনি যে খুব বেশি হয়েছে এমন নয়। ঠিক করলাম শরীরটা এলিয়ে দিয়ে একটু জিরিয়ে নিই, তারপর আবার না হয় ঘুরে-ফিরে দেখব কতটুকু কি করতে পারি; কাজ তো রয়েছে, কিন্তু শরীর যেন বইছে না।

নিজের সেকেণ্ড ক্লাস কামরাটাতেই উঠতে যাব, ভেতরে থেকে একটা কর্কশ শব্দ এল, মেঝের ওপর দিয়ে ভারী ট্রাঙ্ক বা সুটকেস টানাটানি করলে যেমন হয়। ডাক্তার বা আমার ও ধরনের কিছু ছিল না, শুধু বার্থে দুজনের দুটো বিছানা পাতা ছিল, সেই অবস্থাতেই রেখে নেমে গেছি। একটু বিস্মিত হয়ে শব্দটা অনুধাবন করবার মধ্যেই হঠাৎ খেয়াল হোল এইরকম দুর্ঘটনায় চুরিচামারির হিড়িকটাও যায় বেড়ে, তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম।

দেখি, সত্যিই একটা লোক মেঝেয় হামাগুড়ি দিয়ে একটা বেঞ্চের নিচে একেবারে কোণের দিকে কি একটা ঠেলে রাখছে যেন; আমার ওঠার শব্দে তাড়াতাড়ি সবে এসে সামনাসামনি হয়ে একটু থতমত খেয়ে দাঁড়াল।

আমার একটু ভুলই হয়েছিল, কিন্তু তরল জ্যোৎস্নায় লক্ষ্য করে দেখলাম না কাছে কোন অস্ত্রশস্ত্র নেই। এদিকে পোশাক পরিচ্ছদে ভদ্রলোক বলেই মনে হোল।

প্রশ্ন করলাম—"কি ব্যাপার?"

বাঙালী নয় ; উত্তর করলে—"কুছু নয়।"

"হঠাৎ এ কামরায় ?···ছিলেন না তো আপনি।"

"আমারটা ভাঙিয়ে গিয়েসে।"

"ভেঙে গেছে !···কোনটাতে ছিলেন আপনি ?"—একটু উৎসুক দৃষ্টিতেই আগাগোড়া একবার দেখে নিলাম।

উত্তর হোল—"তিসরা গাড়িতে।"

"খুব বেচে গেছেন তো আপনি।"

"ঈশ্বর মালিক।"—বলে ওপরের দিকে হাত তুললে। কথাবার্তার পরিণতিতে বেশ যেন নিশ্চিন্তও হয়েছে বলে মনে হোল। তাতেই আমার খটকাও লাগল একটু ; আর কেউ সঙ্গে ছিল কিনা জিগ্যেস করতে যাচ্ছিলাম, কথাটা উল্টে প্রশ্ন করলাম—"তা ভেতরে কি রাখছিলেন আপনি অমন করে ?···"

আবার "কুছু না।"—বলাতেই আমার সন্দেহ গেল বেড়ে। বেশ একটু গম্ভীরভাবেই প্রশ্ন করলাম—"কিছু নয় তো দেখতে পারি কি ?"

মুখের পানে যেমন ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। আরও বেড়েই গেল সন্দেহটা আমার। এগুতেই যাচ্ছিলাম, আমার পথ আটকে দাঁড়াল, সঙ্গে সঙ্গেই হাতটা ধরে কাতরভাবেই বললে—"শোনেন বাঙালীবাবু—আমার দাবাইকা বকসা আছে।"

কথাটা কানে যেতেই আমি নিজে হাতেই এক পা পেছিয়ে গেলাম, বললাম—"দাবাইয়ের বাক্স !···আপনি ডাক্তার ?"

"না, আমার দাবাইয়ের দোকান আছে···"

"কোথায় ?···কি কি দাবাই আছে ?···টিংচার আইডিন ? ইনজেক্সন, অ্যান্টিটিটেনাস ?"

চঞ্চল হয়ে উঠেছি অতিমাত্র ; উত্তরের অপেক্ষা না করেই

বললাম—"ও বাক্স আমার চাই—এক্ষুনি—কাজের ওষুধ নিশ্চয় আছে কিছু—কিছু না কিছু পড়বেই বেরিয়ে···"

আমার হাত ছেড়ে স্থির দৃষ্টিতে মুখের পানে চেয়ে শুনছিল, আবার হাতটা ধরে শান্তকণ্ঠে বললে—"আপনি বেচৈন হচ্ছেন বাঙালীবাবু, আস্থন দোঠো জরুরী বাত আছে। বস্থন অ্‌স্থির হোয়ে শুন্থন।"

বসল বেঞ্চটায়। আমিও কি ভেবে পাশে বসে শান্ত কণ্ঠে বললাম—"কি বাত, বলুন।"

দেখলাম পকেট থেকে এর মধ্যে দুটো দশ টাকার নোট বের করেছে; কতকটা যেন লুকিয়ে অথচ দেখতেও পাই এইভাবে হাতে ধরে রেখে বললে, "বাত এই যে, ডাগদারবাবু যেখানে ইলাজ করছেন, আমি ভি সেইখানে ছিলো; সব বাত শুনিয়েছে। সেইজন্যে তাড়াতাড়ি এসে মাল সরিয়ে ফেললো।"

শান্তকণ্ঠেই বললাম—"কিন্তু সরিয়ে কি ভালো করলেন? এতগুলো লোকের প্রাণ···"

"শোনেন বাঙালীবাবু, জান কোই কারুর নিতেও পারে না, কোই কাউকে দিতেও পারে না···আমার হকের মাল—নেপাল ভাইয়ে আমার দোকান···"

ভুল হয়ে যাচ্ছে, চোরাকারবারী, ভেবে থাকতে পারে হাতের নোট দুটো দেখে আমি নরম হয়ে গেছি; এদিকে দেরিও হয়ে যাচ্ছে, আমি সোজা দাঁড়িয়ে উঠলাম। বললাম—"দেখুন, ওষুধ আপনাকে দিতেই হবে। দেরিও হয়ে যাচ্ছে।"

উঠে রুখে দাঁড়াল—"আমি দিবে না বাবু।"

"এর জন্যে আপনি পুলিস কেসে পড়বেন—শক্ত সাজা—জানেন না বোধ হয়···"

"আপনি উকিল ?"

সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর করলাম—"হ্যাঁ—পাটনায় প্র্যাকটিস করি।"

থমকে মুখের দিকে চেয়ে একটু চুপ করে রইল। তারপর আরও শক্ত হয়ে উঠে বললে—"তা উকিল আছেন, ভালোই আছেন, ভগবান আপনার তরক্কি করুন। লেকিন্ আমার হকের মাল। আমি ছাড়ব না···"

"আপনার হকের মাল—তার প্রমাণ ?"

নিমেষেই পকেটে হাত পুরে একটা কাগজ বের করে সামনে ধরলে। "সাবুত নেই ভেবেছেন ?—ই দেখুন চালান···"

কাগজটায় চোখ বুলিয়ে আমি আর ধৈর্য রাখতে পারলাম না। ভালো ওষুধ যা সত্ত ডাক্তারবাবুর কাজে লাগবে—টিংচার আওডিন, বেনজিন, আরও অন্য রকমের অ্যান্টিসেপটিক, মায়—ব্যাণ্ডেজ, বোরিকতূলো পর্যন্ত···এদিকে অবশ্য কুইনিন্, প্যালোড্রিন জাতীয় ওষুধও আছে—তালিকার শেষে দামটায় দেখলাম—প্রায় সাড়ে আট শত ; অবশ্য তরাইয়ে গিয়ে সাড়ে আট হাজারে দাঁড়াবে।

কিন্তু ধৈর্য রাখতে পারিনিই বা কেমন ক'রে বলি ? এটুকু বুদ্ধি ছিলই যে, যদি লোক ডাকাডাকি ক'রে ব্যাপারটা বলি তো ওকে মেরে তক্তা ক'রে মাল খালাস করবে।

একলাই লেগে গেলাম। কি ভেবে ও-ও চেঁচামেচি করলে না। বেশ একটা ভদ্রলোকের ধ্বস্তাধ্বস্তি যে হলো তাতে একটু আধটু জখমও হলাম দুজনে। তারপর বেঞ্চের কোণে কপালটা ঠুকে বেশ খানিকটা কেটে গেল লোকটার। আমার তখন খুন চেপে গেছে। বললাম—"হয়েছে কি ? তোমায় শেষ ক'রে নিয়ে যাব বাক্স আমি।"

রুমাল বের ক'রে চেপে ধরেছে কপালটা। বললে—

"কুছ দোরকার নেই বাঙালীবাবু, আপনি খুশিসে নিয়ে যান বক্‌সা।"

. সঙ্গেই নিয়ে যাচ্ছে ' খুব ভালো ক'রে ঠোকা ছিল না বাক্সটা। ছেলেরা খুলে ফেললে। ডাক্তার ওদিকে খুব ব্যস্ত, শেষ হলে সাজানো শিশি—বোতল—ব্যাণ্ডেজ—অ্যাম্পুলগুলোর দিকে চেয়ে একবার আমার মুখের দিকে চাইলেন, একটু হেসে বললেন—"ভাগ্যিস আমার কথা কইবার ফুরসৎ নেই মশাই, নইলে কি ভাষায় যে আপনার তারিফ করতাম—সমস্যায় পড়ে যেতাম একটা..."

আমি ওঁদের সব কথা বললাম না। গল্প শোনবার মতো ফুরসৎও নেই কারুর। তবু একটু কৌতূহল যে হয়েছিল সেটা এই বলে মেটালাম যে, বাক্সটা নিতান্ত দৈবক্রমেই একটা গাড়িতে পেয়ে গেছি।

ইতিমধ্যে রাগটা পড়ে গিয়ে একটা ঠিক করেও ফেলেছি। আহা, ব্যবসাদার লোক, অযথা ক্ষতিই বা করাতে যাই কেন? ঠিক করলাম, দরকারের অতিরিক্ত যা ওষুধপত্র বাঁচবে, তা ফিরিয়ে দেব লোকটাকে। তারপর চালানটা হাতেই রয়েছে, যে ওষুধ ব্যাণ্ডেজ প্রভৃতি ব্যবহার হলো গভর্নমেন্টের কাছ থেকে যাতে তার দামটা ও পায়, তার চেষ্টা করা যাবে। উপকার যা হচ্ছে, সত্যিই তার হিসাব হয় না। লোকটা যে রকমই হোক, ওই তো সবটুকুর মূলে। এক সময় আমি ওর প্রতিরোধের ভাবটা ভুলে সত্যিই অন্তর দিয়ে ক্ষমা করতে পারলাম ওকে—আহা, কি করবে?—ওই ওর রুজি, স্বার্থের মুখে সব সময় সবার মনের অবস্থা তো ঠিক থাকে না। জখমও হয়েছে বেচারী; শেষ চোটটা কি রকম ছিল, রাগের মাথায় দেখাও হয় নি।

দুর্ঘটনার দৃশ্যগুলো ক্রমে সয়েও আসছে নজরে। ওরা দরকার মতো প্রায় সব ওষুধগুলোই পেয়ে চিকিৎসায় মেতে উঠেছে। দেখছি দাঁড়িয়ে, আর যতই দেখছি ততই মনটা লোকটার প্রতি সহানুভূতিতে ভরে উঠছে। আর কিছু কি করা যায় না ওর জন্যে?

করা যায় বৈকি। কাজ হ'য়ে যাক্, তারপর ডাক্তারকেও দলে টানব। বলব, গোড়ায় বলা দরকার মনে করি নি—ওষুধের বাক্সটা একটা ব্যবসায়ীরই এবং সে স্ব-ইচ্ছাতেই আমার হাতে চিকিৎসার জন্যে তুলে দিয়েছে। এর পর ডাক্তারকেও রাজী করানো শক্ত হবে না বলতে যে সত্যই লোকটা নিজে হতেই বাক্সটা চিকিৎসার জন্য তাঁর হাতে দিয়েছিল—এমন কি নিজেই ঘাড়ে করে যে পৌঁছে দিয়েছিল—একথা বললেও তিনি নিশ্চয় আপত্তি করবেন না। এই করে ওঁর সাক্ষ্যের জোরে মূল্য ব্যতীত গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে একটা মোটা পুরস্কারও পাইয়ে দিতে পারা যাবে লোকটাকে।

তা'হলে খুঁজে বের করে যত শীঘ্র তাকে আমার সঙ্কল্পটা জানিয়ে সান্ত্বনা দিতে পারি। ইতিমধ্যে একটু চিকিৎসাও তো দরকার। সেদিকেও একটা অন্যায় হ'য়ে যাচ্ছে আমার তরফ থেকে।

বেরিয়ে পড়লাম ওখান থেকে।

বেশী দূর যাই নি, পেছন থেকে কে ডাকলে—"বাবুজী!"

ঘুরে দেখি ধ্বংসস্তূপের মধ্যে একটা আড়াল থেকে একজন লোক বেরিয়ে আসছে, প্রথমটা সন্দেহ হয়েছিল সেই লোকটাই—আগেও যেমন আড়াল থেকে আমাদের সব কথা শুনেছে বললে, এবারেও বোধ হয় তাই করছিল। খানিকটা এগিয়ে আসতে কিন্তু আমার সে ধারণাটা গেল, হাতে পায়ে কাঁধে—সর্বত্র ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ছেঁড়া ধুলধুকড়ি জামা, কাপড়টাও ছেঁড়া আছে যেটুকু কোমরে সেটুকুও সমস্তটার আধখানার চেয়েও কম। বেশ বোঝা যায়, চারিদিকে

ব্যাণ্ডেজ যা বেঁধেছে, তা বাকী আধখানা থেকে। সবচেয়ে দ্রষ্টব্য হয়েছে মুখের ব্যাণ্ডেজটা—মাথায় জড়িয়ে একটা চোখ ঢেকে একটা গলা চেপে গলায় পাক দিয়ে এমনভাবে বাঁধা যে, সমস্ত মুখটাকে একেবারে বিকৃত করে তুলেছে। এর ওপর গায়ে জামায় কাপড়ে সর্বত্রই রক্তের ছোপছাপ।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে খানিকটা কাছে এসে পড়তেই আমি শিউরে উঠে বললাম—"এৎনা চোট! আপ্ চলিয়ে নেহি, ডাক্তারকে বোলা লে আতা..."

সেইভাবে আরও একটু এগিয়েই এসে মুখের দিকে একটু চেয়ে রইল। তারপর বললে—"আপনি পহছানছেন না বাঙালীবাবু, আমি সেই দাবাইয়ের মালিক..."

ব্যাণ্ডেজের চাপে কথাগুলোও ভালো করে বেরুচ্ছে না।

বিস্ময়ে আমার মুখেও রা সরছে না। খানিকক্ষণ চেয়েও রইলাম। তারপর ধীরে ধীরে বললাম—"আপনি দাবাইয়ের মালিক!...তা এত আঘাত!...মাপ করবেন, আমিই এর জন্যে দায়ী নয়তো?...কিন্তু এত চোট তো আপনার তখন...লেগেছিল কি এ রকম চোট?...যাই হোক, আপনি চলুন ডাক্তারবাবুর কাছে...যে জন্যেই হোক্, সত্যিই আমি বড় দুঃখিত, আমায় মাপ করুন..."

বিকৃত মুখে একটু হাসি টেনে সমস্ত কথাগুলো মন দিয়ে শুনছিল, শেষ হলে এগিয়ে এসে আমার হাতটা ধরলে। তারপর সেই ব্যাণ্ডেজের চাপের মধ্যে থেকে বললে, "কুছু ছমার দোরকার নেই বাঙালীবাবু, দুটো প্রাইভিট বাত আছে, একটু সরিয়ে আসুন।"

একটু নিরিবিলি দেখে আমরা এক জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালাম—

"কপালের চোটটা লাগতে আমার মগজটা একটু সাফ হ'য়ে গেল বাঙালীবাবু—ভাবলুম, কে ওযুধ নিয়ে দুনিয়ায় এসেছে, কে

ওষুধ নিয়ে ছুনিয়া থেকে যাবে ? তাব থেকে এক আকিলকা কাজ করা যাক্। হুলমানজী আমার লাখোগুণ দিয়ে দেবেন তাতে।… ছাখেন বাঙালীবাবু, আপনি উকিল, উদিকে ডাগদববাবু আপনার দোস্ত, উকিলেব কাছে ছিপালে চলবে না,—ই যে দেখছেন সব ব্যাণ্ডেজ, ই সব…”

অতিরিক্ত বিস্ময়ে মুখ দিয়ে বেবিয়েই পড়ল—“সব মিথ্যে!!”

বিকৃত মুখেই একটু চতুব হাসি, উকিল-মক্কেলেব মাঝে যা চলে।

“বিলকুল যে ঝুট তা বলতে পারি না বাঙালীবাবু, তবে উকিলেব কাছে ছিপালে চলবে না—যেখানে এক গুণ সেখানে…”

“দশগুণ করেছেন ?”

হাসলে।

“কাজের কথা শোনেন বাঙালীবাবু—যা মতলব বেব করেছি—ডাগদরবাবু আপনাব দোস্ত, তাঁকে দিয়ে এক জববদস্ত সাট্টিফিটি—কম্ সে কম্ পচাশ হাজাবের ডামিজ রেলবী কোম্পানীর কাছ থেকে …দিব বাঙালীবাবু, ডাগদরবাবুকে জববদস্ত ফি ভি দিব তাঁর সাট্টিফিটিব জন্যে—আব আপনি—আপনি তো আমাব উকিলই থাকবেন—তার জন্যে সগুন হিসেবে যা হুকুম কোবেন—পচিশ—পচাশ—যোতো টাকা খুশি আপনার ..”



ভাড়া

১

কাজটা বোধ হয় অন্যায় হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু কাঠ-রসিকতার জ্বালায় মনের অবস্থা তখন এমন দাঁড়াইয়াছিল যে, ও কথাটা ভাবিয়া দেখিবার অবসর হয় নাই। এখনও যে খুব অনুতপ্ত আমি একথাও ধর্ম সাক্ষী করিয়া বলিতে পারি না।

বরযাত্রীর দল, কলিকাতা হইতে লুপ লাইনে সাহেবগঞ্জ যাইতেছে। একে বরযাত্রী, তায় কলিকাতার, তাহার উপর আবার যাইতেছে বেহারে—সকলেরই যথাসম্ভব স্মার্ট আর রসিক হইবার চেষ্টা! কিন্তু সুবিধা হইতেছে না। শেষে লুপ এক্সপ্রেসটা যখন কোন্নগর পার হইল তখন একজন বলিল—"না, এ জমছে না, সেরামপুরে গাড়ি থামলে বরদা খুড়োকে টেনে নিয়ে আসতে হবে বরের গাড়ি থেকে—বাঃ, ওঁরা বরও নেবেন আবার বরদাও নেবেন!"

গাড়িটা প্রায় ওরাই বোঝাই করিয়া রাখিয়াছে, সমর্থনের একটা তুমুল কলরব উঠিল—"খুড়োকে চাই!···খুড়োকে চাই!···আমাদের খুড়োকে চাই!···বাঃ, বর বরদা দুই নেবে, মাংনা নাকি?···"

অযথাই কলরবের সঙ্গে একটা হাসি উঠিল, একজন দাঁড়াইয়া উঠিয়া "খুড়ো হে!—এসো হে—আধ আঁচরে বোস হে!"···বলিয়া যাত্রার জুড়ির মতো হাত খেলাইয়া তান ধরিয়া দিল, একজন উঠিয়া তাহার টুঁটিটা ধরিয়া নাড়া দিয়া গানের গিটকিরি তৈয়ার করিয়া চলিল; হাসির আর একটা তোড় উঠিল।

এদের সঙ্গে আমায় বর্ধমান পর্যন্ত যাইতে হই বে, অস্থির হইয়া পড়িয়াছি যাই হোক, একটু আশান্বিত হইলাম যাহার নাম উচ্চারণেই এতটা উল্লাস তাহাকে দেখিবার জন্য কৌতূহল লইয়া বসিয়া রহিলাম।

গাড়িটা সেরামপুরে থামিতে প্রায় অর্ধেক লোক হৈ-হৈ করিতে করিতে নামিয়া গেল, ববের গাড়িতে হাসি-হল্লার মধ্যেই একটা টানাটানি পড়িয়া গেল—ওরাও ছাড়িবে না, এবাও নিরস্ত হইবে না—তাহার পর "থ্রি চিয়ার্স ফর্ খুড়ো !···লং লিভ খুড়ো !···খুড়ো জিন্দাবাদ !"—বলিতে বলিতে সমস্ত প্লাটফর্ম কাঁপাইয়া একটি লোককে মাঝে করিয়া সবাই এ-কামরায় আসিয়া উঠিল, গাড়িটা ছাড়িয়া দিল।

লোকটা বেঁটেসেঁটে গোলগাল, মাথায় টাক, তাহার নিচে বাবরি; মোটা একজোড়া গোঁফ বাটারফ্লাই করিয়া ছাঁটা, সর্বসাকুল্যে চেহারাটায় একটু হাসির উদ্রেক কবে, তাহার উপব মুখটা আব চোখ তুইটা এমনভাবে একটু কুঞ্চিত যে, মনে হয় যেন এখনই ভয়ানক একটা হাসির কথা বলবে বা হাসির কিছু একটা করিবে। বয়স বছর পঁয়ত্রিশ হইবে।

গাড়ির মধ্যে আসিয়াই লোকটা হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল চোখ-মুখ আরও কুঞ্চিত করিয়া চরিদিকে একবার চাহিয়া লইল; অত যে গোলমাল এক মুহূর্তেই ঠাণ্ডা হইয়া গিয়া সবাই মস্ত বড় কিছু একটা প্রত্যাশা করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, তু'একটা চাপা হাসির খুক্-খুক শব্দ হইল, একটু থাকিয়া একজন বলিল,—"কি খুড়ো ?—তুমি যে একেবারে স্ট্যাচু মেরে আলোর দিকে চেয়ে রইলে !"

খুড়ো বিমূঢ়ভাবে আর একবার চারিদিকে চাহিয়া বলিল—"একি ! আমার গান পাচ্ছে কেন এতো !"

চাপা হাসির সংখ্যা আরও বাড়িয়া গেল, একজন বলিল,—"তা গান পাচ্ছে তো গাওনা বাবা, সেই জন্যেই তো তোমায় পাকড়াও করে আনা…"

খুড়ো বাঁ হাতে কানটা ঢাকিয়া ডান হাতটা লম্বা করিয়া বাড়াইয়া দিয়া একেবারে সপ্তমে তান ধরিল—"শ্মাশানে কেন মা গিরিকুমারী, কেন বা তোমার এ-হেন বে-এ-এ-শ !"

প্রচণ্ড হাসিব চোটে মনে হইল যেন ছাতটা ভাঙ্গিয়া পড়িবে, সেই সঙ্গে নানারকম বুলি—"থ্রি চিয়ার্স ফর খুড়ো !…এন্‌কোর খুড়ো এন্‌কোর !…এন্‌কোর।"

তোড়টা একটু থামিলে দু' একজন হাসিতে হাসিতে বলিল—গান খুঁজে পেলে না বাবা ?…বাসর ঘবে এই গানই গেয়েছিলে নাকি খুড়ো ? এ যে বরযাত্রী গো…"

খুড়ো হাত দু'টো চিতাইয়া নিরীহভাবে বলিল—"বরযাত্রী কি শ্মশানযাত্রী কি করে বুঝব বাপধনেরা ? একেবারে যে নিঝুমের পালা চলেছিল…"

সবার হাসিব মধ্যেই এদিকে চাহিয়া হঠাৎ আমায় সাক্ষী মানিল —"কি মশাই, একেবারে শ্মশান করে রাখেনি ?"

আমার পিত্ত জ্বলিয়া যাইতেছিল, ভাবিয়াছিলাম যে রকম জুলুম করিয়া আনা, বোধ হয় একজন প্রকৃত হাস্যরসিকের সঙ্গ পাওয়া যাইবে, এ একেবারে চড়কতলার সং ! উত্তর দিবার প্রবৃত্তি না থাকায় চুপ করিয়া ছিলাম, খুড়ো ভয় এবং দুঃখের অভিনয় করিয়া বলিল—"কি মশাই, একটু সমর্থন করুন, একা পড়ে যাচ্ছি যে,—করে রাখেনি শ্মশান ?

একটু খুক-খুক করিয়া শব্দ হইল, বোধ হয় একটি অপরিচিত ভদ্রলোককে এ ভাবে কোণঠাসা হইতে দেখিয়া আমি বলিলাম—

"আজ্ঞে, এতক্ষণ ততটা বুঝতে পারিনি, এখন শেয়ালডাকার শব্দে আর সন্দেহ নেই বটে।"

খুক্-খুক্ শব্দটা আরও কয়েক কণ্ঠে চারাইয়া পড়িল, খুড়ো একটু যেন অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল ; কিন্তু একেবারে দু'কান কাটা, তখনই সামলাইয়া লইল ;—আমার দিক থেকে ফিরিয়া বলিল—"শুনলে তো ? একবার একটা বিড়ি কি সিগারেট ছাড়ো দিকিন, শেয়ালের গলা ভেড়ে গেছে, একবার শাণিয়ে নিতে হবে—"

—বলিয়া মুখটা উঁচু করিয়া হাত দুটো বাড়াইয়া ধরিল এবং গলাটা চাপিয়া ভাঙা গলার মতো করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল—"হুয়া কাক্কা—বিড়ি ! হুয়া কাক্কা—সিগারেট !"

আবার একটা প্রচণ্ড হাসির তোড় উঠিল এবং আমার পরাভবে কয়েকটা তির্যক দৃষ্টি আমার উপর আসিয়া পড়িল। এই সময় কোন কারণে সিগনেল না পাওয়ায় গাড়িটা আসিয়া শেওড়াফুলিতে দাঁড়াইয়া পড়িল।

২

একজন চাষাভূষা গোছের লোক হঠাৎ ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া আমাদের গাড়ির হ্যাণ্ডেলটা ধরিল এবং ঘাড়টা প্লাটফর্মের দিকে ঘুরাইয়া হাঁকিল—"ইদিকে—ও ঘোষের পো ! ও বদন ! ও বেচারাম ! ...ইদিকে !"

গাড়ির পিছন দিক থেকে একসঙ্গে কয়েকটি কণ্ঠে উত্তর হইল—"এরা কইচে এ-গাড়ি লয়, উঠুনি তুমি..."

লোকটা পা-দানে একটা পা তুলিয়া দিয়াছিল, টানিয়া লইয়া একটু ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া প্রশ্ন করিল,—"কারা—কারা কইচে গো ?"

সিগনেল পাইয়া গাড়িটা হুইসেল দিল।

খুড়ো টপ করিয়া উঠিয়া পড়িল দরজার দিকে ত্রস্তভাবে অগ্রসর হইতে হইতে বলিল—"না হে মোড়লের পো, এই গাড়ি, উঠে পড়ো, উঠে পড়ো, গাড়ি ছেড়ে দিলে বলে···"

ঝাঁ করিয়া দরজাটা খুলিয়া লোকটাকে একরকম টানিয়া তুলিয়াই দরজা দিয়া গলাটা বাড়াইয়া হাঁকিল—"এই গাড়িই গো ঘোষের পো বোসের পো, বদনচন্দ্র, বেচারাম—উঠে পড়ো তোমরাও···"

গাড়িটা ছাড়িয়া দিল এবং যে হাসি বোধ হয় এইটুকুর জন্যই আটকানো ছিলো সেটা একেবারে প্রবল বেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। লোকটি কিম্ভূতকিমার হইয়া গেছে, গদি আঁটা গাড়ি, তাহার উপর যাত্রী সব একেবারে সেরা কাপড়-চোপড় পরা ভদ্রলোক—গায়ে গন্ধ ভুর ভুর করিতেছে—ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। খুড়ো একজনকে হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিল, বলিল—"বাঃ, কী আমার মামার বাড়ির অবদার রে, মোড়লেব পো দাঁড়িয়ে—আর উনি লবাব খাঞ্জাখাঁর মতো গদিয়ান হয়ে বসে থাকবেন !···

লহরে লহরে হাসি চলিতেছে। নিজের কোমরে বাঁধা সিল্কের চাদরটা তাড়াতাড়ি থিয়েটারি ঢঙে খুলিয়া জায়গাটা ঝাড়িয়া বলিল—"এই বোস কর্তা, কোথাও যাওয়া হবেন কর্তার ?"

ঝুঁকিয়া দুই হাঁটুতে ভর দিয়া গভীর বিনয়ের অভিনয় করিতে হাসিটা আর একটা তোড়ে ভাঙিয়া পড়িল।

গাড়ি বেশ জোর দিয়াছে। আমি বিস্ময়ে একেবারে কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া গেছি। ভাঁড়ামি অনেক দেখিয়াছি, গা-জুরি ফুর্তি জমাইবার চেষ্টায় বরযাত্রীদের মধ্যে সেটা যে আরও কিরূপ বিকৃত রূপ ধারণ করে তাহারও অভিজ্ঞতাও কম নয় আমার, কিন্তু এ 'ধরনের ব্যাপার কখনও চাক্ষুষ করি নাই। একেবারে থ হইয়া গেছি। উচিত ছিল তখনই চেন টানিয়া দিয়া স্টেশনের লোক ডাকিয়া সম্ভ সম্ভ এর

একটি বিহিত করা, কিন্তু যখন চৈতন্য হইল তখন গাড়ি অনেক দূর চলিয়া আসিয়াছে।

কোথায় যাইবে শুনিবার জন্য আমিও কৌতূহলী হইয়া সামনে ঝুঁকিয়া বসিলাম, খুড়োর প্রশ্নের উত্তরে লোকটা ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া বলিল—"আমি যাবো বাবু সাঁইতেড়ে, মানকুণ্ডুর টিকিস আমার, সেখানে নেমে রেল পেইরে তারপর হাঁটাপথে চালদাডাঙ্গা হয়ে বড় রাস্তায়…"

খুড়ো গভীর মনোযোগের সহিত শুনিতে শুনিতে মুখটা একটু কুঞ্চিত করিয়া খুব একটা হাসির কথা বলিবার সুযোগ খুঁজিতেছিল, বাধা দিয়া বলিল উঠিল—"ও ব্বাবা মানকুণ্ডুতে নেমে, রেল পেইরে, চালদাডাঙ্গা হয়ে তারপর বড় রাস্তা। তাব চেয়ে এক কাজ করো কত্তা—সায়েবগঞ্জে নেমে মোটবে করে একেবারে বিয়েবাড়ীতে খ্যাঁটের আসনে—লুচি, পোলাও, কোর্মা, কোপ্তা, রাবড়ি মালাই!…"

ডান হাতটা ভূরিভোজনের ইঙ্গিতে মুখ এবং একটা কাল্পনিক পাত্রের মাঝে ওঠানামা করানোর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দলটার মধ্যে আবার হাসির একটা হররা উঠিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে নানাবকম মন্তব্য "হ্যাঁ, সাহেবগঞ্জেই চলো কত্তা…নিয়ে চলো খুড়ো…কত্তাকে ছাড়া হবে না…চলো হে কত্তা…রাবড়ি-মালাইয়ের দেশ ঘুবে আসবে!…"

আমি আর সহ্য করিতে পাবিলাম না, সামনে হেলিয়া বলিলাম—"মশাই, মাফ করবেন, এটা আপনাদের কি ধরণের রসিকতা হচ্ছে জিগ্যেস করতে পারি কি?"

হাসি-হল্লা সব একেবারে চুপ হইয়া গেল, খুড়োও একটু থতমত খাইয়া গেল। তাহার পর তাহার মুখটা খুব অল্প হাসির আভাসে একটু কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, হাত জোড় করিয়া আমার দিকে ঝুঁকিয়া

আমারই মতো করিয়া বলিল,—"মশাই, মাফ করবেন,—রসিকতার ধরণটা বললে আপনি বুঝতে পারবেন কি ?"

খুক-খুক করিয়া চারিদিকে আবার চাপা হাসির শব্দ উঠিল। আমি উত্তর করিলাম,—"বলুনই না, চেষ্টা করে দেখি।"

"শৃগা-আ-আ-আ-ল রসিকতা !"

উচ্চ উৎকট হাস্যে সবাই একেবারে ভাঙিয়া পড়িল ; খুড়ো আমার দিক থেকে মুখটা ফিরাইয়া দলের দিকে ঘুরিয়া হুয়া-ক্কাক্কা, হুয়া-ক্কাক্কা করিয়া হাসির সঙ্গে শিয়ালের ডাক মিশাইয়া এমন একটা অদ্ভুত আর বিকট রব করিতে লাগিল যে হাসিটা আর থামার অবসর পাইল না অনেকক্ষণ ধরিয়া।

অবশেষে খানিকটা প্রশমিত হইলে আমি বলিলাম—"কিন্তু রসিকতার পরিণামটা কি ভেবে দেখেছেন ?"

খুড়ো আমার দিকে ঘাড় বাঁকাইয়া গম্ভীরভাবে বলিল—"সাহেব-গঞ্জে।আসনে বসে লুচি, পোলাও, কোর্মা, কোপ্তা..."

আবার হাসির তোড় নামিল, আমার রাগটা তখন বেশ বাড়িয়া গেল, হাসির উপরে গলাটা তুলিবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম, "অতদূর পর্যন্ত এগুবার দরকার হবে না ; চন্দননগরেই তার ব্যবস্থা করছি, একেবারে রাজ্য-অতিথি হয়ে লুচি পোলাও ওড়ালেন—আপনারা একটা নিরীহ পাড়াগেঁয়ে লোককে জবরদস্তি ভুল গাড়িতে তুলে..."

সবার হাসির মধ্যে খুড়ো গলাটা ওদের মধ্যে বাড়াইয়া ভয়ের অভিনয়ের সহিত চাপা গলায় বলিল—"উকিল।"

আবার হাসিটা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। আমি আপাতত আর বাক্যব্যয় নিরর্থক দেখিয়া নিজের জায়গাটিতে ঠেস দিয়া বসিলাম। এটা পরোক্ষভাবে আমার হার স্বীকার বলিয়া ধরিয়া লইয়া উহারা আরও ভালো করিয়া লোকটাকে লইয়া পড়িল। খুড়ো দুইটা

সীটের পর বসিয়াছিল লোকটার পাশে আসিয়া বসিতে বসিতে বলিল —"সরো দিকিন তোমরা, কত্তার সঙ্গে একটু আলাপ জমাই···তা তোমায় অত ভাবতে হবে না কত্তা প্যাসেঞ্জারে সব মাটি মাড়াতে মাড়াতে আসতে, এ একেবারে শ্যাওড়াফুলি থেকে চন্দননগর, সঙ্গে সঙ্গে কত্তার জন্যে ব্যাণ্ডেলের দিক থেকে ডাউন প্যাসেঞ্জার, তাইতে চড়ে টুপ করে এসে মানকুণ্ডুতে নেমে পড়া ; সেইভালো, না, সেই ধিকুতে-ধিকুতে- ধিকুতে···"

লোকটা একেবারে অকূলে পড়িয়াছিল, একটা উপায় হওয়ায় খুড়োর শেষের দিকে ঘোঁড়ার চলনের নকল করিয়া বলিবার ভঙ্গিতে একটু হাসিয়াই ফেলিল, বলিল—"বাবুরা যখন রয়েছেন···"

"কত্তা হেসেছে ! কত্তা হেসেছে !" বলিয়া খুড়ো খানিকটা লাফাইয়া উঠিল ; হাসির সঙ্গে ধূয়াটা সমস্ত গাড়িতে ছাড়াইয়া পড়িল —"কত্তা হেসেছে ! কত্তা হেসেছে !"

আমি মুখটা বাহিরের দিকে ফিরাইয়া লইলাম ; শৃগাল-রসিকতার মধ্যে গাড়িটা মাঝের স্টেশনগুলা ছাড়াইয়া চন্দননগরে আসিয়া দাঁড়াইল।

৩

চন্দননগরে একজন ভদ্রলোক তাঁহার স্ত্রী আর তিন-চারটি ছেলেমেয়ে লইয়া দরজার সামনে আসিতে সকলে হৈ-চৈ করিয়া তাঁহাকে ভাগাইয়া দিল, অবশ্য খুড়োই অগ্রণী। ভদ্রলোক খানিকটা দূরে চলিয়া গেলে অস্ফুট স্বরে বোধ হয় কিছু একটা অভদ্র রসিকতা করিতে কাছাকাছির সবাই চাপা গলায় হাসিয়া উঠিল ; যাহারা শুনিতে

পাইল না কৌতূহলী হইয়া উঠিল, একটু কানাঘুষা হইল, তাহার পর সেই চাপা হাসিটা গাড়িময় চারাইয়া পড়িল। গা ঘিন-ঘিন করিতেছে, ইচ্ছা হইল নামিয়া যাই, কিন্তু সব গাড়িতেই অসহ্য ভিড়, জায়গা পাওয়া প্রায় অসম্ভব, গাড়ি থামিবেও অল্প, নিরুপায়ভাবে বসিয়া রহিলাম।

ইতিমধ্যে সেই লোকটা নামিয়া গেছে, বোধ হয় পুল পার হইয়া গিয়া থাকিবে। খুড়ো গলটা বাড়াইয়া ডাকিল—"ও কত্তা! ও মোড়লের পো!"

তাহার পর হঠাৎ গলাটা নামাইয়া বলিল—"আরে উকিল করেছিলি, কি নিয়ে আয় বেটা—লাউ ডাঁটা কুমড়োডাঁটা যা হয়..."

আর একজন বলিল—"বেটা খুব ফাঁকি দিলে খুড়ো।"

আমি প্লাটফর্মের উল্টা দিকে বসিয়া আছি, তবুও সব শুনিতে পাইতেছি, কেননা সেইভাবেই বলা। খুড়ো ঘাড়টা একটু বাঁকাইয়া—আড়-চোখে তাহার পানে চাহিয়া খুব গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া বলিল—"না, একেবারে ফাঁকি দেয়নি; তা কি পাবে? বাপরে, উকিল মানুষ!"

"কি দিয়েছে?—কি দিয়েছে খুড়ো?—বলিয়া সকলে তাহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতে আরও গম্ভীর হইয়া দুই হাতের আঙুল দুইটা নাড়িতে নাড়িতে বলিল—"কেন, অষ্টরম্ভা!"

সকলে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, তির্যকভাবে আবার অনেকগুলি চক্ষু আমার উপর আসিয়া পড়িল।

এমন সময় খুড়ো হৈ-হৈ করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল—"এসেছে। এসেছে! ঐ দেখ; তোদের খুড়োর কথা মিথ্যে ভেবেছিস? বাবা, এই মুখে শাপ দিলে আগে সঙ্গে সঙ্গে ভস্ম হয়ে যেত—বেশিদিনের

কথা নয়, এই মাত্র কয়েক লাখ বছর আগে, দ্বাপরযুগে।…এইখানে! এইখানে! নিয়ে এস হে।”

চন্দননগরের প্লাটফর্মে কলার কাঁদি বিক্রয় হয়—; খুড়োর “অষ্টরম্ভা” —বলাব সঙ্গে সঙ্গে সত্যই কলা পৌঁছিতে দেখিয়া আবার একটা তুমুল হাসিব ঢেউ উঠিল, সেই সঙ্গে একটা চিৎকার—“এসেছে অষ্টরম্ভা! অষ্টরম্ভা!”

ঠিক এই সময় একটা মোটাসোটা গোছের লোক বোধহয় ওদেব অন্যমনস্কতার সুযোগেই গাড়িটাতে উঠিয়া পড়িল। ওদিকে স্টার্টার দিয়াছে, ইঞ্জিন বাঁশি বাজাইল।

কাঁদি লইয়া লোকটা সামনে আসিল।

“কত দাম?”

“এজ্ঞে, তিন টাকা।”

“অত হবে না, ছ'টাকায় রফা কবো।”

গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

“এজ্ঞে, আর চাবগণ্ডা পয়সা দেন।”

“আচ্ছা দাও; দাও।”

খুড়ো কাঁদিটা লইয়া লইল। তাহাব পব এক হাতে পকেট থেকে একটা ব্যাগ বাহির কবিয়া বেশ ভালো কবিয়া চাপিয়া ধবিয়া হাঁকিতে লাগিল—“ওরে আমার ব্যাগ থেকে দামটা বেব করে দেনা কেউ…দেনারে কেউ।” দু, একজন চেষ্টা কবিল, কিন্তু বজ্র আঁটুনিতে উদ্দেশ্যটা বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া ছাড়িয়া দিল, গাড়ি ততক্ষণে বেগ দিয়াছে; লোকটা কাৎরাইতে কাৎবাইতে খানিকটা অগ্রসর হইল, তাহার পর গোটা কতক বাছা বাছা গালাগালি ছাড়িতে ছাড়িতে পিছাইয়া গেল। খুব একটা হাসি পড়িয়া গেল।

একজন ছোকরা একটু সাধুতার ভান করিয়া রাগ-রাগভাবে

বলিল—"না খুড়ো, এ ভারি অন্যায় হোল, এরকম প্র্যাক্‌টিক্যাল জোক্…"

খুড়ো এক হাতে কাঁদিসুদ্ধ তাহার দিকে ত্বরিতে ঘুরিয়া অত্যন্ত বিস্মিত ভাবে প্রশ্ন করিল—"অন্যায়! অন্যায় কোনখান্‌টা?—বুঝিয়ে দাও আমায়।" সবাই বড় কিছু একটা শুনিবার আশায় ঝুঁকিয়া পড়িল।

ছোকরা বলিল—'অন্যায় নয়? জিনিস নিয়ে দাম না দেওয়া…"

"দাম তো দিয়েছি! বাঃ!"

"দিয়েছ? কৈ?"

"অষ্টরম্ভার দাম অষ্টরম্ভা, তা আবার দেখতে পাবে নাকি?"

অনেকক্ষণের প্রত্যাশার পর হাসির রুদ্ধ বেগটা ছাড়া পাইয়া গাড়িটা যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। টিকা-টিপ্পনী-বচনে নরক যেন আবার গুলজার হইয়া উঠিল।

নিরর্থকই বলা, তবুও গায়েব জ্বালায় আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না, আবার গলাটা বেশ উচাইয়া ওদের খুড়োকে লক্ষ্য করিয়াই বলিলাম—"মশাই, আপনারা মানুষ?"

সবার হাসি বন্ধ হইয়া গেল, শুধু গোটা কতক খুক-খুক শব্দ রহিল জাগিয়া। খুড়ো আবার খুব গম্ভীরভাবে আমার মুখের ওপর চোখ রাখিয়া বলিল—"আজ্ঞে না তো?"

"তা তো দেখছি, তবে কী আপনারা—তাই ঠিক করতে পারছি না!"

"আমরা?—আজ্ঞে, আমরা ছিলাম শেয়াল, এখন হয়েছি হনুমান।"

—সঙ্গে সঙ্গেই মচ করিয়া একটা কলা ভাঙ্গিয়া না ছাড়াইয়াই মুখে পুরিয়া দিয়া এবং গাল ফুলাইয়া কাঁদিটা কাঁধে করিয়া ঘুরিয়া

ঘুরিয়া নাচ সুরু করিয়া দিল। এবার আর সবার হাসিতেও শেয়াল আর হনুমানের ডাক রহিল মেশান,—সত্যই হার মানিয়া আমি আবার নিজের সীটে এলাইয়া পড়িলাম।

৪

কাঁদিটা বেশ প্রমাণ সাইজের, তার প্রায় আগাগোড়াই পাকা, হনুমৎ-পর্ব শেষ হইতে বেশ খানিকটা সময় লাগিল; হুল্লোড় যাহা হইল তাহাতে মনে হইতে লাগিল যেন কিস্কিন্ধ্যার একেবারে মাঝখানটিতে বসিয়া আছি।

শেষ হইলে খুড়োর নবাগতের দিকে দৃষ্টি গেল,—ফাঁকতালে যেটি ঢুকিয়া পড়িয়াছে।

চাষাভুষা মানুষ, তবে মনে হয় যেন স্বচ্ছল অবস্থার। বেশ হৃষ্টপুষ্ট, সমস্ত শরীরে কোঁকড়ান কোঁকড়ান চুল, মুখে বড় বড় গোঁফ, খোঁচা খোঁচা দাড়ি কানেও লম্বা লম্বা চুল। গায়ে একটা ফতুয়া, তাহার আগাগোড়া খোলা, হাতে একটা দড়ি দিয়া বাঁধা ছাতা। নিশ্চয় থার্ড ক্লাসের টিকেট, উঠিয়া নিজের ভুলটা বুঝিতে পারিয়া দোরের কাছটিতে গুটাইয়া সুটাইয়া বসিয়া আছে, কতকটা অপ্রস্তুত এবং যেন একটু ভীতও।

কলা খাওয়া শেষ হইলে খুড়োর নজর পড়িল, কিম্বা বোধ হয় আগেই পড়িয়াছিল এবং ইতিকর্তব্য তখনই শেষ করিয়া ফেলিয়াছে। যেমন হঠাৎ দেখিতে পাইয়াছে এইভাবে একটু থমকিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর ভ্রূ দুইটা কুঁচকাইয়া গভীর অভিনিবেশের সহিত খানিকক্ষণ দেখিয়া বলিয়া উঠিল—"আরে, তুমি ?"

আবার হাসি আরম্ভ হইয়া গেল, কয়েকজন জিজ্ঞাসা করিল—"চেনা নাকি খুড়ো ?"

খুড়ো এক পা আগাইয়া গিয়া বলিল—'চেনা নয় ?—কী বলছিস তোরা !—সখা জাম্ববান যে।"

শরীরে কেশের বাহুল্যের জন্য বলা, সকলে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

লোকটিও একটু অপ্রতিভ হইয়াছে এবং বোধ হয় ভুলটা ভাঙিবার জন্যই কতকটা খোসামদের ঢঙে একটু হাসিয়া মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"আজ্ঞে আমার নাম রিদয় মালাকার, বাড়ি বাস্থুলি, বংশ-বাটির সন্নিকটে।"

খুড়ো আস্তে আস্তে যাত্রার ঢঙে আগাইয়া গিয়া দুই হাত দিয়া লোকটির দুই বাহু ধরিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিল—"ওঠ সখা, এ প্রবঞ্চনা কেন ?—বহুদিন পরে দেখা হলেও কি ভুল করতে পারি, আমি ? বলো বলো আমাদের প্রভুর কি সংবাদ, ওঠ তুমি, এরকম করে বসে কেন সখা ?"

তারপর ঘাড় ফিরাইয়া কয়েকজন সঙ্গীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"সখা নল, সখা নীল, সখা গয়, সখা গবাক্ষ, তোমরা উঠে দাঁড়াও আমি জাম্ববান সখাকে উপবিষ্ট করাই।"

"এই যে আসুন, আসুন"—বলিয়া হাসির মধ্যে চারজন উঠিয়া দাঁড়াইল।

লোকটি খুব অপ্রতিভ হইয়া গিয়া কাতরভাবে বলিতে লাগিল—"আমায় কেন ? আমায় ছাড়ান্ দেন্, আমি গরীব চাষাভূষো মানুষ, আপনাদের সঙ্গে বসবার যুগ্যি নয়—" কিন্তু কোন ফল হইল না, যত আপত্তি ততই বেশী হৈ-চৈ-এর মধ্যে তাহাকে তুলিয়া উপরে বসাইয়া দিল খুড়ো, নিজেও পাশে বসিল। নানারকম ভাঁড়ামী লাগাইয়া দিল। লোকটির বয়স হইয়াছে, তাহার উপর একেবারে হেলো চাষা নয়, সম্ভ্রম জ্ঞান আছে, প্রথমটা হাসিয়া কাটাইবার চেষ্টা করিল,

রাগিয়া গেল। তাহাতে ভাঁড়ামি, আর সেই সঙ্গে হাসির মাত্রা আরও গেল বাড়িয়া, খুড়ো একটু তফাতে ছিল একেবারে গায়ে এলাইয়া পড়িয়া বলিল—"একি সখা, এত বিরূপ কেন? আহ্! সখার গা কি মোলায়েম, যেন তুলোর বস্তায় শুয়ে আছি, সখা আবার ইণ্টার ক্লাসকে ফাস্ট ক্লাস করে দিয়েছেন। এমন না হলে আর সখা! আহ্!"

লোকটা রাগিয়া একটু সরিয়া বসিতে খুড়ো সরিয়া গিয়া আরও চাপিয়া বসিল। ফল নাই জানিয়াও আমি নিত্যন্ত অসহ্য হওয়ায় আবার বলিলাম—"মশাই আপনাদের কি একটা সীমাজ্ঞানও নেই? দূরে দূরে যা হচ্ছিল, হচ্ছিল—একেবারে গায়ে পড়ে…একটা বয়স্থ লোক…"

খুড়ো আমার দিকে চাহিলও না,—ঘাড়টা ঘুরাইয়া লোকটির একেবারে মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া যাত্রার ঢং-এ বলিল—"সখা কি দেহরক্ষীকেও সঙ্গে করে এনেছ?"

প্রবল তোড়ে আবার একটা হাসি উঠিল। অনেকে এবারে সোজা-সুজিই আমার পানে ফিরিয়া চাহিল।

একজনকে স্বপক্ষে পাইয়াই বোধ হয় লোকটি আরও চটিয়া দাঁড়াইয়া উঠিতে যাইতেছিল, খুড়ো দুইটা হাত চাপিয়া ধরিল, বলিল "—একি সখা তা কি হয়?" তাহার পর হাত দুইটা ধরিয়াই একটু ঘুরিয়া পিঠ দিয়া চাপিয়া বলিল—"অমন উলট গাও কেন বাবা? গাড়ির জন্য ভাড়া দিচ্ছি, না হয়, তোমাকেও ভাড়া দেব—এ মন নরম ঠেস দেওয়ার গদি আমি ছাড়ব না…আহ্ তোমরা একটু ধরে ধরে থেকো সখাকে কেউ একটা সিগ্রেট ছাড়ো দিকিন।"

ব্যাণ্ডেল স্টেশন আসিয়া গেছে। লোকটি নিরুপায় হইয়া বসিয়াছিল, বলিল—"এবার আমায় ছেড়ে দিন, নামবো।"

"মাইরি প্রাণ!"—বলিয়া খুড়ো সোজা হইয়া বসিল, নূতন হাসির হররার মধ্যে বলিল—"আমি গুছিয়ে ঠেস দিয়ে বসে সিগারেটটি ধরাব ভাবছি, আর তুমি বেরসিকের মতন নেমে যাবে? মাইরি!"

প্লাটফর্মে ঢুকিয়াছে গাড়ি। লোকটা ফতুয়ার পকেট থেকে একটা থার্ড ক্লাসের টিকিট বাহির করিয়া বলিল—"এই দেখুন না মশাই, মিথ্যা কইব কেন?"

খুড়ো হাতে টিকিট লইয়া পড়িতে পড়িতে যেন অজ্ঞান হইয়া যাইবার মতো হইয়া পড়িল, অতি ক্ষীণ অভিনয়ের স্বরে বলিল, অ্যাঁ! সত্যই সখা জম্ববান চললেন আমার! অ্যাঁ!—"

লোকটা প্লাটফর্মে নামিয়া একরাশ অশ্রাব্য গালাগালি দিতে দিতে চলিয়া গেল। তাহাতে আরও একটা প্রবলতর হাসি উঠিল মাত্র। থামিলে খুড়ো বলিল—"একটু চটে না গেলে জমে না। তা হঠাৎ নেমে গেল যে বেটা ঠিক জমে ওঠবার মুখটিতে—"

আমার পানে একটা আড়ে কটাক্ষ করিল; তাহার'পর উঠিতে উঠিতে বলিল—"আমি এবার যাই ও গাড়িতে—তোরা থাক লক্ষ্মীটি হয়ে! বখামি না করে বরং কিছু তত্বকথা শোন, পরকালে কাজ দেবে।"

আর একবার আমার দিকে কটাক্ষ হানিল। একটা তুমুল কলরব উঠিল, কয়েকজন ধরিয়াও ফেলিল—না'খুড়ো তুমি গেলে চলবে না, তুমি গেলে আমরা অনাথা হব খুড়ো!···একি বাবা, নিজেও শেষকালে উল্টো গাওনা ধরলে!—দর বাড়াচ্ছ কেন খুড়ো?···"

খুড়ো হাসিয়া বলিল—"না রে, আমার কাছে সব—টাকা কড়ি, টিকিট বিলকুল বুড়ো আমার কাছে রেখে দিয়েছে, এমন কি ওদের সেকেণ্ড ক্লাসের পাঁচখানা পর্যন্ত।"

পকেটে ব্যাগটা বাজাইয়া দিল।

সবাই আবার চিৎকার করিয়া উঠিল—"ব্যাগ কি তোমার আমরা কেড়ে নিচ্ছি? ··সে হবে না খুড়ো···এই তো পাশের গাড়িতে রয়েছে বাপ।"

খুড়ো যেন অপ্রতিভ হইয়া পড়িবার ভান করিয়া হাসিয়া বলিল—"তোরা বুঝছিস না, বুড়ো ওদিকে হেজুচ্ছে;—ও-গাড়িতেও এক মেড়োকে নিয়ে দিব্যি জমিয়ে আনছিলাম, তোরা মাঝখানেই গিয়ে ··।"

কলরবটা বাড়িয়া উঠিল—"তুমি ঠিক দর বাড়াচ্ছ খুড়ো···আমরা সত্যাগ্রহ করব! ··"

আমি ভাবিয়াছিলাম বরকর্তাকে গিয়া বলিব; সেও এই দলের দেখিয়া কি করিব ভাবিতেছি, এমন সময় নিতান্ত হন্তদন্ত হইয়া একটি লোক দোরের হ্যাণ্ডেলটা ধরিয়া ব্যস্ত মিনতির স্বরে বলিল—"বাবুরা একটু জায়গা দিন, আমি দাঁড়িয়েই থাকব।"

আমি অপরিসীম বিস্ময়ে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম। ···লোকটার কপালে তিলক, নাকে একটি রসকলি, গলায় তুলসীর কণ্ঠী; নিচে বোধ হয় একটা পিরান আছে, তাহার উপর একটা মোটা মটকার চাদর জড়ানো, পায়ে কট্‌কী চটি।···

দরজার কাছে যে দাঁড়াইয়াছিল, ফিরিয়া প্রশ্ন করিল—"কি খুড়ো?"···

খুড়ো ভিতরের দিকে ছিল, চোখ টিপিয়া ঘাড়ে একটা ঝাঁকানি দিল, তাহার পর চাপা গলায় বলিল—"আরে আসতে দে বেটা,—বোষ্টম বাবাজি না হলে চটিয়ে সুখ।···"

"আসুন বাবাজি! আসুন, আসুন! কি সৌভাগ্য আমাদের আজ! আসুন-আসুন!"—বলিতে বলিতে অভ্যর্থনার ভঙ্গিতে দুই হাত প্রসারিত করিয়া আগাইয়া গেল।

আমি একটি নিঃশ্বাস মোচন করিলাম এবং এতক্ষণ পরে আমার মুখেও একটু হাসি দেখা দিল। হুইসিল দিয়া গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

লোকটি উঠিয়া একবার অবোধ দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া লইল, তাহার পর অপ্রতিভভাবে একটু হাসিয়া গাড়ির দেয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইতে যাইতেছিল, খুড়ো তাহার হাত দুইটা ধরিয়া গভীর মিনতির স্বরে বলিল—"ওকি প্রভু, আপনি দাঁড়িয়ে থাকলে আমরা কি করে বসব ?—আসুন, আধ আঁচরে বসুন…"

লোকটি আরও অপ্রতিভভাবে হাসিয়া বলিল—"না বাবুরা, আপনাদের সাথে কি আমি বসতে পারি ? আমার টিকিসও থাট্ কেলাসের…"

খুড়ো সবার দিকে চাহিয়া লইয়া বলিল—"ওগো, তোমরা সবাই শোন, প্রভুর আমার থাট্ কেলাসের টিকিস !—থাট্ কেলাস ! থাট্ কেলাস !…"

কলরবের মধ্যে একজন গলা উচাইয়া বলিল—"আমাদের সব টিকিট প্রভুকে সমর্পণ করলাম, উনি আসুন।"

একটা নারকীয় কলরব উঠিল—"হ্যাঁ, আসুন !…প্রভুর ভাবনা কি ?—পাঁচখানা সেকেণ্ড ক্লাস, কুড়িখানা ইন্টার ক্লাস টিকিস্ প্রভুর শ্রীচরণে নিবেদন করছি !…আমরা বেঁচে থাকতে প্রভুকে কে কি বলবে ?…"

খুড়োও জোর দিল, আরও দু' একজন সাহায্য করিল, টানিয়া ঠেলিয়া লোকটিকে একটা কোণে সবচেয়ে ভালো জায়গাটিতে আনিয়া বসাইল। খুড়ো একেবারে পাশটিতে বসিল।

আবার সেই ব্যাপার চলিল। আগেকার লোকটির মতো না হোক, তবুও বেশ গোলগাল চেহারা লোকটির ; খুড়ো বাহু, কাঁধ টিপিয়া টিপিয়া বলিল—"আহ্ কি নরম !—মালপো সাঁটিয়ে সাঁটিয়ে

প্রভুর আমার সমস্ত শরীরখানি মালপো হয়ে উঠেছে। কোথায় আশ্রমটি প্রভুর? গিয়ে দিন কতক থাকতে হবে।"

"আমাদেরও সঙ্গে নিয়ো খুড়ো মালপো আর মালসাভোগ!"

লোকটা কিন্তু চটার ধার দিয়াও যাইতেছে না, অমন করিয়া ঠেলিয়া আনার মধ্যেও নয়, টীকাটিপ্পনীর মধ্যেও নয়। সেই মৃদু হাসি আর অপ্রতিভ দৃষ্টি লইয়া সত্যই বৈষ্ণবোচিত বিনয়ের সঙ্গে বসিয়া আছে। বলিল—"মালপো মালসাভোগ কোথায় পাব বাবুরা? গরীব গেরস্ত মানুষ—আমি আশ্রমই বা কোথায় পাব—মালপোই বা কোথায় পাব?…"

খুড়ো হঠাৎ সরিয়া বসিল, বেঞ্চের উপর পা দুইটা তুলিয়া লোকটির গায়ে পিঠ দিয়া কীর্তনের ঢঙে গাহিয়া উঠিল—"ওগো এই সেই আশ্রম পেয়েছি! এই সে আমার শ্যামের কুঞ্জ—এই সে আশ্রম পেয়েছি…আমি নড়ব না গো…আমায় একটু তোবা গুড়ুক দেগো—আমি নড়ব না গো!…"

নারকীয় উল্লাসের মত তিন চারজন সিগারেট আর দেশলাই বাড়াইয়া ধরিল। খুড়ো একটা ধরাইয়া, ধুঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে আঁকর জুড়িয়া জুড়িয়া গাহিতে লাগিল—"হও যদি নিঠুর প্রিও, তোমার কুঞ্জের ভাড়া নিও; আমি নড়ব না গো…তুমি কড়ায়-গণ্ডায় চুকিয়ে নিও…আমি না ছোড়ব এ মিলন কুঞ্জো—ও-ও-ও!.."

লোকটি কোণ-ঠাসা হইয়াই ছিল, যতটা পারিল আরও গুটাইয়া-সুটাইয়া বসিল। খুড়ো পিঠ দিয়া আরও চাপিয়া ধরিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া কীর্তন গাহিতে লাগিল। কোন রকমে চটাইবার চেষ্টা; বুঝিতে পারিতেছে ভাঁড়ামিতে একঘেঁয়েমি আসিয়া পড়িতেছে, না চটাইলে হাসির খোরাক জোগানো দুষ্কর হইয়া উঠিবে। দু'একবার আমার পানেও চাহিল, বেশ বুঝিতেছি অভাবে যদি আমিই চটি তো

এবার আমায় লইয়া পড়িতে ওর বাধিবে না। আমার আর সে সুযোগ দিবার প্রয়োজন নাই, চুপটি করিয়া নিজের জায়গায় বসিয়া দেখিতে লাগিলাম।

গাড়ির দৌড়টা এবার বড়, ব্যাণ্ডেল ছাড়িয়া একেবারে বর্ধমানে থামিবে। মিলন হইল, মাথুর হইল, খুড়ো কখনও সাজিল রাধা, কখনও সাজিল বৃন্দা, শ্রীকৃষ্ণের নাক টিপিয়া, দাড়ি ধরিয়া অত্যাচারের চূড়ান্ত করিল। শেষে "তোর পীতধরা কেড়ে লব···!" বলিয়া তান ধরিয়া মটকার চাদরের খানিকটা পর্যন্ত টানিয়া লইয়া নিজের গায়ে জড়াইয়া লইল। স্টেশনের পর স্টেশন ছাড়াইয়া গাড়ি ছুটিয়া চলিয়াছে। এদিকে হুল্লোড়ের এতটুকু বিরতি নাই। লোকটা কিন্তু চটিল না, সেই একভাবে, অসীম ধৈর্যে গুটাইয়া বসিয়া রহিল, মাঝে মাঝে শুধু একটা মিনতি, একটা বিনয়—"আমাকে নিয়ে কেন?—আমি আপনাদের পায়ের ধূলোর যুগ্যিও নয়, গরীব বোষ্টম···"

আমি দৃষ্টি যতটা সম্ভব সূক্ষ্ম করিয়া লইয়া নিজের কোণটিতে বসিয়া দেখিয়া যাইতেছি। হ্যাঁ, ধৈর্য্য বলিতে হয়তো এই একেই!

সেরামপুর থেকে বর্ধমান—হাসি ক্লান্ত হইয়া আসিয়াছে, এর পরে বোধ হয় চাদরটা একেবারে টানিয়া বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া ভিন্ন অন্য রসিকতা খুড়োর হাতে ছিল না; কিন্তু সেটুকু বাকি রহিয়া গেল। বর্ধমান আসিয়া গেল, এবং বাবাজি অনুনয়-বিনয়ের সঙ্গে চাদরটা ছাড়াইয়া লইয়া নিজের গায়ে জড়াইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এইখানে নামিয়া তাহাকে কাটোয়ার গাড়িতে চড়িতে হইবে। একটা খুব হৈ হৈ হইল আবার—খুড়ো চিৎকার করিয়া ঘন ঘন মূর্চ্ছা যাইতে লাগিল, অন্য সবাই মিনতি করিয়া, জোর করিয়া বাবাজিকে ধরিয়া রাখিবার অভিনয় করিল, তাহারই ভিতর একই ধরণের হাসি লইয়া বিনয়বচন

আওড়াইতে আওড়াইতে লোকটা নামিয়া প্ল্যাটফর্মের ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেল।

আমি আবার স্যুটকেশটা লইয়া সঙ্গে সঙ্গেই উঠিয়াছিলাম, ধরিলাম গিয়া একেবারে বাহিরে, যেখানে ঘোড়ার গাড়িগুলা দাঁড়ায়। বলিলাম—"তোমার সঙ্গে একটা দরকারি কথা আছে, একটু আমার সঙ্গে আসতে হবে।"

লোকটা এরই মধ্যে বেশভূষা অনেকটা বদলাইয়া ফেলিয়াছে, থতমত খাইয়া একটু মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তাহাব পর প্রশ্ন করিল, "আমায় বলছেন? কেন?" বলিলাম—"সেটা এখানে বললে ভালো হবে কি?"

একটু বিস্মিতভাবে চাহিল, বলিল—"বাঃ, কেন মশাই! আপনাকে তো চিনি না।" কিন্তু আমার পিছনে পিছনে আসিল। আমি সদর রাস্তায় একটা অপেক্ষাকৃত নির্জন আধ-অন্ধকাব জায়গায় গিয়া দাঁড়াইলাম; নির্জন, অথচ ডাকিলেই লোক জোটান যায়।

বলিলাম—"তুমি আমায় চেন না, কিন্তু আমি চিনি,—এর আগে তোমায় দেখি ধানবাদে, একটি সোনার ঘড়িসুদ্ধু বেলওয়ে পুলিশ তোমায় প্ল্যাটফর্ম দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল; তিন বছর আগেকাব কথা..."

লোকটা আবার উল্টা চাপ দিবার চেষ্টা করিল—"বাঃ, তুমি ভদ্দর-লোক সেজে রাহাজানি করবার মতলবে আছ—ভয় দেখিয়ে?—বাঃ, এক্ষুণি আমি লোক জড় করব..."

বলিলাম—"তা করবে না, ভয় নিজেরই আছে তোমার। তোমার পকেটে কুড়িখানা ইন্টার ক্লাস পাঁচখানা সেকেণ্ড ক্লাস আর বাহাত্তরটি নগদ টাকাসুদ্ধু একটা ব্যাগ আছে, যাদের ব্যাগ তাদের

গাড়ি এখনও ছাড়েনি—ডাকবে লোক? তাহলে আর আমায় কষ্ট করে চেঁচাতে হয় না।"

লোকটা হাঁ করিয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

বলিলাম—"ভয় নেই; আজ কিছু বলছি না, তবে ব্যাগটি বের করো। আজ হজমটা আর করতে পারবে না, বাজে মেহনৎ হোল। নাও চট্-পট্; আমায় সত্যিই কাটোয়া লাইনে যেতে হবে।"

ব্যাগটা বাহির করিল। তাহার পর মুখের পানে একটু আমতা আমতা করিয়া বলিল—"আধা-আধি···আসুন···যখন ভাই বেরাদারির, মধ্যেই···"

ব্যাগটা লইয়া দশ টাকার একটি নোট হাতে দিয়া বলিলাম—"এটা তোমার ভাড়া, বাকিটা আর একজনকে পাঠাতে হবে। পিঠে ঠেস দেওয়ার জন্যে বলছিল না ভাড়া দেবে? তা এই তোমার ভাড়া···যাও এবার লক্ষ্মী ছেলেটির মতন···"

বাহাত্তর টাকার কথাটা ভাঁওতা আমার, গুণিয়া দেখিলাম বোধ হয় রাহাখরচ ইত্যাদি বাবদ তেত্রিশ টাকা তেরো আনা পয়সা রহিয়াছে। পরদিন মনিঅর্ডার করিয়া বাকি টাকাটা হৃদয়নাথ মালাকারের কছে পাঠাইয়া দিলাম—গ্রাম বাসুলী, পোস্ট আফিস বংশবাটি, জেলা হুগলি।

তবু এখনও গায়ের জ্বালা মেটে নাই; অনুতাপ হওয়া তো পরের কথা।



কুইট্ ইণ্ডিয়া

ও-টি-আর' এর একখানি প্যাসেঞ্জার গাড়ী আসিতেছে গোরক্ষপুরের দিক থেকে। ভিড় যথেষ্ট আছে, তবে প্রথম শ্রেণীর কামরাটা একেবারে খালি, মাত্র আমি আছি আর একটি ইংরাজ যুবতী ; ইংরাজ বলিয়াই যুবতী বলিলাম, বয়স প্রায় সাতাশ আটাশ হইবে। গোটা-ছুই স্টেশন একত্রে আসার পর তিনি একটু গল্প-প্রবণ হইয়া উঠিলেন।

অনেকগুলি কারণ ছিল ; প্রথমত অন্য সঙ্গীর অভাব, দ্বিতীয়ত আমি সামরিক পোশাক পরিহিত, সুতরাং অতটা অপাঙ্‌ক্তেয় নই, তৃতীয়ত, যাহা কথাবার্তায় টের পাইলাম, তিনি সদ্য বিলাত হইতে আসিয়াছেন, এদেশটা সম্বন্ধে কৌতূহলও টাটকা আর এখনও কৃষ্ণবিদ্বেষটা উগ্র হইতে পায় নাই। নাম বলিলেন মিস্ ফ্লোরা গ্রেস্। ছাপরার কাছাকাছি একটা জায়গায় কে একজন মিস্টার ট্রেভার কিছু জমিদারি এবং কৃষিসম্পত্তি লইয়া আছেন, তাহারই সাক্ষাৎকারে যাইতেছেন। মিস্ গ্রেস্ নিজে মাস কয়েক হইল দেরাদুনের নিকটবর্তী কোন একটি জায়গায় একটি ইংরাজ বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা লইয়া আসিয়াছেন। মিস্টার ট্রেভার সম্প্রতি সেখানে শৈলবিহারে গিয়াছিলেন, আলাপ হয়, নিমন্ত্রণ রাখিয়া আসিয়াছিলেন।

অর্থাৎ কোর্টশিপ চলিতেছে। আন্দাজের কথাটা আমিই বলিলাম, তবে অত স্পষ্ট করিয়া নয়। একটু হাসিয়া বলিলাম—

"মিস্টার ট্রেভারের সৌভাগ্যে তাঁকে অভিনন্দিত করছি যে, এই নিদারুণ গ্রীষ্ম অগ্রাহ্য করে আপনি তাঁর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছেন।"

মিস্ গ্রেসের হাসিতে একটু লজ্জা জড়াইয়া পড়িল, বলিলেন—"কিন্তু আমি তাঁর সৌভাগ্যকে প্রীতির চক্ষে দেখতে পাচ্ছি না মিস্টার মুখার্জি—যদি সৌভাগ্যই হয় সেটা—উঃ, কী অসহ্য গরম—নরক একেবারে!"

সত্যই অসহ্য গরম। জুন মাস, তায় সময়টাও দুপুরের কাছাকাছি, পাখা চলিতেছে—কে যেন অদৃশ্য আগুন লইয়া দেয়ালীর আঁজি-বাঁজি খেলিতেছে। বলিলাম—"কিন্তু মিস্টার ট্রেভারেরই তো এই সময় শৈলনিবাসে থাকা উচিত ছিল, তা না করে আপনাকে সুদ্ধ এই অগ্নিপরীক্ষায় টানলেন যে?"

মিস্ গ্রেসের মুখটা গম্ভীর হইয়া গেল, জানালার দিকে ফিরাইয়া লইয়া নিরুত্তর হইয়া বসিয়া রহিলেন। বেশ একটু অপ্রস্তুত হইয়া গেলাম, কিছু বেফাঁস হইয়া গেছে নাকি? অথচ আসল যেখানে ঠাট্টা করিলাম সেখানে তো বিরক্তির কোন লক্ষণই দেখা গেল না, বরং ইঁহারা বেশ সময়মত ঠাট্টাগুলা যেমন প্রীতিভরেই গ্রহণ করেন, সেইভাবেই করিলেন গ্রহণ। কিছু বলিয়া সামলাইতে যাওয়া ঠিক হইবে কিনা ভাবিতেছি, এমন সময় মিস্ গ্রেস্ মুখটা আবার ফিরাইয়া আনিলেন। রাগ নয়—কপট রোষের অভিনয় করিয়া বলিলেন—"শুনুন মিস্টার মুখার্জি, সত্যি কথাটা যদি বলতেই হয়, এর জন্যে দায়ী আপনারাই।"

একটু হাসিয়া প্রশ্ন করিলাম—"কি করে তা জানতে পারি কি?"

"সব দিক দিয়েই, একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন। আমরা আপনাদের যা শান্তি আর স্বচ্ছন্দতা দিয়েছি, তার বদলে

আপনারা আমাদের শান্তি হরণ করতে বসেছেন। বেশি দিনের কথা নয় যে আপনাদের স্মৃতিপথ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে,—এই কিঞ্চিদধিক শ' দেড়েক বৎসর—একবার ভেবে দেখুন কি অবস্থা ছিল এই দেশের—যুদ্ধ বিগ্রহে দেশ ছিন্নভিন্ন, প্রতিটি রাজদরবার চক্রান্তের কেন্দ্র, রাস্তাঘাট নেই বললেই চলে, যা বা আছে দিনে ব্যবহারের জন্য নিরাপদ নয়, যানবাহান সেই আদম ঈভের সময়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়—আপনারা যে জগতের সর্ব পুরাতন জাতিদের অন্যতম একথা আমরা অস্বীকার করি না, কিন্তু যে-অবস্থায় আপনারা ছিলেন, তখন তাতে আফ্রিকা বা অস্ট্রেলিয়ার আদিম জাতিদের চেয়ে খুব বেশি প্রভেদ ছিল না। এব জায়গায় আমরা কি দিয়েছি একবার ভেবে দেখুন মিস্টার মুখার্জি—শক্তিমান কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত করে প্রথমত দরবারে দরবারে চক্রান্ত আর পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহের নিরসন করেছি। রাস্তাঘাট এখন সুগম এবং সম্পূর্ণ নিরাপদ, যানবাহনে আপনারা বোধ হয় পৃথিবীর সভ্যতম জাতির সমকক্ষ—সভ্যতা আর কৃষ্টির দিক দিয়েও দেখুন—আমাদের প্রবর্তিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্ট আপনাদের কবি, বৈজ্ঞানিক জগতের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার নোবেল প্রাইজ পর্যন্ত অর্জন করে নিয়ে এসে আপনাদের দেশকে গৌরবান্বিত করেছেন। অল্পাধিক দেড় শতাব্দীর ব্যবধানের ভারতবর্ষের এই দুটি রূপ, অথচ আজ আপনারা এইভাবে তোয়ের হয়ে নিয়ে আমাদেরই উল্টে বলছেন—'কুইট ইণ্ডিয়া!' আমার রূঢ়তাটা মাপ করবেন মিস্টার মুখার্জি, কিন্তু আমি একটা কথা জিগ্যেস করি—অকৃতজ্ঞতা কি এর চেয়ে বেশি দূর যেতে পারে?"

দেখিলাম সংযমের জ্ঞান যথেষ্ট থাকিলেও মিস্ গ্রেস্ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন। বেশ একটু ফাঁপরে পড়িলাম—স্ত্রীলোক, তায় গাড়ির মধ্যে নিঃসঙ্গ, ওঁর বাঁধা গদের মত তর্কগুলার উত্তর দিতে তো

পারিলাম না, এমন কি নোবেল প্রাইজ পাওয়া লইয়া যে সাংঘাতিক ভ্রান্ত ধারণা রহিয়াছে সেটাও দূর করিতে কেমন যেন একটা দুরূহ সঙ্কোচ বোধ হইল। ঠাণ্ডা করিবার জন্যই বলিলাম—"একটা জাত স্বাধীনতার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে মিস্ গ্রেস্—তাদের দোষ ত্রুটি বা আতিশয্যগুলো আপনাদের মতো স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষের একটু ক্ষমার চক্ষেই দেখা উচিৎ নয় কি?"

মনটা বোধ হয় একটু ভিজিয়া থাকিবে, কেননা মিস্ গ্রেস্ আরম্ভ করিলেন একটু নরম সুরেই, কিন্তু বলার সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই রকম উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন—হয়তো একটু বেশিই, বলিলেন—"তর্কের খাতিরে আপনার কথাটা মেনে নিলেও এটা আপনাকে খোলাখুলি জানিয়ে দেওয়াই ভালো মনে করি মিস্টার মুখার্জি যে, আপনারা একটা ধূয়ো তুলেছেন বলেই যে আমরা এ-দেশ ছেড়ে চলে যাব এটা আপনারা যেন স্বপ্নেও না ভাবেন। আপনাদের গলার জোর থাকতে পারে কিন্তু তর্কের মধ্যে কোন জোরই নেই। আর আমাদের জাত যদি কোন জিনিসকে মর্যাদা দিতে অভ্যস্ত থাকে তো তা তর্কের সারবত্তা, কণ্ঠের শক্তি নয়। কণ্ঠশক্তি নিয়োগ করার মধ্যে একটিমাত্র উদ্দেশ্য থাকতে পারে মিস্টার মুখার্জি, ভয় দেখানো; যে জাত নিজের শক্তি আর অধ্যবসায়ের গুণে অর্ধেক পৃথিবীতে তার উপনিবেশ স্থাপন করলে সে কি এতই ভয়প্রবণ যে আপনাদের গলাবাজিতেই তাদের অধিকার ছেড়ে পালিয়ে যাবে?"

একটু না টুকিয়া পারিলাম না, তবে যতটা সম্ভব রমণীশ্রুতির উপযোগী করিয়াই বলিলাম—"মাপ করবেন মিস্ গ্রেস্—পৃথিবীতে আপনাদের সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্য। জাতি হিসাবে সবচেয়ে বড় বিধানদাতা (Lawgiver) বলে আপনাদের একটা খ্যাতিও আছে—তাই জিগ্যেস করছি অধিকার জিনিসটা এলো আপনাদের কোথা

থেকে। আপনি বিদূষী,—অধিকারের মূলে যা যা থাকে তা তো নিশ্চয় আপনার অজ্ঞাত নয়…”

উল্টা ফল হইল, মিস্ গ্রেস্ এক রকম অসংযত হইয়াই উঠিলেন, মুখ একেবারে সিঁদুরবর্ণ হইয়া উঠিল, ওষ্ঠাধরও মাঝে মাঝে কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল, যে তর্কের সারবত্তার ওপর এত শ্রদ্ধা তাহার ধার দিয়াও না গিয়া বলিলেন—“দেখুন মিস্টার মুখার্জি, অধিকার সম্বন্ধে পাঠ আমাদের অন্যের কাছ থেকে নিতে হবে না, সে জ্ঞান আমাদের যথেষ্টই আছে এবং আমাদের অধিকার কি করে রক্ষা করতে হয় তা আমরা ভালো রকমই জানি। তাহলে কথাটা আরও একটু স্পষ্ট করেই বলি—মিস্টার ট্রেভার আর আমার মধ্যে বাগ্দান হয়ে গেছে। কংগ্রেস গবর্ণমেণ্ট ফিরে আসায় আবার ‘কুইট ইণ্ডিয়া’ রব ওঠায় এবং আপনি যে ঐ অধিকারের কথা বললেন, সে প্রশ্ন নিয়েও চারদিকে গুলতান ওঠায় তাঁকে তাড়াতাড়ি এই অগ্নিকুণ্ডে নিজের জমিদারিতে ফিরে আসতে হয়েছে। আশা ছিল যুক্তির জয় হবে, তা তাঁর যে কখানি চিঠি পেয়েছি তার প্রত্যেকটিতেই এই খবর যে, অবস্থা দিন দিনই খারাপ হয়ে উঠছে। শেষে আমি পর্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে এই চলেছি। কেন তা আন্দাজ করতে পারেন?”

দীর্ঘ উচ্ছ্বাসে বেশ বিপর্যস্তই হইয়া পড়িয়াছিলাম, বলিলাম—“আজ্ঞে না, কৈ আন্দাজ করতে পারছি না তো কিছু।”

অর্থাৎ এবার ভালোমন্দ কিছুই বলিলাম না, যদি এভাবেই উত্তাপটা কমে। কিছু না। মিস্ গ্রেস্ এবার দৃষ্টিতে খানিকটা শাসনের ভাব মিশাইয়া বলিলেন—“ইংরাজ রমণী হিসাবে আমি তাঁর বিপদে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াতে যাচ্ছি মিস্টার মুখার্জি, কিন্তু আমার মনের মধ্যে একটা সঙ্কল্প নিয়ে—যদি তিনি ভয়ে বা অন্য

কোন কারণে এদের অন্যায় আবদারে নিজের। অধিকার ছেড়ে সরে দাঁড়ান তো তাঁকে আরও একটি জিনিসের মায়া ছাড়তে হবে…"

মিস্ গ্রেস্ আমার সপ্রশ্ন দৃষ্টির দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—"অর্থাৎ আমার ; আমি যাচ্ছি, হয় আমাদের এনগেজমেণ্ট দৃঢ় করে আসব, নয় একেবারেই চিরতরে ভেঙে দিয়ে আসব। ভীরুতাকে প্রশ্রয় দেওয়ায় আমি অভ্যস্ত নই। আপনাদের অধিকার আমাদের চেয়ে যে বেশি, তা সাব্যস্ত করতে হলে আমরা খুব বিশ্বাসজনক প্রমাণ চাই মিস্টার মুখার্জি ; যদি মনে করেন, মুখে 'কুইট ইণ্ডিয়া' বললেন, আর আমরা তল্পি-তল্পা বেঁধে…"

এমন সময় গাড়িটা একটা স্টেশনে আসিয়া পড়িল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের কামরায় যেন একটা বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। গাড়ির দুই পাশে দোর-জানালা দিয়া দুইটা যাত্রিদল পিল পিল করিয়া ঢুকিয়া পড়িয়া গাড়িটা একেবারে ভর্তি করিয়া ফেলিল—কেহ নিজের শক্তিতে উঠিল, কাহাকেও ভিতর থেকে টানিয়া তুলিল, কাহাকেও বাহির হইতে ঠেলিয়া তুলিল ; নানা রকমের ছোটবড় জিনিসপত্র আসিয়া যেখানে সেখানে পড়িতে লাগিল এবং মিনিট দুয়েকের মধ্যে অমন যে খালি কামরাটা তাহাতে তিল ফেলিবার ঠাঁই অবশিষ্ট রহিল না। ছোট স্টেশন, ইতিমধ্যে ট্রেনটা হুইসিল দিয়া ছাড়িয়া দিল এবং গোলমাল যে হইতেছিল, সেটাকে ছাপাইয়া ভিতর এবং বাহির থেকে একটি চিৎকার উঠিল—"বর ওঠেনি—বর ওঠেনি !…বর ছেড়ে গেছে !…"

কয়েকজন দুইধার থেকে এলার্ম চেন টানিয়া ধরিল এবং গাড়িটা ভালো করিয়া থামিবার পূর্বে দুই দিকের জানলা গলিয়া দুইটি বর দুই দিক হইতে হাতে-হাতে পাঁজায়-পাঁজায় গাড়ির মাঝখানে আসিয়া

পড়িল। গাড়ি আবার ছাড়িতে যেটুকু বিলম্ব হইল তাহাতে সবাই আরও কতকগুলো লোককে গাদিয়া গাদিয়া দুই দিক হইতে চালান করিয়া দিল।

মিস্ গ্রেস্ একেবারে হতভম্ব হইয়া গেছেন; খানিকটা যে ভীতও, সেটা বেশ বোঝা যায়। অত যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, মুখে একেবারে রা নাই। শুধু বিস্ফারিত নেত্রে সব দেখিয়া যাইতেছেন। ভিড় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি তাঁহাকে কোণের জায়গাটিতে বসাইয়া নিজে পাশে বসিয়াছি এবং মাঝখানে আমাদের দুইজনের স্যুটকেস রাখিয়া একটা অন্তরালের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছি। এতক্ষণ ভিতরের ব্যাপারই লক্ষ্য করিতেছিলেন, গাড়িটা একটু অগ্রসর হইলে একবার বাহিরের দিকে মুখ বাড়াইয়া ত্রস্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"মিস্টার মুখার্জি, একবার বাইরে চেয়ে দেখুন। এ কি! এমন দৃশ্য তো জীবনে দেখিনি!..."

গলা বাড়াইয়া যাহা দেখিলাম, তাহা সম্পূর্ণ না হইলেও কতকটা অভিনব বটেই। গাড়ির পা'দানে আগে থাকিতেই বেশ কিছুটা লোক ছিলই—আগাগোড়া—এখন সেখানেও রীতিমতো ভিড়, তাহার উপর যা সমস্ত দৃশ্যটাকে আরও দর্শনীয় করিয়া তুলিয়াছে, তাহা ভিড়ের গায়ে বিলম্বমান নানারকম বাজনা—ঢাক, জয়ঢাক, বড় বড় করতাল, ক্ল্যারিয়নেট, কর্নেট আরও সব জটিল বিলাতি বাজনা; ব্যাগপাইপ, দেশী ঢোল, ঢাক, সানাই, রামশিঙা—রকমারি ব্যাপার একেবারে!—আমাদের গাড়ির দুই দিকে একেবারে দুই-তিনখানা গাড়ি পর্যন্ত। ওদিকেও নিশ্চয় এই অবস্থা। আর এই সমস্তর উপর ছাপরা জেলার জুন মাসের ভরা দুপরের রোদ যেন ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। ভিতরের হাওয়াই আগুনের হল্কা।

মিস্ গ্রেস্ সেই রকম বিমূঢ় দৃষ্টিতেই চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন—

"কিছু ঠাহর করতে পারছেন ?—যেন মিলিটারী ব্যাণ্ডের মতো দেখাচ্ছে, মতলবখানা কি ওদের ?"

বেশ বোঝা যায়, আগস্ট বিদ্রোহের আতঙ্কের সুর রহিয়াছে কণ্ঠে। বলিলাম—"না অন্য ব্যাপার কিছু নয় মিস্ গ্রেস্ এ আমাদের দেশের একটা সাধারণ ব্যাপার—বিবাহ হতে চলেছে। এর সঙ্গে বাজনা-বাদ্যি থাকাটা আমাদের একটা রেওয়াজ ; আপনি সবে এদেশে এসেছেন, তাই আপনার নতুন ঠেকছে ; দেখবেন মিস্টার ট্রেভার এতে বেশ অভ্যস্ত।"

মিস্ গ্রেস্ স্থির দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া রহিলেন, কি বলিবেন যেন, কথা জোগাইতেছে না, শেষে ধীরে ধীরে টানিয়া টানিয় বলিলেন—"এমন অসাধারণ একটা ব্যাপার এখানকার সাধারণ রেওয়াজের মধ্যে মিস্টার মুখার্জি ? বলেন কি আপনি ? এদের প্রাণশক্তি দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি !—"

আশ্চর্য হইবার তখনও অনেক কিছুই বাকি ছিল এবং এর পর যাহা দেখিলেন, তাহাতে মিস্ গ্রেস্ একরকম বাক্‌শক্তি রহিত হইয়া বসিয়া রহিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

মিস্ গ্রেসের প্রশ্ন করিবার ক্ষমতাই যেন লুপ্ত হইয়া গেল এবং অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও কোন প্রশ্ন করিলে বোধ হয় আমাকেও নিরুত্তরই থাকিতে হইত।

নবাগতদের মধ্যে জায়গা লইয়া খুব একচোট কাড়াকড়ি পড়িয়া গেল। ছাপরা জেলা কেউ হটিবার পাত্র নয়, বচসা প্রচণ্ডতর হইতে হইতে ক্রমে হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইল, তাহার পর ওরই মধ্যে কয়েকজনের মধ্যস্থতায় সবাই একরকম ঠাণ্ডা হইয়া গেল। কতকটা ব্যবস্থাও হইল—ওদিককার বেঞ্চে ওদলের মাতব্বরেরা বরকে লইয়া গুছাইয়া সুছাইয়া বসিল ; এদিককার বেঞ্চেও সেই ব্যবস্থা হইল,

বাকি সবাই দাঁড়াইয়া রহিল বা মালপত্রের উপর গাদাগাদি করিয়া বসিয়া রহিল, ওরই মধ্যে দুইটা দলের মধ্যে কিন্তু পার্থক্যটা বজায় রাখিয়া চলিল।

আমার পাশেই যে ভদ্রলোকটি বসিয়াছিলেন তাঁহার নিকট হইতে কিছু ভিতরকার খবর জোগাড় হুইল। বরপক্ষীয়েরা একই জায়গার লোক, পরস্পরের জ্ঞাতি, জাতিতে রাজপুত। স্টেশন থেকে মাইল ছয়েক দূরে সিমরি গ্রামের জমিদার; একদল নামিবে ছাপরা, একদল সোনপুর। ওদিকে মোটা গোঁফ আর গালপাট্টা সমন্বিত প্রবীণ ভদ্রলোকটি ওদিককার বরের পিতা। নাম বাবু গুলজার সিং। ভয়ঙ্কর রাশভারি আর ফরিয়াদী লোক। এদিক'কার কর্তা বরের বড় ভাই, এই বেঞ্চের যিনি শেষদিকে বসিয়া আছেন—মাথায় বাবরি, গোঁফ অত বড় নয়, তবে একটা রাজপুতী ঢং আছে, অত্যন্ত রগচটা মানুষ। নাম বলবন্ত সিং।

উভয় পক্ষের মধ্যে তিনপুরুষ ধরিয়া বৈরভাব চলিয়া আসিতেছে।

বলিলাম—"এরকম ফরিয়াদী আর খাপ্পা মেজাজের লোক একদিনেই বরযাত্রী নিয়ে যাচ্ছেন, বৈরিভাবও বলছেন বনেদী. উঠলেনও এক কামরায়, এতে হাঙ্গাম বাধবে নাতো?"

ভদ্রলোক একটু হাসিয়া নির্বিকারকণ্ঠে বলিলেন—"সেটা জগদম্বার ওপর নির্ভর করছে। তাঁর যদি ইচ্ছা হয় গোটাকতক শির ধর থেকে নামবে, আপনি আমি কি রুখতে পারব বাবুজি? রাজপুতের বিয়ে—আপনি ভুলে যাচ্ছেন কেন? প্রায় তো লেগেছিল, জগদম্বার ইচ্ছেয় থেমে গেল তাইতো? তাঁরই মর্জ্জি হলে আবার বেধে যেতে কতক্ষণ? দুই কর্তার মুখের ভাবটা একটু লক্ষ্য করুন না!"

সত্যই লক্ষ্য করিবার বিষয়। দুইজনেই বাহিরের দিকে মুখ

করিয়া বসিয়া আছেন, অত্যন্ত গম্ভীর। ওরই মধ্যে ঘাড় ফিরাইয়া কয়েকবার পরস্পরের দিকে দেখিলেন, বার দুয়েক বোধ হয় চোখো-চোখিও হইয়া গেল, তাহাতে মুখ দুইটা আরও গম্ভীর হইয়া উঠিল —ভিতরে খুব উগ্ররকম কোন চিন্তাধারা চলিতেছে।

মেমসাহেব নিথর নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছেন,বাহিরে অমন জ্বলন্ত হাওয়া তবু মুখটা একবার একবার একটু বাড়াইয়া দৃশ্যটা না দেখিয়া লইয়া যেন পারিতেছেন না। ভীষণতার যে একটা মোহিনী শক্তি আছে সেটা যেন তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে। কিছু বলিতছেন না কিন্তু—নিশ্চয় পারিতেছেন না বলিতে।

অবশ্য গাড়ির মধ্যে উভয় পক্ষ মিলিয়া একটা হৈহল্লা চলিয়াছে। তবে সেটা মিশিয়া যাইতেছে না, এদিকে-ওদিকে পার্থক্যটা মোটামুটি বাহিরে বজায় আছে। মিশিয়া গেলে অর্থাৎ এই অবস্থায় আবার বচসা সুরু হইয়া গেলে অবস্থাটা কিরূপ দাঁড়াইবে ভাবিতেছি, এমন সময় আমাদের দিকে হঠাৎ কোথায় একটা রামশিঙার আওয়াজ উঠিল। মিস্ গ্রেস্ একরকম চমকাইয়া মুখটা বাড়াইয়া তখনই টানিয়া লইলেন, চক্ষু দুইটি বিস্ময়ে আরও বিস্ফারিত হইয়া গেছে। কিছু একটা প্রশ্ন করিতেন কিন্তু আরও রুদ্ধবাক হইয়া গিয়া যেন পারিতেছেন না। ওঁর কথাটা নিজের হইতেই আমার মনে পড়িয়া গেল—"Mr. Mukherjee, I am surprised at their stamina !"

এর পরেই লক্ষণীয় ছিল দুই বরকর্তার মুখের ভাব। ঘটনাটা আমাদের দিকের, এই অগ্নিবৃষ্টির মধ্যে কেহ রামশিঙায় ফুঁ দিতে পারে এটা বাবু বলবন্ত সিংএর রাজপুতী কল্পনারও অতীত নিশ্চয়, তিনি একবার ঝুঁকিয়া চাহিয়া লইয়া গোঁফে একটু তা দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে অনিচ্ছাকৃত হইলেও তাঁহার ব্যঙ্গ দৃষ্টির খানিকটা তির্যক রেখায় বাবু গুলজার সিংএর উপর গিয়া পড়িল। তিনি বোধহয় এই রকম

একটা কিছু প্রত্যাশাই করিয়াছিলেন, ঘাড় ফিরাইতে একটু চোখা-চোখিও হইয়া গেল দুই জনের। সঙ্গে সঙ্গে শুভ্র গুম্ফ আর গাল-পাট্টার নিচে তাঁহার সুগৌর মুখ-মণ্ডল একেবারে রাঙা হইয়া উঠিল। ব্যাপারটা দুই দিকের সবাই লক্ষ্য করিল এবং হঠাৎ সমস্ত গাড়িটাতে একটা থমথমে ভাব আসিয়া পড়িল। বাবু গুলজার সিং মুখটা খানিকক্ষণ বাহিরের দিকেই করিয়া রাখিলেন—রাগে ফুলিতেছেন। মেম সাহেব নিশ্চয় অতটা কিছু বুঝিতে পারিতেছেন না, রামশিঙার বিস্ময়েই অভিভূত হইয়া আছেন। আমি কিন্তু দুই রাজার লড়াইয়ে উলুখড়ের নসিবের কথা চিন্তা কারিয়া ভিতরে ভিতরে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছি—বিশেষ করিয়া এই বিদেশিনীর জন্য। বাইরের লোক হিসাবে প্রয়োজন হইলে আমার এর মধ্যে পড়িয়া দুই পক্ষকে ঠাণ্ডা করিতে যাওয়া ঠিক হইবে কিনা ভাবিতেছি, এমন সময় বাবু গুলজার সিং গর্জন করিয়া উঠিলেন—"তেওয়ারী !"

—এই প্রথম তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিলাম, শুনিবার জিনিস বটে !

ডাকাটা সবার কণ্ঠেই প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। দরজার কাছে—"গরীব পরবর !" বলিয়া একটা প্রত্যুত্তর হইল এবং একটি লোক ভিড় ঠেলিয়া হন্তদন্ত হইয়া সামনে আসিয়া কুর্ণিশ করিয়া দাঁড়াইল—যেমনি লম্বা তেমনি আড়ে, মাথায় গোলাপি রঙের বিরাট শাফা, হাতে পেতলে বাঁধানো লাঠি, পাশে ঘুন্টি দেওয়া পাঞ্জাবীর ওপর সোনার তাগার একটা মালা।

এ তরফেও হুকুমের প্রত্যাশায় সবাই বাবু বলবন্ত সিংএর মুখের দিকে চাহিয়াছে।

শ্রদ্ধাটা কিন্তু ওদিক গড়াইল না, সবাই একটু বেশি প্রত্যাশা করিয়া বসিয়াছিল। বাবু গুলজার সিং সেই রকম জলদ-গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করিলেন—"এটা বিয়ে হতে যাচ্ছে, না শ্মশানযাত্রা ?"

কথাটার তাৎপর্য তেমন বুঝিতে না পারিয়া তেওয়ারী শুধু আর একটা কুর্ণিশ করিয়া বেশ সোজা হইয়া দাঁড়াইল।

আরও এক পর্দা চড়া সুরে প্রশ্ন হইল—"বাজনদারেরা যদি ছেড়েই গেল তো আমাদের আসবার কি দরকার ছিল—আমার ছেলের বিয়ে দিতে যাচ্ছি কি আমায় শ্মশানযাত্রা করাচ্ছ তোমরা? ...বলো, কথা, কইছ না কেন?..."

তেওয়ারী একবার পিছনে সবাইয়ের উপর দৃষ্টি বুলাইয়া লইল এবং সে ও আরও কয়েকজন একসঙ্গে বলিয়া উঠিল—"বাজনদারেরা তো এসেছে হুজুর চারটে দল...তাদেব আগে চড়িয়ে আমরা তবে উঠেছি ..সে কি কথা হুজুর, তাদের না চড়িয়ে আমরা উঠতে পারি কখনও!"

"এসেছে যে তার প্রমাণ কি? বাজনা কোথায়?"

সবাই চুপ করিয়া রহিল, এ অবস্থার মধ্যেও যে বাজনার প্রত্যাশা করে তাহাকে কি উত্তর দেওয়া যায় যেন ভাবিয়া পাইতেছে না। শেষে মোসাহেবগোছের একজন একটু সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল,—"হুজুর, তারা সব এক হাতে হ্যাণ্ডেল ধরে কোন রকমে ঝুলতে ঝুলতে চলেছে, বাজাবার একটু কোনও উপায় থাকলে তারা ছাড়ত না, সে পাত্রই নয় তারা..."

এই সময় রামশিঙায় আর একটা আওয়াজ উঠিল এবং ওদিকে বাবু বলবন্ত সিং নিজের কয়েকজন লোকের উপরই দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া ঈষৎ হাসিয়া গোঁফে একটু চাড়া দিলেন।

বাবু গুলজার সিং মোসাহেবের কথায় গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন,—"এর পরের স্টেশনেই সবাই নেমে যাবে, ফিরে যেতে হবে! তোমরা ভেবেছ গুলজার সিং মরেছে, কিন্তু সেটা তোমাদের ভুল ধারণা বাবা!"

এর পরে আর কিছু বলিলেন না। ভিড়ের ও-অংশে সেই রকম থমথমে ভাবটা লাগিয়া রহিল, শুধু তেওয়ারীকে লইয়া কয়েকজন মাতব্বর একত্র হইয়া কি একটা পরামর্শ আঁটিতে লাগিল। গাড়ির বেগ কমিয়া আসিল, গলা বাড়াইয়া দেখিলাম, একটা স্টেশন আসিতেছে।

গাড়ি থামিলে তেওয়ারী নামিয়া গেল। ছোট স্টেশন, মিনিট দুয়েক থামিল গাড়িটা, চলিতে আরম্ভ করিলে তেওয়ারী আসিয়া আবার উঠিয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে এদিক পানে অনির্দিষ্টভাবে এমন একটা কটাক্ষ হানিল, যাহার অর্থ দাঁড়ায়—'এইবার চলে এসো।' তাহার পর রামশিঙাটি বাজিয়া উঠিতে যা দেরি, সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির ওদিকে চারটে দলের যত রকম যন্ত্র থাকিতে পারে—কর্নেট, ক্লারিওনেট, ব্যাগপাইপ, সানাই, রামশিঙা—সেই অগ্নিবর্ষী আকাশের নিচে একসঙ্গে আর্তনাদ করিয়া উঠিল। মিস্ গ্রেসের চোখ দুইটা বিস্ময়ে যেন ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিবে, আমার পানে চাহিয়া বলিলেন,—"এ যে পুরোদস্তুর সঙ্গীত, মিস্টার মুখার্জি! (This is full-fledged music Mr. Mukherjee !)"

অবশ্য ঠিক সঙ্গীত বলিতে যা বোঝায় তাহার কিছুই নয়—তবে কোন যন্ত্র বোধ হয় বাদ নাই, সুর-তালকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া সবগুলা যেন একটা প্রলয় তাণ্ডবে মাতিয়া উঠিয়াছে।

বাবু বলবন্ত সিংয়ের মুখ দেখিলাম একেবারে ছাইপানা হইয়া গেছে। বাবু গুলজার সিং জলদ-গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"ফর্সী!"

চিলমচি অপেক্ষাই করিতেছিল, তাওয়াদার চিলিম আর গড়গড়ার ব্যবস্থায় মোতায়েন হইয়া গেল।

সমস্ত পথ একটানা ঐ ব্যাপার চলিল। বাবু বলবন্ত সিং একবারও গাড়ির দিকে মুখ ফিরাইলেন না। ক্রোধে, অপমানে,

আক্রোশে জলন্ত আকাশের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন। গাড়ির গতিবেগ কমিয়া গেল, স্টেশন আসিল, গাড়ির শব্দ রহিত থাকায় বাজনার ঝঞ্ঝা আরও প্রবল হইয়া উঠিল। বাবু বলবন্ত সিংএর সান্ত্রী একবার গাড়ির ওদিকে দৃষ্টিবাণ নিক্ষেপ করিয়া গাড়ি হইতে লাফাইয়া পড়িল। গাড়িটা মিনিট দুই-তিন থামিল, বাজনা ওদিকে আরও ঝঞ্ঝাময় হইয়া উঠিল, তাহার পর গাড়ি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাবু বলবন্ত সিংএর সান্ত্রী এক লাফে আবার গাড়ির উপর লাফাইয়া উঠিল, তেওয়ারীর সেই বিজয় দৃষ্টিকে সুদে-আসলে ফিরাইয়া দিয়া বেশ ঘটা করিয়া মনিবকে একটা কুর্নিশ করিয়া আবার পাহারায় দাঁড়াইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দিকের আগে-পিছনের কয়েকটা গাড়ির পাদান থেকেও বিশ-পঁচিশটা বাদ্যের সেই উৎকট ঝন্‌ঝনা।···বোধ হয় সম্বন্ধে আটকায় বলিয়া বাবু বলবন্ত সিং আর 'ফরসী'র ফরমাসটা করিলেন না, তবে গোঁফে চাড়া দেওয়ায় যতটা সম্ভব বিশিষ্টতা ফুটাইবার চেষ্টা করিলেন এবং নিজের সান্ত্রীর দিকে এমন একটি প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিলেন যাহাতে স্পষ্টই বোঝা গেল একটা মোটা বকশিস তাহার কপালে নাচিতেছে।

বাবু গুলজার সিংএর মুখটা আবার আরক্তিম হইয়া উঠিল, বাহিরের দিকের অনেকটা পথ অতিক্রম করিলেন, তাহার পর আবার মেঘমন্দ্রস্বর উঠিল—"তেওয়ারী!"

তেওয়ারী ভীড় চিরিয়া তটস্থ হইয়া দাঁড়াইল।

"এমন গুঙা (বোবা) বাজনা কোথা থেকে জোগাড় করেছ তোমরা? জবাব দাও, চুপ করে কেন।" সবাই আবার স্তব্ধ হইয়া গেল, এমন কি ও-দলের লোকেরা পর্যন্ত।

অর্থটা বোধ হয় ধরিতে না পারায় তেওয়ারী একটু ব্যাকুলভাবে একবার সবার মুখের উপর দৃষ্টি বুলাইয়া আনিল, শেষে সেই

মোসাহেব ভদ্রলোক আবার সাহস সঞ্চয় করিয়া করজোড়ে নিবেদন করিল, "কেন, আওয়াজ তো হচ্ছে হুজুর। বাজনা তো গুঙা নয় আমাদের।"

কর্তা হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন—"কিন্তু ঢাকঢোলের আওয়াজ কোথায় মশাই? বাজনায় ঢাক নেই, বিয়েতে তো তাহলে কনে না থাকলেও চলে।"

সকলের মুখ আরও অন্ধকার হইয়া গেল।

মিস্ গ্রেস আমায় প্রশ্ন করিলেন—"আবার কি চায় ভদ্রলোক?"

বলিলাম—"বাজনায় ঢাকের অভাব ওকে পীড়া দিচ্ছে।"

"কিন্তু তা কি করে সম্ভব মিস্টার মুখার্জি?"

সবাই এক হাত—তাও আবার ডান হাতে হ্যাণ্ডেল বা জানালার ফ্রেম ধরিয়া আছে, অন্য হাতে বাঁশী শিঙে ধরিয়া পরিত্রাহি ফুঁ দিয়া যাইতেছে, যো-সো করিয়া দু'একটা আঙুলেই কোন রকমে এক আধটা চাবি টিপিয়া, কিন্তু ঢাক সামলাইবে কি করিয়া…? উত্তর আর কি দিব? বিমূঢ় দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম।

এবার স্টেশনটা খুব কাছে, অল্পের মধ্যে গাড়ির গতিবেগ স্তিমিত হইয়া আসিল। থামিলে দুই সাস্ত্রীতে পরস্পরের প্রতি কটাক্ষ হানিয়া গাড়ি হইতে তড়াং তড়াং করিয়া লাফাইয়া পড়িল।

আমায় এর পরের স্টেশনেই নামিতে হইবে; বেশি দূরেও নয় সেটা। গোছগাছ করিতেছি এমন সময় মিস্ গ্রেস যেন দারুণ আতঙ্কে বলিয়া উঠিলেন—"দেখুন! মিস্টার মুখার্জি, এদিকে দেখুন!! ও মাই গড!!"

একটা গাঁটরি মুক্ত করিতেছিলাম, যতক্ষণে মুখ বাহির করিয়া দেখিব ততক্ষণে গাড়িও ছাড়িয়া দিয়াছে, সঙ্গীত আরম্ভ হইয়া গেছে। এবার একেবারে স-ঢাক!

বাহিরে মুখ বাড়াইয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম, একেবারে কল্পনাতীত ব্যাপার! এদিকে আমাদের গাড়ি আর আমাদের পেছনের দুইটা গাড়ির ছাত আর ওদিকে সামনের তিনটা গাড়ির ছাত বোঝাই হইয়া গেছে। ঢাকি সানাইয়ে কর্ণেট।রামশিঙেওয়ালা কেহ বাদ নাই। লোকের উপর বাজনার চাপে ছাত যেন ভাঙিয়া পড়িবে। গাড়ির বেগ যত বাড়িতে লাগিল, বাজনা ততই হইয়া উঠিতে লাগিল উগ্রতর। গাড়ির মধ্যেব উত্তাপই বোধ হয় তখন একশ পনেব ষোল ডিগ্রী, বাহিবে টিনের ছাতের উপব কত তাহা অনুমান কবাও শক্ত···

একবার বেশ খানিকটা বুক পর্যন্ত বাহির করিয়া না দেখিয়া থাকিতে পারিলাম না। এদিকে তিনটা ছাদ আর ওদিকে তিনটা, দু'দিকেব এই ছয়টা ছাতে দুইটা দল পরস্পবেব দিকে উগ্রদৃষ্টিতে চাহিয়া গলা ফুলাইয়া কপালের শির ফুলাইয়া কাসিয়া ঘামিয়া যেন সঙ্গীতেব গোলা দাগাদাগি করিতেছে; আগুনের হল্কার মতো হাওয়াটা আর সহ্য করিতে না পারিয়া আবার নিজেকে টানিয়া লইলাম।···দেখি বাবু বলবন্ত সিং গোঁফে তা দিতেছেন, বাবু গুলজার সিং শান্ত মর্যাদায় ফরসী সেবন করিতেছেন।

পরের স্টেশনে নামিলাম; কুলি নাই, তবে বরযাত্রীর লোকেরাই ভদ্রতা করিয়া জিনিসপত্রগুলা নামাইয়া দিলেন। কুলিব জন্য হাঁকা-হাঁকি কবিতেছি, মিস্ গ্রেস্ও ধীরে ধীবে ছোট স্যুটকেসটি হাতে কবিয়া নামিয়া আসিলেন।

বলিলাম—"আপনার তো এখানে নামবার কথা নয়।"

বাজনার লড়াই বিপুল বিক্রমে চলিতেছে, মিস্ গ্রেস্ অন্যমনস্ক হইয়া সেইদিকে চাহিয়াছিলেন, উত্তরে বলিলেন—"আমার এর পরের

স্টেশন মিস্টার মুখার্জি ; এইখানেই অপেক্ষা করব, মিস্টার ট্রেভারকে টেলিগ্রাম করে দিচ্ছি কারটা পাঠিয়ে দেবেন।···নিশ্চয় রাস্তা আছে ?" বলিলাম—"রাস্তা তো আছে, কিন্তু···"

মিস্ গ্রেস্ আবার ওই দিকে চাহিয়া অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছেন, আমার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন—"আর জানেন মিস্টার মুখার্জি ? —আমার সঙ্কল্পটাও বদলে ফেলেছি।"

প্রশ্ন করিলাম—"কি রকম ?"

"মিস্টার ট্রেভারকে এদেশ ছাড়তে আমি বাধ্য কবব, আব যদি না ছাড়েন,তো···"

গাড়ি ধীবে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, সঙ্গীত আবও ক্ষিপ্ত, ওদিকে চাহিয়া অন্যমনস্কভাবেই কথাগুলা এই পর্যন্ত বলিয়া হঠাৎ আমাব মুখের পানে চাহিয়া থামিয়া গেলেন। মিস্টাব ট্রেভারকে কেন যে এ দেশ ছাড়িতে বাধ্য কবিবেন—অধিকাবজ্ঞান হঠাৎ কেন এত শিথিল হইল সে বিষয়ে আব কিছুই টেব পাওয়া গেল না।



সে মূর্তি লাখের মধ্যেও দৃষ্টি আকর্ষণ করিত ; সুতরাং গাড়ির মধ্যে যখন তৃতীয় ব্যক্তি আর ছিলই না, তখন মূঢ়ভাবে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকা ভিন্ন আর উপায়ই ছিল না।

কালো—সে যেমন তেমন কালো নয় ; তাহার উপর বেঁটে এবং মোটা। মাথার ব্রহ্মতলে একটা আব, তাহার উপর একটা সুপুষ্ট চৈতন—যেন গোড়াটি সযত্নে বাঁধানো হইয়াছে। এক কানে একটা কলম, অপর কানে পেন্সিল। রগের পাশ দুইটা হাল-ফ্যাশানে চামড়া ঘেঁষিয়া ছাঁটা। রেল-কম্পানিব মার্কা-মারা কালো কোট এবং সেই মেলের পেন্টালুন পরিয়া গাড়িতে প্রবেশ করিলেন এবং বসিয়াই চটের ব্যাগটা খুলিয়া ফেলিলেন।

তাঁহাকে যে লোকে বিস্ময়নেত্রে দেখেই—এ জ্ঞানটুকু বোধ হয় স্বভাবসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আমার দিকে এক রকম না চাহিয়াই বলিলেন, এই যে দাঁড়ান একটু, বলি সব—

কোট এবং প্যাণ্ট খুলিলেন। কালো পাঁঠার যেন ছালটা ছাড়াইয়া ফেলা হইল। কোটের নীচে শ্রীশ্রীকালী ছাপ দেওয়া লাল নামাবলী ও প্যাণ্টের নীচে রক্তচেলি বাহির হইয়া পড়িল। পেন্টালুন এবং কোট তাল পাকাইয়া এক পাশে রাখিলেন। ব্যাগ হইতে একটা টকটকে জবাফুল বাহির করিয়া টিকিতে বাঁধিলেন ; কপালে একটা জ্বলজ্বলে সিন্দূরবিন্দু পরিলেন, তাহার পর ব্যাগটার মধ্যে কোট আর জামাটা ঠাসিতে ঠাসিতে দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া

ব্যাগটাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'বটে! নেবে না ভেতরে? ভটচাজ্জির চটের ব্যাগ আবার ইংরিজী কায়দামত মিতাহারী হয়েছেন—তোর ব্যাগের নিকুচি করেছে।'

ভয়েই হউক আর যেজন্যই হউক, স্ফীতোদর ব্যাগটি কোট ও প্যাণ্টটিকে আশ্রয় দিল। এ অঘটন-ঘটনে আমায় বিস্ময়নেত্রে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন, খুব সোজা কথা—এ দেশেরই কারিগরেরা না মসলিন তৈয়ের করে গেছে, যার একটা থানকে থান একটা ঝিনুকের খোলে লুকিয়ে রাখা যেত! যাক সে দুঃখের কথা। চাবিটা ক'ষে দিই এই, তারপর দিচ্ছি সব পরিচয় কত দূরের পাল্লা?

উত্তর দিতে যাইতেছিলাম, এমন সময় দরজার কাছে শব্দ হইল—দণ্ডবৎ বড়হমচারী বাবা, সাহেবকে কেমন দেখলেন? বোড্ডো গোস্মায়ে ছিলো। সোব জবাবদেহি আপনারই কন্ধা পর—

আরে, হীবে সিং যে! হ্যাঁঃ, একটা ইঞ্জিন একটু ডিবেল হয়ে গেছে, তার আবার জবাবদিহি! জল ক'রে দিয়ে এসেছি। এই দেখ্, এ কানে কলম, এ কানে পেন্সিল। দেখেই বেটা হেসে জিজ্ঞাসা করল, এ কি বাবু। যেন আকাশ থেকে পড়তাম, দেখেছ, কাজের ভিড়ে কলম পেন্সিল কানে যেন কায়েমি বাসা বেঁধেছে একেবারে; আর হুজুরেব তলব শুনে কি আর জ্ঞানগম্যি কিছু ছিল? লোকে বলে, সিংহের ডাক! এই তাতটুকু দিতেই মন গলতে আরম্ভ হ'ল বেটার। বললে, না কাজ কর আর না কর, অমন বেতর মাতাল হয়ে ইস্টিশনে ঢুকো না বাবু, অনেকগুলো দোষ জ'মে উঠেছে তোমার, এই ফাইল দেখ।

ব্যাগের মধ্যে ছ বোতল সেরা বিলিতী মাল নিয়ে গিয়েছিলাম, একেবারে আনকোরা; টেবিলের ওপর সারবন্দী ক'রে বললাম, ও পাটই উঠিয়ে দিয়েছি হুজুর, ওই ছটি বোতল ছিল, হুজুরের কাছে

জরিমানা দিয়ে যাচ্ছি—এই নাকে হাত দিলাম, এই কানে হাত দিলাম।

একেবারে জল, বললে, এখনও রিপোর্টটা পাঠাই নি, দেখি ভেবে তা হ'লে। কিন্তু দেখো, সাবধান।

ছ আষ্টে আটচল্লিশটা টাকা লম্বা হয়ে গেল—তা আর কি করব? বেটা একটু টানে-টোনে ব'লেই এই ক'রে চালিয়ে যাচ্ছি; না হ'লে চাকরি কি আর থাকত হীরে সিং? ব্যাগের দিকে চাইছিস? তিনটে বোতল কিনে নিলাম তাড়াতাড়ি—আজ আবার দাস্থ খুড়োর ওখানে মায়ের পূজা—তুই বেটা যাবি নি?

হীরা সিং দুঃখের হাসি হাসিয়া বলিল, মাকে পরনাম হোই দেওতা; আজ ডিউটি পড়িয়ে গেসে; নইলে আমার তো ষোড়হো আনা খাঁইস ছিল।

এই দেখ বেটার মতিচ্ছন্ন; নাম শুনেও ডিউটির খেয়ালে গরহাজির হয়ে একটা কাণ্ড বাধাবে দেখছি! নে, উঠে আয়। না না, আর অমত করিস নি হীরে সিং, ওইটুকু ব'লেই মাকে ঢের চটিয়েছিস—তোর আমার আবার ডিউটি কি র‍্যা? এই আমিই কার ওপর সব ছেড়ে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছি? তাঁর ডিউটি তিনি বুঝে নেবেন, তুই উঠে আয়।

হীরা সিং ইতস্তত করিতেছিল, এমন সময় গার্ড হুইস্‌ল্‌ দিল। বড়হমচারী আমার দিকে না দেখিয়াই বলিলেন, রগের চুল-ছাঁটা দেখছেন? ওটা সবারই চোখে ঠেকে। দাঁড়ান, ও বেটাকে তুলি আগে, তারপর সব বলছি। ওটা সোজা আবাগীর আবদার; কিন্তু সব কথা না বললে বুঝতে পারবেন না। হীরে সিং, উঠে আয় বাপধন, দাস্থ খুড়ো আজ মার রাজসূয় যজ্ঞ করাচ্ছে; 'কারণে' আজ ডুব-সাঁতার কাটতে হবে—নে, উঠে আয়।

গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

ডিউটি ছিল, কাল সাহেব গর্দানা লিবে।—বলিতে বলিতে হীরা সিং গাড়িতে উঠিয়া পড়িল। দেওতার পায়ে হাত দিয়া, হাতটা কপালে ঠেকাইয়া সামনে বসিয়া পড়িল।

জিতা রও বেটা, সুবুদ্ধি হোক।—দেওতা ব্যাগ খুলিয়া একটি সদ্য-ক্রীত বোতল ও একটা গেলাস বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলেন—নে, সিলটা খুলে ফেল দিকিন, একটু পেসাদ ক'রে দিই, তার পরে সাধ থাকে ডিউটির কথা ভাবিস, বেটা কুসন্তান কোথাকার! এরই নাম জমাদার হীরা সিং। এই তিনটি বোতল তিন চুমুকে সাবড়ে ওই ভৈরবী নদীর নেড়া পুলের উপর দিয়ে গটগট ক রে পার হয়ে যেতে পারে। জংশন ইস্টিশনের হেড পয়েণ্ট্‌সম্যান, এক কথায় ডিউটি ফেলে মার টানে উঠে এল।—শেষের কথাগুলি আমায় বলিলেন। হীরা সিং সম্বন্ধে পূর্বে কৌতুহলেব তেমন বিশেষ কারণ না থাকিলেও পরিচয়ে উদ্রেক হইল বটে; এবং হীরা সিংয়েব মহত্ত্ব ও জংশন-স্টেশনের আসন্ন বিপদের কথা ভাবিয়া মনে মনে শিহরিয়া উঠিলাম।

দেওতার পীতাবশিষ্ট পেসাদটুকু নিঃশেষ করিয়া হীরা সিং গোঁফ-জোড়া মুছিয়া একটু পাকাইয়া লইল; মনে হইল, সে এইবার গাড়ি হইতে লাফ দেওয়া কিংবা নেড়া পুল পার হওয়ার অনুরূপ একটা দুরূহ কার্যের জন্য তৈয়ার হইতেছে; কিন্তু সে সব কিছুই না করিয়া হীরা সিং আস্তে আস্তে টলিতে টলিতে আসিয়া আমার পায়ের উপর তাহার মাথাটা চাপিয়া ধরিল এবং একটু পরে হাউ হাউ করিয়া ক্রন্দন শুরু করিয়া দিল।

ভাবিলাম, এ তো ভ্যালা বিপদ, বেটা আধ ছটাক খাইয়াছে কি না ঠিক নাই! একে বারে ভূত।

বড়হমচারী ওর চুনো টানিয়াও নির্বিকার ; বুঝিলাম হঁ্যা, বড়র মুখেই ক্ষুদ্রের প্রশংসা মানায় বটে। বলিলেন, ওর অনেক দুঃখু, সব বলব 'খন, আর একটু সবুর করুন না। আজ গার্ড ড্রাইভার কে র‍্যা বেটা? নে, উঠে আয়।

হীরা সিং আমার পা আরও জোর করিয়া ধরিল ; জড়িত অশ্রুনিরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, গরীব হীরা সিং ছ্যামা মাঙছে।

রাগে একটা হেঁচকানি দিয়া পা ছাড়াইয়া লইলাম, বলিলাম আচ্ছা মাতালদের পাল্লায় পড়া গেল তো।

দেওতা হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন ; বলিলেন, আরে না না, ও চুমো চাইছে না, ওকে ক্ষমা করতে হবে ; বেটারা 'ক্ষ'-কে 'ছ্য' ব'লে সব মাটি করে যে—ভয় নেই—হাঃ হাঃ হাঃ। আয় বেটা, উঠে আয়, জিবের আড়টা ভেঙে নে দিকিন—একটু হ'লে কেলেঙ্কারি বাধাতিস আর কি! ভাব্ দিকিন, যদি উনি কোন বড়ঘরের লেডি হতেন! আচ্ছা, আমিই ওর হয়ে অ্যাপলজি চাইছি। —বলিয়া উঠিয়া আসিয়া করুণভাবে আমার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া আবার স্বস্থানে গিয়া বসিলেন। দেখিলাম, ক্রমে ক্রমে তাঁহারও অবস্থা সঙিন হইয়া আসিতেছে।

হীরা সিং আবার বজ্রমুষ্টিতে আমার পা ধরিয়া ছিল। আমি নিরুপায় হইয়া তাহাকে ভাল কথায় বলিলাম, নে, তোকে করলাম ছ্যামা—আর যেন টানিস-টুনিস নি—যা, গিয়ে ব'স্ দিকিন এখন।

এ জিন্দগিমে আবার শরাব? এই গুরুর শপথ খাচ্ছি, হীরা সিংয়ের শপথকে ওই দেওতা চিনেন, দেওতার জন্যে আমার ধন-মান-কুল। আবার গলা ভারী হইয়া আসিল।

দেওতা ডাক পাড়িতেছিলেন, হীরা সিং আস্তে আস্তে গিয়া পায়ের

কাছে ব'সিল, গেলাসটি হাতে লইল, তাহার পর আমার দিকে বাঁ হাতটা আড়াল করিয়া চুমুক লাগাইল।

বড় পাজি জিনিস। অ্যাজ এ ফ্রেণ্ড অ্যাডভাইস দিচ্ছি, কেউ মাথার দিব্যি দিলেও ধরবেন না। আমার কথা? একটু মেডিসিন-ডোজে চালাই কখনও কখনও, তাও কেন যে ধরেছি সব কথা বললেই বুঝতে পারবেন, একটু সবুর করুন না, সব বলছি।

একটু সবুর করিবার পর গাড়ি আসিয়া পরের স্টেশনে থামিল। দেওতা বলিলেন, যা বেটা, দেখ্ দিকিন—গার্ড আর ড্রাইভার কে! হঠাৎ চোখ রাঙাইয়া উগ্রভাবে বলিলেন, যেই হোক, টিকি ধ'রে টেনে নিয়ে আসবি, বলবি, বড়হমচারী বাবার হুকুম, ইয়ারকি না, যা।—বলিয়া পৃথিবীতে তাঁহার হুকুমগুলা ঠিকমত তামিল হইতেছে না, বোধ হয় এই রকম একটা ধারণা করিয়া লইয়া রাগতভাবে মুখটা গোঁজ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

হীরা সিং ভক্তিভরে তাঁহার পায়ের ধুলা লইয়া টলিতে টলিতে নামিয়া গেল; প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইয়া শেষ বিদায়ের মত হাতজোড় করিয়া বলিল, গরিবকে অসমরণ রাখবেন বাবা।

দেওতা অবিচলিতভাবে বসিয়া রহিলেন, হীরা সিং চলিয়া গেলে আবার সহজ ভাব ধারণ করিয়া আমাকে বলিলেন, সার্থক নাম বেটার একখানি হীরের টুকরো। তাহার পর যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া বলিলেন, জংশনের পয়েন্টগুলো সামলে দিস মা, দশমহাবিদ্যারূপিণী; নয়তো দুর্নাম নিবি বেটী—

চুপ করিয়া হীরার হীরাত্ব এবং মার আজ দশমহাবিদ্যার কোন্ রূপটি লইয়া পয়েন্টগুলির নিকট আবির্ভাব হইবে ভাবিতেছিলাম, এমন সময় হীরা সিং একটা মুসলমান ড্রাইভার ও একজন ফিরিঙ্গী

গার্ডকে সঙ্গ করিয়া হাজির হইল। তাহারা আসিয়া হীরা সিংয়েরই মত বলিল, দণ্ডবৎ বড়হমচারী বাবা।

বাবা রক্ত চক্ষু এবং কম্পিত হস্ত তুলিয়া নীরবে আশীর্বাদ করিলেন, তাহার পর বোতলটা এবং গেলাসটা বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন, তোর ইঞ্জিন চলছে না যে আলিজান, নে, একটু স্টীম ক'রে নে।—কে, পিটার গার্ড সাহেব? নাও একটু চড়িয়ে নাও, ঘাট স্টেশন পৌঁছুতে যার নাম রাত ছুটো; আজ দাস্থু খুড়ো মার পূজো করছে—নেমন্তন্ন রইল। ঘণ্টা তুত্তিন লাগবে; ফার্স্ট সেকেণ্ড ক্লাসে কোন প্যাসেঞ্জার আছে নাকি?

পিটার সাহেব গেলাস হাতে করিয়া তাচ্ছিল্যভরে ওষ্ঠাধর কুঞ্চিত করিয়া বলিল, ইয়েস, কোঠিয়াল বিলিয়াস সাহেব সিকিন কিলাসমে হ্যায়। আরে, হ্যায় তো হ্যায়; ওয়েসা সাহেবকো পিটাব গার্ড 'সাহেব' নেহি কহতা—কভি ওসব ওলায়েৎ দেখা হ্যায়? হামাবা গ্র্যাণ্ডফাদার—

বড়হমচারী পিটারের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া জড়িত কণ্ঠে বলিলেন, ওর গ্র্যাণ্ডফাদার প্রকাণ্ড জাহাজের ফায়ারম্যান ছিল—কতবার যে বিলেতে যাওয়া-আসা করেছিল, তার হিসেব নেই; পিটার তো এদেশী সাহেবগুলোকে সাহেবই বলে না। তারপর একটু হাসিলেন—বোধ হয় এহেন কুলীন পিটারের সাহচর্যগৌরবে।

পিটার সাহেব গেলাসে ধীরে ধীরে চুমুক দিতে দিতে এদেশী সমস্ত সাহেবদিগের উপর অবজ্ঞা ও ক্রোধের নিদর্শনস্বরূপ গেলাসের আড়াল হইতে আমার পানে ঘন ঘন উগ্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

আলিজানের মুখ-চোখে রঙ ধরিয়া আসিতেছিল, দৃপ্তভাবে বলিল, কেয়া, হাম্‌ভি সাদা চামড়াসে থোড়াই ডর করি। হাম দো ঘণ্টা,

চার ঘণ্টা, দশ ঘণ্টা।দেরি করেগা, খুশি হামারা। বোলাও সিকিন কিলাসকা সাহেবকো। কালীমাইকা সামনে আঙ্গরেজ ?

বড়হমচারী বাবা আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, করিম বক্স ডাকাত ওরই ঠকুরদাদার বাবা ছিল কিনা ;—ভয়ানক কালীভক্ত, পূজো ক'রে বেরুলে তাকে রোখে কে! কত কুঠিয়ালের মাথা নিয়েছিল, তার কি ঠিকানা আছে ? সব একে একে বলছি, একটু সবুর করুন না, অত উতলা হ'লে চলবে কেন মশাই ?

আলিজান হঠাৎ বিরক্তভাবে পিটারের হাত হইতে গেলাসটি ছিনাইয়া লইয়া বোতল হইতে ছাপাছাপি এক গেলাস ঢালিয়া লইল, তাহার পর এক নিশ্বাসে সেটা শেষ করিয়া বিনাবাক্যব্যয়ে গটগট করিয়া নামিয়া গেল। পিটার অবিচলিতভাবে শূন্য গেলাসটা পূর্ণ করিতে লাগিল। আলিজানের ভাব দেখিয়া বোধ হইল, তাহাব ঘাড়ে হঠাৎ তাহার কুঠিয়াল-বিধ্বংসী পূর্বপুরুষের ভূত চাপিয়াছে। জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া সশঙ্কিতভাবে সেকেণ্ড ক্লাসে একটা হৈ-চৈয়ের প্রতীক্ষা কিরিতেছি, এমন সময় একটা প্রচণ্ড রকম ঝাঁকানি দিয়া গাড়িটা একেবারে ভৈরববেগে ছুটিতে আরম্ভ করিয়া দিল। মনে হইল, ড্রাইভারের ছোঁয়াচ লাগিয়া এঞ্জিনটাও যেন এক মুহূর্তে মাতাল হইয়া উঠিয়াছে।

পিটার সাহেব পকেট হইতে হুইস্‌ল্‌টা বাহির করিল ; 'সেইখানে বসিয়াই খুব জোরে ফুঁ দিয়া পকেটে রাখিয়া দিয়া বলিল, হম আঙ্গরেজকা বাচ্চা, ডিউটি নহি ভুল সাকতা।

বড়হমচারী বাবা আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, আলিজান একবার রাগলে কারও রক্ষে নেই।

আমি গাড়ির মত্ত বেগ লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, রক্ষের তো উপায় দেখছি না ঠিক ; তবে হঠাৎ রাগল কেন, তা তো বুঝতে পারি না।

আপনারা মশায়, এতোগুলো লোকের প্রাণ নেবেন নাকি? আমি তো পরের স্টেশনে গিয়েই ডি, টি, এস, কে তার করছি।

দেওতা ঈষৎ হাস্য করিয়া জড়িত কণ্ঠে বলিলেন, অনেক সময় পাবেন; আমাদের ওখানে ছু-চার ঘণ্টার বেশি লাগবে; তারবাবুর বাড়িতেই আজ মা অবতীর্ণা হবেন কিনা।

হতাশ হইয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

হীরা সিং নেশায় আচ্ছন্ন হইয়া অসাড়ভাবে পড়িয়াছিল।

বড়হমচরী বাবা বোতলটা উপুড় করিয়া গলায় ঢালিয়া দিয়া বিষণ্ণ বদনে পিটারের দিকে চাহিয়া বলিলেন, পিটার গার্ড, কক্‌খনও তিনটে শাদি করিস নি বাপ, ধনে প্রাণে মারা যাবি—চারটে কর্ আটটা কর, তারা জোড়া বেঁধে নিজেদের মধ্যে ঝোটাঝুটি ক'রে মরবে। তুই দিব্যি 'জিতু জিতু মোর মামা' করবি; কিন্তু যদি একটি বেজোড় ছেড়ে রাখ, সেটি তোমার ঘাড়ে চাপবে। আমার সেজো আবাগীর কথাই ধর না ভাই; বড়য় মেজোয় হরদম মাথা-ফাটাফাটি করছে—বেশ শান্তিতে থাকতাম; কিন্তু সেজো আবাগীকে এনেই—

গার্ড সাহেব আমার দিকে দেখাইয়া বলিল, ই বাবু পিতে নেহি হ্যায়? দেওতা, দিয়া ইনকো?

নাঃ, উনি এদিকে নেই। কেত্তা কিসিমকা আজব আদমি জগদম্বা বানিয়েছে রে দাদা; ছুনিয়াটা চিড়িয়াখানা। কি যে বলছিলাম, হ্যাঁ, তিনটে শাদি ক'রো না পিটার সাহেব—জেরবার হবে। দশটা কর, বারোটা কর, ষোলটা কর, বাধা দোব না; বেজোড়ের দিকে যেয়ো না, পাঁচটা নয়, সাতটা নয়, একুশটা নয়—নাও, বোতলটা খোল।

পিটার সাহেব বোতলটা হাতে লইয়া বিমর্ষভাবে বলিল, হামারি আওরাৎ আকেলেহি একেশই হ্যায়। কাল দোঠো ওসাজিব বাত বোলনে গিয়া। ইয়ে দেখো নতিজা।—দেখাইয়া দিল।

ও ব্বাবা, তোকেই উল্টে মার দেয়! মেয়েমানুষের দাঁত-নড়ানো ঘুষি!

আওর কোই আধা সের লেহু নাকসে নিকলা।

ইংরেজ-বউকে ক্ষুরে ক্ষুরে নমস্কার বাবা, বেশ আছি, আমার কোনও আবাগী গায়ে হাত তোলে নি কখনও। ডাইভোর্স ক'রে দিস না কেন মাগীকে? তোদের জাত বুঝে যীশু তো সে ব্যবস্থা ক'রে গেছে।

বোলতি হ্যায়, ডাইর্ভোর্স করনেসে খুনকরেগি।

না করলেও বা কোন্ বাকি রাখছিস বাপু? এক কাজ কর, আমি হদিস বাতলে দিচ্ছি—দেখবি, অমন দজ্জাল মাগ তো—একেবারে কেঁচো হয়ে গেছে। তিন-তিনটে বাঘিনী নিয়ে ঘরকরছি বে দাদা, ওসব ঢের দেখা আছে। সেজো আবাগী অভিমান ক'বে বললে, একটু ভাল ক'রে ফিটফাট হয়ে থাকতে পার না? বুঝলাম, কথাটা যৌবনের রস, তার পরদিনই নাপতে ডাকিয়ে তুই কানের ওপরটাব চামড়া বের ক'রে ছোকরা বাবু হয়ে পড়া গেল। আর কিছু আবদাব নেই, সব মিটে গেছে—এখন দেখলে নাক সিঁটকোয়। যে যেমন, তার সঙ্গে সেই রকম চালাও। বড় আবাগী বললে, তোমাব হাতে প'ড়ে পাপে তাপে তো জীবনটা দ'গ্ধে গেল, আর কেন? একটু তীর্থ-টির্থ করিয়ে আন না, এটুকুও হবে না? বললাম, সে কি কথা! হবে বইকি। এলাহাবাদ ত্রিবেণীর ঘাটে—ও-ও ডুব দিতে নামল, আমিও বগলে বোতল বাগিয়ে উঠলাম, সাতদিন দুজনের দেখা নেই—দু'মাস কথা কয়নি—আজ পর্য্যন্ত তীর্থের নামও করে না। একটু সবুর কর না, তোকে এসা এক মতলব বাতলে দিচ্ছি—

আচ্ছা, একঠো খাস্‌সি চড়হানেসে তুমলোগোঁকী কালীজী কুছ বন্দোবস্ত কর্ সকতী?

খুব খুব ; আরে কালী আর তোদের যীশুর মা মেরী তো খুড়তুতো জাঠতুতো বোন ছিল—যার নাম 'চাচেরা বহিন'—বুঝা ? তোরা কি আর মার পর ?

এমন সময় দুই-তিন বার ঘ্যাচাং ঘ্যাচাং শব্দ করিয়া গাড়িটা হঠাৎ থামিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে—'বড়হমচারী বাবা, ও বড়হমচারী বাবা' 'দাদা, দাদা' 'ও খুড়ো, কোন্ গাড়িতে হে ?' ইত্যাকার কতকগুলো অসংলগ্ন আওয়াজে স্টেশন-প্ল্যাটফর্মটা সরগরম হইয়া উঠিল। বি-এন-ডব্লুর ব্র্যাঞ্চ ট্রেন—বলাই বাহুল্য যে, কোনও গাড়িতেই আলো ছিল না। শেষ পর্যন্ত দেওতার আওয়াজ ও পিটার গার্ডের হুইস্‌ল্ লক্ষ্য করিয়া যখন উভয় পক্ষের মিলন হইল, তখনকার সেই পৈশাচিক উল্লাস ও চীৎকার মসীজীবী নিরীহ কলমের মুখে প্রকাশ করা যায় না।

দাস্থ খুড়োকে দেখিলাম। রাজসূয় যজ্ঞ করিবার মত লোক বটে—লিকলিকে, খর্ব ; মদে যদি ভারী হইয়া অমন গড়াইয়া গড়াইয়া না পড়িত তো হাওয়ায় উড়িবারই কথা। যতক্ষণ দেখিলাম ডান হাতে ঘুষি বাগানোই ছিল। বলিল, দাদা, ব্যাটা ডেন্‌ফোর্ড তোমায় ডেকে পাঠিয়েছিল সামান্য একটু ডিরেলের জন্যে ? আমি দেখে নোব সম্বন্ধীকে—এই একটি ঘুষি। আলিজান, পিটার গার্ড, ব্যাক কর গাড়ি—চল জংশনে—দেখেগা ক্যায়সা সাহেব হ্যায়—দেসো শালা বেঁচে, আর তোমার কাছে এক্সপ্ল্যানেশন চাইলে দাদা ? আমাদের লর্ড বিশপের অপমান !

আলিজানের নেশাটা একটু ফুরাইয়া আসিয়াছিল। সেইজন্যই হোক আর যে কারণেই হোক, সে ব্যাক করিতে নারাজ হইল ; তখন দাস্থ খুড়ো নিজের শক্তি ও শৌর্যের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে এদিকে নিরাশ হইয়া, মৃতপ্রায় হীরা সিংয়ের শরীরটা কাঁধে ফেলিয়া একলা

বাসায় লইয়া যাইবার জন্য জিদ ধরিয়া বসিল। এ ব্যাপারের কিরূপ মীমাংসা হইত বলা যায় না, তবে এই নারকীয় গোলমালে এবং তাহার শরীরটা লইয়া টানাটানি করাতে হীরা সিংয়েব তন্দ্রা একটু ভাঙিয়া যাওয়ায় সে 'ছ্যুমা'র জন্য আমার পা জড়াইয়া ধরিয়া হতাশভাবে কাঁদিতে লাগিল। এই সঙ্কল্প জানাইল যে, আমি ছ্যুমা না করিলে বাঙালী তো কোন্ ছার, স্বয়ং হুন্‌মানজী আসিলেও তাহাকে নড়াইতে পারিবে না।

আমি প্রায় বিশ-পঁচিশ বার স্বীকার করিলে যখন তাহার আব মোটে সন্দেহ রহিল না, সে সবাইকে ঠেলিয়া-ঠুলিয়া আপনিই টলিতে টলিতে নামিয়া গেল।

বড়হমচারী বাবা, হীরা সিং, আলিজান আব ও-পক্ষের সবাই হৈ-হৈ করিতে, করিতে টলিতে টলিতে, পড়িতে পড়িতে দাস্থ খুড়াব বাসার দিকে চলিল। বলিলাম, গার্ড সাহেব, মিঞা সাহেব, আমার কাল সকালের মধ্যে ঘাট স্টেশনে পৌঁছানো চাই—গবর্মেণ্টেব জরুবি কাজ—

দাস্থ খুড়া টলিতে টলিতে ঠেলিয়া আসিয়া তাহার হাড্ডিসার ঘুষি আমার নাকের সামনে বাঁকাইয়া ধরিয়া বলিল, একটি ঘুষিতে গবর্মেণ্টের বত্রিশ পাটি দাঁত খসিয়ে দোব। তাদেব জরুরী কাজ তারা বুঝবে—আমার রিলিজিয়াস টলারেশনে হাত দেবোর কে হ্যা?

বড়হমচারী বাবা ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া—স্রোতের ধারের বেতগাছের মত ঢুলিতে ঢুলিতে বলিলেন, আমারও তো ভোরের স্টীমারে ওপারের স্টেশন-মাস্টার রামদয়ালের বাড়িতে যেতে হবে—বড় ঘটা ক'রে রাধামাধবজীর পিতিষ্ঠে করবে কিনা; আপনার এই দাসানুদাসের ওপর সব ভার। ওপার থেকে আর ইস্তক জংশন পর্যন্ত

সব ব্যাপারে বাবা এই কালী বেহ্মচারী। ডালে।আছি, ঝোলে আছি, অম্বলে আছি। ঘাবড়ান কেন? একটু সবুর ক'রে ব'সে থাকুন— দেখবেন, আপনার এ গোলামের গোলামকে না হ'লে কারুর এক পা এগুবার জো নেই—শাক্ত হোক, বোষ্টম হোক, শৈব হোক, কেরেস্তান হোক—

পিটার হঠাৎ তাঁহার হাতটা ধরিয়া একটা টান দিল, ঘৃণার সহিত বলিল, আরে চলো, কভি শরাব নেহি পিতা, ওই তুমহারা কদর কেয়া বুঝেগা?

বড়হমচারী তাঁহার অর্ধনিমীলিত চক্ষুপল্লব যেন হঠাৎ চাড়া দিয়া তুলিয়া আমার দিকে কটমট করিয়া চাহিয়া শাপ দেওয়ার ভঙ্গীতে বলিয়া উঠিলেন, আমার 'কারণ'কে অপমান করেছিস—মনে থাকে যেন।

র‍্যাপারটা টানিয়া লইলাম। মুড়িস্মুড়ি দিয়া রাত্রের মত বেঞ্চের উপর শুইয়া বি-এন-ডব্লুর মহিমার এই নূতন স্বরূপটির কথা ভাবিতে লাগিলাম।



প্যা টা র্ণ

সূত্রপাত সামান্য কথা থেকে, কিন্তু হ'য়ে পড়ল তুমুল কাণ্ড।

ভদ্রলোক একটু অদ্ভুত প্রকৃতির বৈকি, অন্তত এই দিক থেকে যে এখনও সেই ইংরেজি আমলের মেজাজটাব জেব ধরে আছেন। বিলাতী সুট-পরা এক ॥ বলাই বাহুল্য ; মুখে একটা লম্বা চুরুট। সেকেণ্ড ক্লাশ গাড়ি, যাত্রীর মধ্যে এদিকে উনি আর আমি দু'খানা বেঞ্চ জুড়ে ; একেবারে উল্টা দিকের বেঞ্চে ওঁব স্ত্রী আব একটি বছব চারেকের শিশুপুত্র। জিনিসপত্রও যা সব ঐদিকেই। একটু আলাপ জমাবাব চেষ্টা করছিলুম কিন্তু লোকটিই এত জমাট যে গলানো গেল না, গাড়ির দেওয়ালে পিঠ দিয়ে পা ছড়িয়ে একটা বিলাতী পত্রিকা পড়ছিলেন, অল্প একটু ঘাড় ফিরিয়ে চুরুটের ফাঁক দিয়ে উত্তর হিসাবে অল্প যে কয়েকটি কথা বেরুল তাতে এই ইঙ্গিতটাই স্পষ্ট হয়ে রইল যে অনধিকার প্রবেশ হচ্ছে। আর এগুনো গেল না। বর্ধমানে গাড়িটা পৌঁছালে কাগজের হকার অমৃতবাজার বাড়িয়ে ধরলে চুরুট টিপে জিজ্ঞেস করলেন ষ্টেটস্‌ম্যান্ আছে কি না। নেই বলাতে নিজের কাঁধের ওপর বুড়ো আঙ্গুলটা বেঁকিয়ে স'রে যেতে বললেন। ঠোঁটে চেপে একটু ইংরাজিই ঝাড়লেন—"ক্লিয়ার আউট।"

একটা বাংলা কাগজ কিনেছিলুম, সেইটে সামনে ধ'রে মনে মনে জাতীয় জীবনের পূর্বাপর আলোচনা করতে করতে যখন টালিট

পেরিয়ে খানা জংশনে এসে পড়েছি সেই সময় ব্যাপারটুকুর সূত্রপাত হোল। একটি ভদ্রলোক কিছু বেশিই লটবহর নিয়ে আমাদের গাড়িতে এসে প্রবেশ করলেন। সঙ্গে তার স্ত্রী, একটি বছর ছয়েকের মেয়ে এবং কোলেও একটি শিশু, তার ফিডিং বট্‌ল্‌টা মহিলাটির হাতেই রয়েছে। স্ত্রী আর মেয়েটিকে তুলে দিয়ে বাক্স, সুটকেশ, হোল্ডঅল্‌, পোঁটলা, শিশুর ফোল্‌ডিং মশারি, নানা রকম জিনিসভরা বেতের টুকরি, টিফিন কেরিয়ার, জলের কুঁজো প্রভৃতি একে একে সব দোরের সামনে ঠেলে ঠেলে দিয়ে কুলি দুটোকে পয়সা চুকিয়ে দিয়েছেন এমন সময় গাড়িটা ছেড়ে দিলে। ভদ্রলোক জিনিসগুলো টপকে এদিকে এসে দাঁড়ালেন, তারপর একবার সেগুলোর ওপর দৃষ্টি দিয়ে গাড়ির চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিলেন, বোধ হয় কোথায় কি ভাবে রাখবেন আন্দাজ ক'রে নেওয়ার জন্যেই।

আমার নজরটা কয়েকবারই সুটধারী ভদ্রলোকটির মুখের ওপর গিয়ে পড়েছে, বুঝলাম বেশ গরম হয়ে উঠেছেন। আমার কেমন লোভ হোল একটু, আগন্তুককে বললুম—"আপনি এক কাজ করুন, এদিককার বাঙ্কটা তো ভর্তি—আমারই জিনিস ওগুলো—আপনি মেয়েদের ঐদিকে দিয়ে জিনিসপত্রগুলো এইদিকেই নীচে গুছিয়ে রাখুন: ওঁদের দিকে আর গাদা লাগিয়ে কাজ নেই। কোথায় যাবেন?"

অনুভব করলুম সুটধারীর বক্রকটাক্ষ চকিতে আমার মুখের ওপর প'ড়ে আবার বিলাতী কাগজখানার আড়াল হয়ে গেল।

আগন্তুক বললেন—"যাব মধুপুর।...সেই ঠিক, এই দিকেই রেখে দিই।"

স্ত্রীকে ওদিকে গিয়ে বসতে বলে মালপত্রগুলো টেনে টেনে

আমাদের বেঞ্চ দু'খানার মধ্যে গুছিয়ে রাখতে লাগলেন। আমি বার তিনেক স্যুটধারীর দিকে না চেয়ে পারলাম না, একবার চোখোচোখিও হয়ে গেল। এই সময় মেয়েদের দিকে হঠাৎ ব্যাপারটা আরম্ভ হয়ে গেল।

"এ কি!"—ব'লে বেশ একটু চড়া গলায় একটা প্রশ্ন শুনে ঘুরে দেখি স্যুটধারী ভদ্রলোকের স্ত্রী বেশ রুক্ষভাবেই চেয়ে আছেন ছেলেটির নিকার-বোকারের কাঁধের কাছটা একটু টেনে ধরে; যিনি নূতন এলেন, শিশুটির জননী, শিশুটিকে কোলে নিয়ে একটু অপ্রতিভভাবে সেইদিকে রয়েছেন চেয়ে, বললেন—"মাফ করবেন, ছিপিটা ঘ্যাসটা-ঘ্যাসটির মধ্যে কখন্ আলগা হয়ে গেছে একটু। তাইতেই চলকে পড়ল দুধটুকু।"

দাঁড়িয়েই ছিলেন, ছোট মেয়েটি পোঁটলা থেকে কাঁথা বালিশ বের ক'রে বিছানা করছিল, ছিপিটা আবার এঁটে দিতে দিতে শিশুটিকে শুইয়ে দিতে যাবেন, প্রথমা গলাটা একটু নামালেও মন্তব্যটা বড় রূঢ় করেই পরিবেশন করলেন, বললেন—"ফিডিং বট্‌ল ব্যবহার করতে জানেন না তো ও-ষ্টাইল কেন?"

শিশুর মা একটু ঝুঁকেই ছিলেন শিশুটিকে কাঁধ থেকে নামিয়ে, একেবারে সিধে হয়ে উঠলেন; একটু যেন অবাক হয়েই চেয়ে রইলেন, তারপর চকিতে একবার এদিকে কর্তার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে, প্রথমার একটু বেশি আধুনিক-ঘেঁষা বেশভূষার ওপর সেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেন—"দেখুন, যারা সর্বদাই ষ্টাইলের স্বপ্ন দেখে তারাই এ-ধরণের কথা বলতে পারে; নৈলে ফিডিং বট্‌ল্ একটা স্টাইল না, দরকার।"

"ক্ষমতা, শিক্ষা, আর রুচি থাকলে স্টাইলের স্বপ্ন দেখবেই লোকে।"

"স্বপ্নই তো—বেশির ভাগ অক্ষমতা আর কুশিক্ষা, কুরুচি থাকলেই ওটা এসে উপদ্রব করে।"

"মুখ সামলে কথা ক'ন!"

—ভদ্রমহিলার গলা খন্ খন্ ক'রে উঠল, আগেকার চেয়েও চড়িয়ে দিয়েছেন। শিশুর জননীও এবার বেশ উগ্র হয়েই উত্তরটা দিতে যাচ্ছিলেন, তাঁর স্বামী এতক্ষণ যেন মূঢ়ভাবে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে ছিলেন, ঠিক উত্তরের মাথায় মুখটা ঘুরিয়ে একটু ধমকের সুরে বললেন —"চুপ করো না, তুমিই বা সু-শিক্ষার কি পরিচয় দিচ্ছ?"

এদিক থেকে সুটধারী একেবারে গর্জন ক'রে উঠলেন—"শাট্ আপ্!!"

উঠে বসেছেন।

আরম্ভ থেকে এ-পর্যন্ত সমস্তটুকুতে বোধ হয় এক মিনিটও লাগল না, সঙ্গে সঙ্গেই যুদ্ধটা ও-কেন্দ্র থেকে এই কেন্দ্রে এসে পড়ল।

আগন্তুক ঘাড়টা এই দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে ভ্রূ-কুঞ্চিত করে প্রশ্ন করলেন—"এর মানে? একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন দেখছি যে!"

"ইয়েস! শিক্ষা আপনাদের দু'জনের কারুরই নেই!"

আগন্তুক শান্ত কণ্ঠেই উত্তরটা দিয়েছেন। একেবারে ঘুরে দাঁড়িয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—"খবরদার! মেয়েদের টেনে কথা বলবেন না!"

সুটধারীও উঠে দাঁড়ালেন, বললেন—"আলবৎ বলব। আপনিই আরম্ভ করেছেন!"

"আমি আমার ওয়াইফ্‌কেই বলেছি।"

"ইট্ ওয়াজ এ ফ্লিং এ্যাট্ মাই ওয়াইফ্!" (ওটা আমার স্ত্রীকেই ঘেঁসে বলা।)

"নেভার!"

"শিওর !···শিক্ষা আপনাদের হওয়া দরকার!"

"আবার 'আপনাদের'!···দিন শিক্ষা তাহ'লে; দেখি কত মুরোদ!"

—কথাগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গেই আগন্তুক একরকম লাফ দিয়েই এগিয়ে গেছেন, আমি মাঝখানে গিয়ে পড়লুম। বললুম—"একি হচ্ছে একটা ভুল বোঝাবুঝির ওপর? শান্ত হয়ে বসুন দুজনে।"

আগন্তুক বললেন—"ভুল বোঝা কি মশাই? ভুল বোঝা সে একবার হতে পারে, উনি রিপীট করলেন কথাটা···"

"আবার করব—একশ' বার করব···"

"জিভ উপড়ে নোব!"—বলে আগন্তুক আমায় ঠেলে এক পা এগিয়ে গেছেন এমন সময় ঘটনার মোড়টা হঠাৎ ফিরে গেল। গাড়ির ওদিকে মেয়েরা একেবারে যেন ভ্যাবাচাকা মেরে দাঁড়িয়েছিলেন, উনি পা-টা বাড়াতেই প্রথমা আতঙ্কে চীৎকার করে উঠে ওদিকের চেনটা ধরে ঘ্যাঁচ করে টেনে দিলেন। কট্‌কট্‌ শব্দ করতে করতে গাড়িটা খানিকটা গিয়েই থেমে গেল।

একটু সবাই যেন কি রকম হয়েই গেল, বড় বাড়াবাড়ি হয়ে গেল তো। আমার মুখ দিয়েই কথাটা আগে বেরুল, প্রথমার দিকে চেয়ে অনুযোগের সুরেই বললুম—"এ কি করলেন আপনি হঠাৎ, কেলেঙ্কারীটা বাইরে পর্যন্ত গড়িয়ে পড়ল যে!"

একটু চুপচাপ গেলই, তারপর ওঁর স্বামীই ওঁকে সমর্থন করলেন, বললেন—"ঠিক করেছে, উনি আমায় এ্যাসল্ট্ করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, আপনি সাক্ষী আছেন। গড়াক বাইরে কতদূর গড়াবে, আমি প্রস্তুত আছি।"

আগন্তুক বললেন—"সাক্ষীর দরকার নেই তো, অস্বীকার করছে

কে ?—তবে ওঁকে বলতে হবে প্রোভোকেশনটা কত বড়; আপনি ফ্যামিলী নিয়ে অপমানসূচক কথা বলেছেন ; মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া নয়, রিপীট পর্যন্ত করেছেন।···আমিও প্রস্তুত।”

প্রস্তুত হয়ে দু'জনে 'আপসাতে আপসাতে পেছু হটে দুটো বেঞ্চে বসে পড়লেন।

মনে করলুম—যাক্, যে করেই হোক ব্যাপারটা আপাততঃ ঠাণ্ডা হোল। গাড়ির চেন টানাটা আজকাল একটা নিয়মের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে ; নিয়ম-লঙ্ঘন নয় ; কেউ কিছু বলে না বিশেষ। হাওড়া থেকে এ পর্যন্ত আসতে বার-দুই হয়ে গেছে। গাড়ি থেমে পড়েছে, ইঞ্জিন থেকে লোক নেমে এসে পাখাটা ঠুকে ভেতরে করে দিয়ে গেছে, আবার গাড়ি চলতে আরম্ভ করেছে। যদি আসেই কেউ তো একটা মন-গড়া কিছু বলে দেওয়া যাবে'খন।

আমি ভাবছি—দু'জনেরই মনোমত হয়, এমন কি একটা ওজুহাত বের করা যায়। ওঁদের মুখের ভাবও যেন একটু নরম হয়ে আসছে। গাড়ির আবহাওয়াটা তাহলে বোধ হয় হয়েই এল সহজ।

কিন্তু তা কি হবার জো আছে ?

এদিকটা ঠাণ্ডা হোল তো ওদিকটা আবার আস্তে গরম হয়ে উঠতে লাগল।···খানিকটা রাত্রি হয়েছে। অন্ধকার মাঠের মাঝখানে গাড়িটা রয়েছে দাঁড়িয়ে, লাইনের পাশে আগাছার ঝোপে একটানা ঝিল্লির ডাক ছাড়া চারিদিক নিস্তব্ধ, আমরা যে যার চিন্তা নিয়ে কেউ আসে কিনা তার প্রতীক্ষা করছি, পেছনের দিকে মৃদু গুঞ্জন উঠল—

“আমি তখুনি বলেছিলুম—এত খালি যখন, বুঝে-সুঝে ওঠো ; হুজুতে লোকের অভাব নেই।···লোকে রাতবেরাতের পথে একটু ভাল সঙ্গী চায়।”

একটু নিস্তব্ধতা, তারপর অপরকণ্ঠে—

"আমি বারণই করে দিয়েছিলুম—দোরের কাছে রয়েছ, যাকে তাকে ঢুকতে দিও না।"

আবার একটু চুপচাপ, তারপর—

"মগের মুল্লুক যেন ; আইন নেই তো !"

এবার সঙ্গে সঙ্গেই, তবে আত্মগত ভাবেই—

"আইন শুধু যাদের ষ্টাইল আছে, তাদের জন্যেই !"

আর আত্মগত নয়, আওয়াজও চড়া—

"আপনি আবার ষ্টাইলের কথা মুখে আনছেন !"

"আপনি আগে এনেছিলেন !"

—বেধে গেল।

"হ্যাঁ এনেছিলুম। এইবার যা নিয়ে গোড়াপত্তন সেই ষ্টাইলের নিকুচি করছি !"

কাঁপতে কাঁপতে প্রথমা ঘুমন্ত শিশুর কাঁথার ওপর থেকে ফিডিং বট্‌লটা তুলে নিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে শিশুব জননীও "ও মাগো !…বাছার !…" বলে দাঁড়িয়ে উঠে ওঁর হাতটা ধরেছেন, আমরাও তিনজনে "কি হোল !" বলে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছি, এমন সময় ব্যাপারটা হঠাৎ একটা জায়গা পর্যন্ত উঠেই যেন নিশ্চল হয়ে থেমে গেল। প্রথমার হাতে বোতলটা, নিশ্চয়ই ফেলে দিতে যাচ্ছিলেন, ঠিক সেই তালে শিশুর জননী কব্জীর ওপরটা চেপে ধরেছেন এবং ঠিক সেইভাবে হাত দুটো উঁচু করে থেমে গেছেন দু'জনে। দুগোছা সোনার চুড়ি বিদ্যুতের কড়া আলোয় ঝক্‌মক্ করছে, আমরা এদিকে কিছু বুঝতে না পেরে কিম্ভূতকিমাকার হয়ে গেছি।

সবচেয়ে আশ্চর্য প্রথমার ভঙ্গিটা ; তোলা হাত দুটোর দিকে এক

অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে যেন সম্মোহিত হয়ে গেছেন, একেবারে সাড় নেই।

তারপর মুখে একটু একটু হাসি ফুটে উঠল, সেই সঙ্গে একটু লজ্জাও। হাত আস্তে আস্তে নামিয়ে নিলেন, বললেন—"আসুন, ঐ দিকটায়ই বসি।"

ঐ দিকটায় মানে শেষের বেঞ্চটায়, যেটা ওঁরই দখলে ছিল।

পাশাপাশি হয়ে বসেছেন সখীর মতো দু'জনে; কৌতূহলকে সাধ্যমতো সংযত করে আমি আবার গাড়ির দেওয়ালে ঠেস দিয়ে খবরের কাগজটা সামনে করে নিলুম। সুটধারী ভদ্রলোকেরও সে সুবিধা আছে; শুধু আগন্তুককে পেছন ফিরেই বসতে হোল; শ্রুতি যতটুকু সাহায্য করে।

প্রথমা শিশুর জননীর ডান হাতটি আলগাভাবে তুলে ধরেছেন—

"আপনার চুড়ির এই প্যাটার্ণটি ভাই অনেকদিন আগে একটি মেয়ের হাতে দেখেছিলুম, একটা বিয়ে বাড়িতে, তারপর কত খোঁজ করেছি, তা একবারও কি আর চোখে পড়ল যে সেইমত ফরমাস দিই?—শেষে হার মেনে এই দেখুন না···"

নিজের হাতটা একটু চিৎ করে ধরলেন।

শিশুর জননী বাঁ হাতে চুড়িগুলি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে বললেন—"এও তো বেশ ভাই; আমার চোখে তো ভালই লাগছে।"

"অবিশ্যি খুব খারাপ নয়। তা ব'লে আপনার এর কাছে? কী যে বলেন, যেন চোখ ফেরানো যায় না!···কোথা থেকে কেনা ভাই? না, গড়ানো? ঠিকানাটা দিতে পারেন? আর প্যাটার্ণের নাম যদি কিছু থাকে।"

"খুকীর বাপ কোথা থেকে যে এনেছিল—কলকাতারই একটা দোকান, তবে বড় কোন নয়; জেনে বলতে পারি।"

"ও বাবা! যা চটিয়ে দিয়েছি ; চুড়ির বদলে হাতকড়ির ব্যবস্থা হচ্ছে, দেখছেন না!"

—একটু চাপা গলায় ; দুজনের কণ্ঠেই একটু তরল হাসি ছলকে উঠল।

শিশুর জননী বললেন—"তা এক কাজ করুন না। আপনার ঠিকানাটা দিন। গিয়েই একটা নক্সা এঁকে পাঠিয়ে দোব। ছোট দোকান একটা—ঢাকার এক রিফিউজি এসে করেছিল নাকি। এখন আছে কি না আছে তাই বা কে জানে।......কোথায় থাকেন?"

"মধুপুর।...মুশকিল—নক্সা দেখে জিনিস গড়ে দেবে তেমন স্যাকরা কোথায় সেখানে?...তবু, উপায় কি? তাই না হয় দেবেন ; যতটা আনতে পারে আদল।"

"উপায় থাকবে না কেন? একগাছা চুড়িই পাঠিয়ে দোব ডাকে। হয়ে গেলে ফেরত পাঠিয়ে দেবেন। আমার বাড়ি মুঙ্গেরে।...এখুনি দিতুম ;, কিন্তু সোনা নাকি পথে আলাদা করতে নেই।"

প্রথম অবাক হয়ে মুখের দিকে চেয়ে রইলেন একটু—বিস্ময়, লজ্জা, কৃতজ্ঞতা, কত কী যে রয়েছে দৃষ্টিতে! তবু তখুনি সে ভাবটা লুকিয়ে ফেলে আবার চাপা গলায় খিল খিল ক'রে হেসে উঠলেন—"বুঝেছি, কর্তার সঙ্গে একজোট হয়ে গিন্নীও হাতকড়ির ব্যবস্থা করছেন!...না ভাই, অত সাহস হয় না ; আপনারও অত করার দরকার নেই ; নক্সাই একটা দেবেন পাঠিয়ে।"

"আচ্ছা, সে যেমন বুঝি করব'খন ; আপনি ঠিকানাটা তো দিয়ে দিন।..."

কর্তা দুজনে হতবাক হয়ে গেছেন যেন। আগন্তুক বেশ ঘুরে

দেখতে পাচ্ছেন না, তবু অনুভূতি তো খুবই সজাগ হয়ে উঠেছে। স্যুটধারী ভদ্রলোক বিলাতী পত্রিকার আড়াল থেকে মাঝে মাঝে তীর্যক দৃষ্টি ফেলছেন। তবে দুজনেরই মুখের ভাব যেন একরকম। শান্ত তো হোয়েই গেছে, কতকটা যেন অনুতপ্তও, ভাবটা কতকটা যেন—বিশ্বাস করতে আছে এ জাতকে! এদের হয়েই আমরা এখুনি মাথা ফাটাফাটি করতে যাচ্ছিলুম!

ওদিকে গল্প জমে উঠেছে, চাপা হাসি এক একবার কূল ছাপিয়ে উঠছে। তার সঙ্গে বেদনাও; প্রথমা সুপ্ত শিশুর গায়ে হাত বুলুতে বুলুতে বলছেন—"আপনি আবার এই মানুষকে বিশ্বাস ক'রে হাতের চুড়ি খুলে পাঠাতে চাইছেন ভাই? কচি ছেলের মুখের গ্রাস দিচ্ছিলুম ফেলে! মুখে আগুন! চণ্ডালেরও যে এমন কুমতি হয় না!"

চেনটানার বাড়াবাড়ি চলেছে আজ; তিনবার হোল। গার্ড নিজেই এসেছে চলে তার লণ্ঠন নিয়ে। একজন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান।

"—ব্যাপার কি! ট্রেনটাকে আপনারা আজ এগুতে দেবেন না?" আমিই উত্তরটা দিলুম, তোয়ের করে রেখেছিলাম একটা। বললাম —ব্যাপার কিছুই নয় সাহেব। মেয়েটি গরাদের মধ্য দিয়ে অনেকখানি গলা বাড়িয়ে দিয়েছিল; হঠাৎ আতঙ্কে ওর মা চেনটা টেনে দেন।

ডান হাতটা একটু উল্টে দিয়ে আস্তে আস্তে নেমে গেল।

একটু চুপ থাকার পর বিশ্রম্ভালাপ আবার জমে উঠেছে ওদিকে। গাড়িও আবার সচল হোল। সব চুকে যাওয়ার জন্যেই বোধহয় আগন্তুক পকেট থেকে সিগারেট কেস বের ক'রে একটা ধরাতে যাচ্ছিলেন, স্যুটধারী বললেন—"ওয়েল্, নো, আপনাকে আমার একটা চুরুট খেতে হবে—ইউ মাষ্ট্।"

একটু হেসে চামড়ার কেসটা বাড়িয়ে ধরলেন।

এও হয়তো সব চুকে গেল বলেই। তবে ঐ যেমন বললুম তাও তো হতে পারে—অর্থাৎ, এ জাতের জন্যে আমরা পুরুষেরাই বা তবে মাথা ফাটাফাটি করে মরি কেন ?

আগন্তুক অল্প হেসে হাতটা বাড়িয়ে বললেন—"মাইল্ড্ তো ? আমার কড়া চলে না।"

"খুব মাইল্ড্। এ্যাণ্ড্ নট লাইক্ ইট্‌স্ ওনার, আই ক্যান এশ্যুর ইউ" (আর আপনাকে ভরসা দিচ্ছি ওব অধিকাবীর মতন নয়)।

ছুজনের মুখেই একটু জোরে হাসি ছলকে উঠল এবার ; ওদিককাব হাসির সঙ্গে মিলেও গেল।

স্ব রা জ···রে লে

১

কুমুদবন্ধু বি, এ, রেলওয়ের পার্বতীপুর ষ্টেশনে কাজ করিতেছিলেন। চেষ্টা-চরিত্র করিয়া বদলির হুকুমগুলা রদ করাইয়া সতের বৎসর এক জায়গায় কাটিল; দু-পয়সা পাইতেন, শহরে জায়গাজমি কিনিয়া বাড়ি-বাগান করিয়া বেশ গুছাইয়া লইয়াছিলেন, এমন সময় গোলমাল আরম্ভ হইল। কলিকাতা, ঢাকা, নোয়াখালি; তাহার পর পার্বতী-পুরেও দু-একটা মাঝারি গোছের ধাক্কায় সাক্ষাৎ পরিচয় দিয়া গেল। তাহার পর আসিল স্বাধীনতার সঙ্গে দেশ-বিভাগ এবং সেই সঙ্গে লোক-বিভাগও; কর্মচারীদের বলা হইল তোমরা কে কোন্‌দিকে থাকিতে চাও, বাছিয়া লও। পরাধীনতার আমলেই পাকিস্থানী স্বাধীনতার নমুনা পাওয়া গিয়াছিল, কুমুদবন্ধু হিন্দুস্থানের সপক্ষে নাম লিখাইলেন। কিছুদিন পত্রাচারে কাটিল, তাহার পর যখন এদিকেও অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে, ওদিকেও আশার কোন লক্ষণ নাই, এমন সময় যুক্তপ্রদেশের একটি বড় রেল আফিস হইতে ডাক পড়িল, পার্বতীপুরের সতের বৎসরের বাস উঠাইয়া কুমুদবন্ধু সপরিবারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। নিতান্ত কম নয়—নিজে, স্ত্রী, দুইটি কন্যা, চারিটি পুত্র—বছর দশের মধ্যে; বিধবা এক দিদি, তাঁহার একটি ছোট দৌহিত্র।

আসিয়াই একেবারে অকূলে পড়িলেন।

প্রথম সপ্তাহটা প্ল্যাটফর্মে কাটাইতে হইল। তাহারপর ওয়েটিং-রুমের সামনের বারান্দায়। দিদি মহামায়া খুব শক্ত মেয়েমানুষ, কিন্তু তিনিও এক সপ্তাহে অধিক অগ্রসর হইতে পারিলেন না ; তবে লড়াইয়ের জন্য পা পুঁতিবার একটা জায়গা পাইলেন এবং দুই দিন পরেই ওয়েটিং রুমের একটি কোণ স্বীয় পরিবারের জন্য দখল করিলেন।

কোন ব্যবস্থা নাই, অসংখ্য লোক পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্থান হইতে আসিয়া পড়িয়াছে, প্রতিদিনই আরও আসিতেছে। কাহারা ডাকিতেছে, কি উদ্দেশ্যে, কিছুরই সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। সকালবেলায় উঠিয়া মহামায়া তোলা উনানে ওয়েটিং-রুমের মধ্যেই রান্নার ব্যবস্থাটা করিয়া ফেলেন, দুইটি কোনরকমে নাকে মুখে গুঁজিয়া কুমুদবন্ধু সেই যে বাহির হন, ফেরেন একেবারে সন্ধ্যার সময়। ইহার মধ্যে কত আফিস ঘোরেন, কত লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন—কোনো ফলই হয় না। রেলটার অব্যবস্থার কথা পূবে শোনা ছিল, কিন্তু সেটা যে এ ধরণের কিছু হইতে পারে এমন জানা ছিল না। মাসখানেক ওয়েটিং-রুমে কাটিল, পশ্চিমের শীত বেশ ভাল করিয়া জাঁকিয়া আসিতেছে, দিদির মেজাজ অত্যন্ত বিগড়াইয়া যাইতেছে, প্রত্যহই ওয়েটিং-রুমটায় রান্নাঘরের ধোঁয়া জমিয়া উঠিলে ষ্টেশন মাষ্টার থেকে ষ্টেশনের যত কর্মচারী আসিয়া দরজার বাহিরে জমা হয়, ওদিকে মহামায়াও আসিয়া দাঁড়ান, গাছকোমর বাঁধা, হাতে খুন্তি, মুখে তুবড়ি ছুটিতে থাকে—"ড্যাকরারা, অলপ্পেয়েরা, ডেকে এনে না দেবে চাকরি, না দেবে থাকবার জায়গা, ঐ ম্লেচ্ছ কাপড়-চোপড় নিয়ে আমার রান্নাঘরের চৌকাঠের এদিকে পা দিলে একধার থেকে ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেব! আয় না, হেস্মৎ থাকে আয়!"

এংলো-ইণ্ডিয়ান ষ্টেশন মাষ্টার একবার দায়ে খালাস হওয়া গোছের চেষ্টা করিয়া সরিয়া পড়ে, বেচারাদের তুর্দিন পড়িয়াছে, এখন সবই সম্ভব, খুন্তিপেটা খাইলেও আহা বলিবার কেহ নাই ; দেশী কর্মচারীরাও একে একে পৃষ্ঠভঙ্গ দেয়, মহামায়াই রোজ জেতেন, কিন্তু এ ভাবে আর চলে না। কুমুদবন্ধুর কতবার মনে হইয়াছে আবার পার্বতীপুরে গিয়াই যেমন করিতেছিলাম সেইরূপ চাকরি করি, কিন্তু কয়েকবারই সন্ধান লইয়া জানিয়াছেন ও-পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে ; এদিকে এরা মুসলমাদের জন্য তুয়ার খুলিয়া রাখিলেও, ওদিকে ওরা অর্গলিত কবিবারও হাঙ্গাম বাখে নাই, তুয়ারের জায়গায় দেয়াল তুলিয়া দিয়াছে, আর কোন অশাই নাই।

শীত প্রচণ্ড হইয়া আসিল, হাতের পয়সাও ফুরাইয়া আসিয়াছে, অবশেষে তিক্তবিরক্ত হইয়া কুমুদবন্ধু চাকরির আশা ত্যাগ করিয়া নিতান্তই অদৃষ্টের ওপর নিজেদের ছাড়িয়া বাড়িতে ফিরিয়া যাইবেন স্থির করিয়াছেন, এমন সময় পার্বতীপুর আফিস ঘুরিয়া তাঁহার হাতে একখানি বড় খাম আসিয়া পড়িল। খুলিয়া দেখিলেন—তাঁহার চাকবি হইয়াছে এই স্টেশনেই হিসাবের সেরেস্তায় ; বাসাও ঠিক হইয়াছে, একখানি চার চাকার. অর্থাৎ সবচেয়ে যা ছোট সেই রকম মালগাড়ি। কুমুদবন্ধু ওটাকে লেখা-পড়া করাইয়া আট চাকার করাইয়া লইলেন' এর পিছনে এংলো-ইণ্ডিয়ান স্টেশন মাস্টার ও অন্যান্য কর্মচারীদের যে অক্লান্ত চেষ্টা ছিল এটুকু না বলিলে অধর্ম হয় অবশ্য তাহার পিছনে ছিল মহামায়ার রান্নার খুন্তি আর ক্ষুরধার জিহ্বা।

ওয়েটিং-রুম ছাড়িয়া সকলে নূতন সচল বাসায় গিয়া অধিষ্ঠিত হইলেন।

২

একেবারেই অভিনব ধরনের পল্লী। বিরাট ষ্টেশন-প্রাঙ্গণের একধারে এমন প্রায় দেড়শ'খানা মালগাড়ি, চার চাকার, ছয় চাকার, কয়েকখানা আট চাকারও, ঐ একখানা গাড়ি। অসহ্য কষ্ট, জায়গা নাই, দিনের বেলায় তাতিয়া ওঠে, শীতের দিন বলিয়া আরামের না হইলেও খুব বেশি কষ্টও হয় না, কিন্তু রাত্রে অসহ্য; প্রায় সবই পূর্ববঙ্গের লোক, পশ্চিমের নিদারুণ শীতে যেন জমিয়া যাইবার মতো হয়। কয়লাও প্রচুর নয়, সন্ধ্যার একটু আগে প্রত্যেক বাসার সামনে সারি সারি তোলা উনুনে আগুন জ্বলিতে থাকে, সমস্ত পাড়াটা ধূমে ধূম্রাকার হইয়া ওঠে; উনুন ধরিলেই সেগুলা গাড়ির মধ্যে উঠিয়া যায়, তাহাতে রান্না, তাহাতেই যতটা সম্ভব তাপ সঞ্চয়। শেষ রাত্রে শীতে আর কাহারও ঘুম হয় না, সবাই গুটিসুটি মারিয়া বসিয়া থাকে।

তবুও মানুষ পরের দুরবস্থা দেখিয়া আশ্বাস পায়, শত শত লোক প্ল্যাটফরমে পড়িয়া আছে, এ তবুও তো একটা আচ্ছাদন। দিনের বেলা এই দুঃখের জীবন থেকে যতটা পারে রস নিংড়াইয়া লয় লোকেরা, ছেলেরা হুটোপুটি করে, গৃহিণীরা বৌ-ঝিয়েরা এ-বাসা সে-বাসা ঘুরিয়া আলাপ করিয়া বেড়ায়, কোয়ার্টার্সের জন্য কোথায় ইট পড়িতেছে সেই সব আলোচনা লইয়া আশায় বুক বাঁধে।...মানুষের সবই সয়, তা ভিন্ন এটা বিশেষ করিয়া সহিবারই যুগ, একটা কল্পনার ভবিষ্যৎ গড়িয়া লইয়া মানুষ কল্পনাতীত এই বাস্তব বর্তমানকে ভুলিতেছে। কুমুদবন্ধুর পরিবারও ধীরে ধীরে এই দলে মিশিয়া যাইতেছে। পাঞ্জাবে যা কাণ্ড হইতেছে সে হিসাবে এ ত স্বর্গ, পার্বতীপুরের কথা আর ভাবাও যায় না।

কিন্তু এ স্বর্গও কপালে বেশি দিন টিকিল না।

প্রথমটা বাদ সাধিল পয়েন্টসম্যান রামদিন, পাইলট ড্রাইভার করিম শেখের সহযোগিতায়। অবশ্য ভুল করিয়াই, তবে সে-ভুলেও এই রেলের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ছাপ আছে।

বাসাগুলি ষ্টেশন-প্রাঙ্গণের নিতান্ত একদিকে পড়িয়া আছে বটে তবে একেবারে যে স্থাণু এমন নয়। লাইনের ওপর মাঝে মাঝে চলাফেরা করে। প্রত্যহ নূতন বাসা আসিতেছে, তাহাদের জায়গা দিতে হয়, রোজই দু'একখানা করিয়া পুরানো বাসা স্থানান্তরিত হইতেছে, হয়ত কেহ অন্য ষ্টেশনে বদলি হইল, হয়ত কোন বাসার অধিকারী পাকা কোয়ার্টাস পাইল, তাহাদের পথ ছাড়িয়া দিতে হয়। ডিপার্টমেণ্টে হুকুম দেয়, পয়েন্টস্‌ম্যানের নির্দেশে পাইলট ইঞ্জিনে কাজটা সম্পন্ন করে। ছেলেমেয়েরা, বধূ-গৃহিণীরা মাঝখান থেকে খানিকটা গাড়ি চড়ার আনন্দ উপভোগ করিয়া লয়। এমনও হয় কর্তা আফিস থেকে আসিয়া দেখেন বাসা নাই, হয়ত লাইনের ভেতরের দিকের একটি বাসা অন্য ষ্টেশনে বদলি হইয়াছে, তাঁহার বাসাটিকে পথ ছাড়িয়া অন্য লাইনে একটু সরিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছে। খানিকক্ষণ পরে পাইলট ইঞ্জিন আবার ল্যাজে করিয়া আনিয়া রাখিয়া গেল।

এই রকম কিছু একটা ব্যাপার কুমুদবন্ধুর বাসা লইয়াও হইতেছিল সেদিন সন্ধ্যাবেলায়।

পয়েন্টস্‌ম্যান রামদিনের ডিউটির শেষ দিক এটা, এইটুকুই শেষ করিয়া নিজের বাসায় যাইবে, এক লোটা ভাঙ্ তৈয়ার আছে সেবন করিয়া দড়ির খাটিয়ায় গা এলাইয়া দিবে ; একটু ব্যস্ত আর অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছে। পাইলট করিম শেখের ডিউটির এই আরম্ভ, একটু বাঁধামাত্রার নেশা করিয়া কাজে নামে, কাজ করিতে

করিতে সেটা কাটিয়া যায়; ঠিক কাটার অবস্থাটা এখনও দাঁড়ায় নাই।

কুমুদবন্ধু আফিস থেকে ফিরিয়া একটু জলযোগ করিয়া এই সময়টা ক্লাবে যান, সেখানেই গেছেন। শীতে বেশ জমিয়া আসিয়াছে। লোহার উনুনটা ধরিয়া গেছে, সেটাকে গাড়ির মধ্যে তুলিয়া দু'দিককার ঝাঁপ বন্ধ করিয়া রান্নার আয়োজন হইতেছে, এমন সময় রামদিনের গলার 'হুঁসিয়ার! হুঁসিয়ার!' শব্দ হইল এবং পাইলট আসিয়া আস্তে আস্তে গাড়িটার সঙ্গে যুক্ত হইল। মহামায়া দরজার ফাঁক দিয়া মুখটা বাড়াইয়া বলিল,—"কে, রামদিন? আমরা রান্না আরম্ভ করেছি, আস্তে নাড়াচাড়া করতে।বলো ড্রাইভারকে।"

"আপনি মজেসে রসুই করুন মাইজি, কুছু ভয় নেই"—বলিয়া রামদিন কাপলিংটা বসাইয়া দিল, ইঞ্জিন ধীরে ধীরে বাসা লইয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

খানিকটা দূরে অন্য একটা লাইনে গাড়িটাকে দাঁড় করাইয়া ইঞ্জিনটি আবার এই লাইনে প্রবেশ করিল, কুমুদবন্ধুদের পাশের গাড়িটা জুড়িয়া আবার সেই ভাবে বাহির করিয়া লইয়া প্লাটফর্মের কাছাকাছি একটা লাইনে রাখিয়া আসিল। অন্য দুই-তিনটি লাইনে প্রবেশ করিয়াও গোটাকতক গাড়ি লইয়া ঐ রকম টানা-পোড়েন করিল; ততক্ষণে রাত্রি হইল, রামদিনের ডিউটি শেষ হইয়া আসিল, পরের পয়েণ্টস্‌ম্যান রামচরিত্তরকে কোথায় কোন্ গাড়ি যাইবে, কোন্ গাড়ি বাহির হইবে সব বুঝাইয়া দিয়া নিজের কোয়ার্টার্সে চলিয়া গেল।

৩

রাত্রি প্রায় নয়টার সময় এই মাস দুয়েকের অভ্যাসমত ইয়ার্ডের বিদ্যুতের আলো আর টর্চের সাহায্যে লাইন ডিঙাইয়া ডিঙাইয়া যথাস্থানে আসিয়া কুমুদবন্ধু সেজ ছেলের নাম ধরিয়া ডাকিলেন—"ওবিনেশ !"

অবিনাশ দোরের কাছে কিছু জিনিসপত্র থাকিলে সরাইয়া লইবে, তাহার পর কুমুদবন্ধু গাড়িতে উঠিবেন, এই হইতেছে প্রাত্যহিক ব্যবস্থা, কোন উত্তর পাওয়া গেল না। দারুণ শীতে, আপাদমস্তক মুড়ি দিয়া হি-হি করিতে করিতে কুমুদবন্ধু আবার হাঁকিলেন "ওবিনেশ শুনছিস না। জিনিসগুলো সরিয়ে নে, উঠব···"

বন্ধ দবজা খুলিয়া উঠিতে যাইবেন, ভিতর থেকে একটি পশ্চিমা ছেলে বলিল—"ই গাড়ি নেহি ."

"তবে !"—বলিয়া কুমুদবন্ধু তিন হাত পিছাইয়া আসিলেন। ঠাহর করিয়া দেখিলেন এটা তাঁহার পাশের গাড়িটা, পাশাপাশি তিনটা আট চাকার লম্বা গাড়ি ছিল, তাই ভুল করিয়া ফেলিয়াছেন দারুণ শীতের এই জবড়জঙ্গ অবস্থায়। সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু শীত ছাড়িয়া গিয়া কালঘাম ছুটিল—তাহা হইলে তাঁহারটা কোথায় ?

সেই ছেলেটিকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিলেন—"আমারটা কোথায় তা হলে ?"

"শান্টিংসে লে গিয়া।"

"কখন ?"

"সামকো।"—অর্থাৎ সন্ধ্যার সময়।

"কোথায় ? কোন দিকে ? এখনও ফেরেনি কেন ?"

ছেলেটি তিনটি প্রশ্নের কোনটিরও উত্তর দিতে পারিল না।

কিছুক্ষণ পর্যন্ত কুমুদবন্ধুর মুখ দিয়া কোন প্রশ্ন সরিল না। এরকম ব্যাপার এখানে কয়েকবার হইয়াছে, একবার তিনিও ভুক্তভোগী, কিন্তু সে কয়েক মিনিটের জন্য, হদ্দ আধঘণ্টা ; আফিস হইতে আসিয়া দেখেন বাসা নাই, তাহার পর তখনই আবার পাইলট ইঞ্জিন রাখিয়া গেল। এ যে সন্ধ্যা থেকে উধাও, রাত ন'টাতেও দেখা নাই।

তৃতীয় গাড়িটা একজন বাঙালীর, এক আফিসেই কাজ করেন কুমুদবন্ধুবাবু সামনে গিয়া ডাকিলেন—"গোপেশবাবু!"

গাড়ির দরজা খুলিয়া গোপেশবাবু মুখ বাহির করিলেন।

"আমার গাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না মশাই!"

"তার মানে!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, শুনলাম সন্ধ্যের সময় শান্টিঙে নিয়ে গিয়েছিল—নিশ্চয় মিশিরজীর গাড়িটা বের করবার জন্য, তাঁর ত বদলি হয়ে গেল, সেই থেকে এখনও পর্যন্ত ফিরে আসে নি—সব নেশাখোরদের কাণ্ড, কারুর ত নজর নেই এদিকে···"

"কাছাকাছি ইয়ার্ডটা দেখেছেন ?"

"না, দেখি নি এখনও, এই শুনলাম সুরুজপ্রসাদবাবুর ছেলের কাছে ?"

"দাঁড়ান, আসছি।"

ওভারকোট র‍্যাপার, কম্ফর্টারে আপাদমস্তক ঢাকিয়া গোপেশবাবু নামিয়া আসিলেন। দুই জনে কাছাকাছি সমস্ত ইয়ার্ড খুঁজিলেন, তাহার পর দূরেও ; পয়েন্টস্‌ম্যান, পাইলট ড্রাইভার দুই জনকে প্রশ্ন করিলেন, গাড়ির কিন্তু কোন হদিস পাওয়া গেল না। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক হয়রান হইয়া অবশেষে ইয়ার্ডের এক প্রান্তে দেখা গেল একটি আট চাকার গাড়ি একক দাঁড়াইয়া আছে। আশায় বুকটা ধড়াস ধড়াস করিয়া উঠিল, তাহার পর দুই জনে আগাইয়া

নম্বরের উপর টর্চ ফেলিয়া দেখেন মিশিরজীর গাড়িটা। ডাকাডাকি করিয়া মিশিরজীকে তুলিলেন, খবর পাইলেন পার্সেল এক্সপ্রেসের পেছনে তাঁহার গাড়িটা আজ জুড়িয়া তাঁহার নূতন কর্মস্থানে পৌঁছাইবার কথা ছিল, কিন্তু জোড়ে নাই। কারণটা জিজ্ঞাসা করায় এই রেলওয়েটাকে একটা কুৎসিত গালাগাল দিয়া বলিলেন—কারণ তিনি জানেন না, শুধু এইটুকুই জানেন এ রেলে সবই সম্ভব, যবে খুশি লইয়া যাইবে, তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতেছেন।

কি সর্বনাশ যে হইয়াছে বুঝা গেল। দুই জনে স্টেশনে ছুটিলেন। ষ্টেশন মাষ্টারের সঙ্গে দেখা করিয়া জানাইলেন—তাঁহার গাড়িটা ভুলক্রমে সাতটা বাইশের পার্সেল এক্সপ্রেসে যুক্ত হইয়া ষ্টেশন ছাড়িয়া গিয়াছে, সন্ধান লইয়া সেটাকে আটকানো দরকার। সমস্ত ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত বলিয়া গেলেন।

এ ধবনের বা এর চেয়েও গুরুতর এত ব্যাপার নিত্য হইতেছে এ-রেলে যে, ষ্টেশন মাষ্টারের মুখে বিশেষ কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। অলস-ভাবে টেলিফোনটা তুলিয়া লইয়া ডাকিলেন—"হ্যাল্লো, কনট্রোল !..."

সাড়া পাওয়া গেলে প্রশ্ন করিলেন—"সেভেন্‌টি-সিক্স ডাউন পার্সেল এখন কোথায় ?..."

রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারটা, গাড়িটা সব জায়গায় ধরে না, চার ঘণ্টায় অনেকগুলি ষ্টেশনই পার হইয়া গিয়াছে, কনট্রোল একটু অনুসন্ধান করিয়া সঠিক অবস্থানটা জানাইল,—রাস্তায় আছে আর মিনিট পাঁচেক পরেই একটা বড় ষ্টেশনে পৌঁছিবে।

ষ্টেশন মাষ্টার ব্যাপারটা জানাইলেন—অমুক নম্বরের গাড়ি অমুক ষ্টেশনে যাইবার কথা, তাঁহার স্থানে ভুলক্রমে অমুক নম্বরের গাড়ি চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে খুলিয়া লইয়া পরবর্তী

এক্সপ্রেস বা কোন প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে জুড়িয়া পাঠাইয়া দিতে হইবে। নির্দেশটুকু দিয়া ফোন ছাড়িয়া তিন-জনে মুখোমুখি হইয়া বসিয়া রহিলেন। একটু যে গল্প হইল তাহাতে ষ্টেশন মাষ্টার জানাইলেন —"ও গাড়ি এখন বিশ-বাঁও জলে।"

"কেন ?"

একটু থামিয়া নিরুদ্বেগ কণ্ঠে বলিলেন—"এই দেখুমই না, এটা কি রেল ভুলে যাচ্ছেন যে, এর নামই পড়েছে ওল্ড টায়ার্ড···"

এমন সময় টেলিফোনটা বাজিয়া উঠিল, ষ্টেশন মাষ্টার খুলিয়া লইয়া সাড়া দিলেন—"হ্যাল্লো···ইয়েস···তাই নাকি ?···তা হ'লে ? ···বেশ, পার্টি বসে আছেন ততক্ষণ···খোঁজ নিয়ে বলুন।"

টেলিফোনটা রাখিয়া দিয়া কতকটা বিজয়ের হাসি হাসিয়াই বলিলেন—"ঐ নিন, সে গাড়ি পৌঁছোয়ই নি ও ষ্টেশনে। আপনাকে বললাম না ?"

"পৌছোয় নি। তা হলে ?"—কুমুদবন্ধু একেবারে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

"থামুন, খোঁজ নিচ্ছে। এ ষ্টেশনে আবার গার্ডের বদলি হ'ল, আগেকার গার্ড রানিং-রুমে চলে গিয়েছে, তার কাছে লোক পাঠানো হয়েছে।"

"কিন্তু সে তো সমস্ত চার্জ বুঝিয়ে যাবে···"

"বোধ হয় এটা ছেড়ে গিয়েছে···রেলটা যে কি ভুলে যাচ্ছেন যে আপনি—এর আগেকার নাম রেখেছিল—বদমাইস, নাময়েক···"

এমন সময় টেলিফোনে শব্দ হইল—ষ্টেশন মাষ্টার আবার তুলিয়া লইলেন—

"হ্যাল্লো···আচ্ছা···বেশ···আচ্ছা···আচ্ছা···"

টেলিফোনটা রাখিয়া দিয়া সেই রকম নিরুদ্বেগ কণ্ঠে জানাইলেন

টেলিফোনে বলিতেছে—এ ষ্টেশন ছাড়িয়া পরের ষ্টেশনে পৌঁছাইতে গাড়ির শেষের দিকের মালগাড়ি থেকে একটা কান্নাকাটি হট্টগোল ওঠে। ষ্টেশনের সবাই জড়ো হইয়া টের পায়—এক গাড়ির বদলে অন্য গাড়ি জুড়িয়া লইয়া চালিয়াছে পার্সেলটা। গাড়িটাকে কাটিয়া সাইডিঙে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। এদিকে ওমুখো আর গাড়ি নেই, একেবারে শেষ রাত্রির দিকে এক্সপ্রেস, তাহাতেই জুড়িয়া ফেরত দেওয়া হইবে।

আর কিছুই তাহা হইলে করিবার নাই। বেশি দূর নয়, এদিক থেকে ধরিলে ছয়টা ষ্টেশন পরেই, কিন্তু ডাউনেরও কোন গাড়ি নাই যে, কুমুদবন্ধু গিয়া পরিবারের সঙ্গে মিলিত হন। মালগাড়ি থাকিলেও চলিত, কিন্তু খবর পাইলেন যে তাহাও আর নাই; একটা ছিল, মিনিট দশ হইল ছাড়িয়া গিয়াছে।

ষ্টেশন মাষ্টার আর একটা খবর দিলেন। এই ধরনের দুর্ঘটনার সম্প্রতি বাড়াবাড়ি হওয়ার জন্য আফিসে একটা বিভাগই খোলা হইয়াছে, সকাল ছয়টা হইতে বসে। এক্সপ্রেসে যদি মালগাড়িটা আসিয়া না পড়ে, কুমুদবন্ধু যেন আফিসেই খবর নেন, কেননা সকাল থেকে ষ্টেশন কর্মচারীদের হাতে কাজের চাপ, ইচ্ছা থাকিলেও এই রকম টেলিফোন ধরিয়া সাহায্য করিতে পারিবে না। আফিসটার সন্ধানও দিয়া দিলেন।

কুমুদবন্ধু একটু ভীত ভাবেই বলিলেন—"সকালের এক্সপ্রেসে নিশ্চয় এসে পড়বে…"

ষ্টেশন মাষ্টার শুধু একটু মুচকি হাসিলেন, বলিলেন—"এসে পড়ে ভালই, আপনাকে আর আফিসে দৌড়োতে হবে না।"

৪

এক্সপ্রেসটা পৌঁছবার সময় পাঁচটা, সাড়ে সাতটায় আসিল। মালগাড়িটা নাই। কুমুদবন্ধু চারিটা থেকে আসিয়া বসিয়া আছেন, অবসন্ন শরীরে নূতন আফিসে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

একটি ছোট ঘর, মাঝখানে টেবিলের সামনে একজন অত্যন্ত স্থূল আধ-বুড়ো-গোছের ভদ্রলোক বসিয়া আছেন, বাঙালীই। অন্য একটি টেবিলে মুখোমুখি হইয়া দুইজন পশ্চিমা ছোকরা কেরানি, একজন টাইপিং লইয়া আর একজন কতকগুলি কাগজপত্র লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত রহিয়াছে। শীতের সকাল, তায় নূতন আফিস, এখনও অনেকে সন্ধানই জানে না, তবুও কাউণ্টারে পাঁচ সাতজন লোক ভিড় করিয়া রহিয়াছে।

কুমুদবন্ধু দরজার কাছে দাঁড়াইয়া বলিলেন—"আমি বেলেবই লোক, এই ষ্টেশনেই থাকি, ভেতরে আসতে পারি কি ?

"আসুন"—ভদ্রলোক টানিয়া কথাটা বলিয়াই কাশিতে আরম্ভ করিলেন, সেই অবস্থাতেই ডান হাতটা সামনের চেয়ারের দিকে বাড়াইয়া বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। গলায় একটা কম্ফর্টারের ওপর ব্যাপার জড়ানো, কাশিটা থামিলে দুটাকেই আরও টানিয়া দিয়া প্রশ্ন করিলেন—"কি ব্যাপার ?"

"একটা বড় বিপদে পড়া গেছে—ইয়ে, পাকিস্থান থেকে এসেছি, আছি মালগাড়িতে, কাল সন্ধ্যেয় সেটা পার্সেল এক্সপ্রেসে…"

"টেনে নিয়ে গেছে ?…প্রাতর্বাক্যে বলা ঠিক নয়, কিন্তু আর আশা নেই…"

"আশা নেই কি মশাই !"

ভদ্রলোক টানিয়া টানিয়া কথা বলেন, এদিকে একটা তন্দ্রাচ্ছন্ন-

ভাব লাগিয়া আছে, তুড়ি দিতে দিতে হাই তুলিলেন, তাহার মাঝখানেই কাশি আসিয়া পড়িল, সব শেষ হইলে বলিলেন—"আৎমারাম, লষ্ট্ ওয়াগন্স্কা ফাইল সব উতারো তো।"

কুমুদবন্ধু লক্ষ্য করিলেন আফিস নূতন হইলেও ফাইলের গাদা লাগিয়া গেছে এরই মধ্যে, একজন কেরানি উঠিয়া কাঠের র‍্যাক্ থেকে এক থাক নামাইয়া আনিল। ভদ্রলোক সেইরকম অলসকণ্ঠে বলিলেন—"ঐ দেখুন, বিশ্বাস না হয়—পঁয়ত্রিশখানা মাল-গাড়ি সমস্ত ঘুরে লাইনে বেড়াচ্ছে, মা-বাপ নেই…ক্লাসিফিকেশন্, আৎমারাম…?"

"টেন্ উইথ্ ফ্যামিলি হুজুর, অলেভুন উইথ্ ফ্রেট্ ফোরটিন্ এম্পটি…"

"ঐ নিন—দশখানা আপনার মতন পরিবার নিয়ে, এগারখানায় মাল, বাকি খালি। …প্যাঁকাল মাছের মতন পিছলে পিছলে বেড়াচ্ছে সমস্ত লাইনে, ধরবার উপায় নেই, আজ খোঁজ পেলেন এই পাশের ষ্টেশনে, ধরবেন ক্যাঁক করে, কাল খবর এল একশ' মাইল দূরে একটা সাইডিঙে পড়ে আছে…"

হাই তুলিয়া কাশিয়া কম্ফর্টার, র‍্যাপার টানিয়া দিয়া বলিলেন—"খেলে কচুপোড়া! বুড়ো বয়সে বাড়ি থেকে টেনে নিয়ে এসে এক ছেঁড়া ন্যাতা হাতে দিয়ে…তারপর আর কিছু পেয়েছেন খবর, না ঐ পর্যন্ত?"

কুমুদবন্ধুর মুখ একেবারে শুকাইয়া গেছে, বলিলেন—"কাল রাত্তিরে খবর পাওয়া গেল এখান থেকে পাঁচটা ষ্টেশন আগে একটা সাইডিঙে পড়ে আছে—এদিককার নামগুলোও মনে থাকে না—পার্সেলের ফার্ষ্ট ষ্টপেজ আর কি—ঠিক ছিল সকালের এক্সপ্রেসে জুড়ে নিয়ে আসবে, তা আসে নি।"

ভদ্রলোক অলসভাবে টেলিফোনটা তুলিয়া লইলেন, ডাকিলেন—"হ্যালো কনট্রোল্!..." সাড়া পাওয়া যাইতে আগাগোড়া সমস্ত খবরটা দিয়া গেলেন। তাহার পর টেলিফোনটা রাখিয়া দিয়া বলিলেন—"খোঁজ নিচ্ছে।"

একটু যে সময় পাওয়া গেল তাহাতে নিজের দুঃখের কথা তুলিলেন—নাম অনুকূল ভাদুড়ী—রিটায়ার করিয়া বসিয়াছিলেন—ছোট মেয়েটির বিবাহ দিয়া এইবার দু'জনে কাশীবাসী হইবেন, আবাব ডাকিয়া এই ফ্যাসাদ—হাতে আছে পাত্র-টাত্র একটা?—এই পেটে একটু বিদ্যে থাকে—কিছু জমি-জমা—নেহাত চাকরির ওপরই না ভরসা—চাকরির সুখ তো দেখাই যাইতেছে...

এমন সময় টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। তুলিয়া বলিলেন—"হ্যালো!...আচ্ছা...ঠিক..."

রাখিয়া দিয়া একটু বিজয়ের হাসি হাসিয়াই বলিলেন—"ঐ নিন, যা বলেছিলাম—সে গাড়ি ও ষ্টেশনে আর নেই..."

"বলেন কি!—নেই?...আমি ভেবেছিলাম বুঝি ভুলে..."

"নেই।...তার কারণ হয়েছে, হাণ্ড্রেড টোয়েন্টি সিক্স ডাউন গুডস্ রাত আড়াইটের সময় শাটিং করতে করতে ভুল করে তুলে নিয়ে গেছে।"

"তারপর!"

"কোন স্টেশনে ড্রপ করলে খবর পেতে দেরি হবে, এক এক করে জিগ্যেস করবে তো?"

বহু দূরে দুইটা স্টেশনের নাম করিয়া বলিলেন, "মালগাড়িটা এখন সেই দুইটার মাঝখানে, ঘণ্টা দুয়েক তার কোন খবর নাই, হয়তো ইঞ্জিন ফেল করিয়া মাঝপথে দাঁড়াইয়া আছে।

তাহার পর একটু নিম্নকণ্ঠে বলিলেন—"ফেলই কি করে সব সময়

মশাই ? মাঝপথে দাঁড় করিয়ে এটা ঠুকছে ওটা ঠুকছে, ওদিকে ওয়াগনকে ওয়াগন্ খালি করে মাল সরিয়ে নিচ্ছে—ট্রিক্স !··· আমরাই কিছু করতে পারলাম না”

উপায় নাই, একবার আফিসে বাহির হইবার সময় এদিক হইয়া যাইতে বলিলেন—যত দূব সম্ভব খোঁজখবব লইয়া রাখিবেন। মেয়ের বিবাহের কথাটা মনে রাখিতে বলিলেন—“আমাবা হলাম ভাতুড়ী—বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ—বাগচি, সন্ন্যাল—মানে ভাতুড়ী ছাড়া আর যা হয়—ছেলেটিব যেন খাওয়ার পরবার একটু সংস্থান থাকে ···”

৫

এগাব দিন হইয়া গেছে গাড়িব কোন সন্ধান নাই, ঠিক যে সন্ধান নাই এমন নয়, পাওয়া যাইতেছে খবর, সব ব্যবস্থা ঠিক, আবার কি করিয়া অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে, আজ এক জায়গায়, কাল হয়ত দেড়শ’ মাইল দূবে। দিদির কাছ থেকে খানতিনেক চিঠিও পাইলেন, হতাশায় ভবা, আর গালাগালি—বেলওয়েকে, আর এমন রেলওয়েতে কাজ করার জন্য অনুকূলকেও।

অনুকূলও একেবাবে আশা ছাড়িয়া দিয়াছেন। বারদুয়েক সব ঠিকঠাক করিয়া নিজে পর্যন্ত গিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাব আগেই গাড়ি উধাও হইয়াছে, একেবারে সামনের দিকেই, একবার এদিকে আসিয়া পাশের একটা জংশন ষ্টেশন হইয়া ব্রাঞ্চ লাইনে ঢুকিয়া পড়িয়াছে।

হতাশায় হতাশায় এমন অবস্থা হইয়াছে যে একটা বিশ্বাস দাঁড়াইয়া গেছে আর ইহজন্মে পওয়া যাইবে না। দিনে তিন-চারবাব করিয়া আফিসে যান, খোঁজ পান অমুক ষ্টেশনে রহিয়াছে, তাহার পর আবার নিরুদ্দেশ ; অনুকূলবাবু নির্বিকার কণ্ঠে মেয়ের জন্য পাত্রের

কথা তোলেন। সর্বোচ্চ অফিসার পর্যন্ত চিঠি লিখিয়া লিখিয়া হয়রাণ হইয়া গেছেন, সবগুলা অনুকূলবাবুর অফিসে আসিয়া জমা হয়। একটা ফাইল খোলা হইয়াছে, সেটা দিন দিন স্ফীত হইয়া উঠিতেছে। এদিকে ফাইলের সংখ্যাও পঁয়ত্রিশ থেকে বিয়াল্লিশে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। কাউণ্টারে লোকদের ভিড়, গুলতন গেছে বাড়িয়া।

মরিয়া হইয়া এক ঝোঁক গাড়ির সন্ধান লইতে লইতে এক নাগাড়ে পাঁচদিন সমস্ত লাইনটা এমুড়ো ওমুড়ো চষিয়া ফেলিলেন, ধরা গেল না। পশ্চিমের শীতে, অনিয়মে শরীর ভাঙিয়া গিয়াছে, আবার হেড কোয়ার্টারে ফিরিয়া আসিলেন।

তাহার পর ব্যাপারটা চরমে আসিয়া ঠেকিল।

একদিন নিজের আফিসে চেয়ারে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন' পাশের সঙ্গী কেরাণীরা যখন যাহার অবসর হইতেছে সান্ত্বনা দিতেছে—গাড়ি যখন লাইনের ওপরই আছে, ভয় কি ?—একদিন না একদিন পাওয়া যাবেই···এ তো সমুদ্র নয়, কোথায় ঝড়ে ডুবিল, কোথায় পাহাড়ে ঠোক্কর লাগিল···এ যতই কিছু হোক, বাঁধা লাইন ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না···ঐ তো পাঞ্জাবে পরিবারকে পরিবার নষ্ট হইয়া গেল, এ তো তাহার চেয়ে ঢের ভাল···ধরা যাক, যদি নাই আর দেখা হয়, বাঁচিয়া তো থাকিবেই সবাই···

এমন সময় অনুকূলবাবুর পিয়ন আসিয়া খবর দিল বাবু সেলাম দিয়াছেন।

কাশিতেছিলেন, সেই অবস্থাতেই দক্ষিণ হাতটা বাড়াইয়া বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। বেগটা থামিলে র‍্যাপার আর কম্ফর্টার ভাল করিয়া জড়াইয়া লইয়া বলিলেন—"নিন মশাই, টেনে তুলেছি, এ সব ব্যাপারে অত হেদুলে চলে ? এইবার গিন্নী এসে পৌঁছুলে একটা ভোজ দিয়ে দিন···"

নিজেব রসিকতায় হাসিতে গিয়া আবার একচোট কাশি আসিয়া পড়িল।

কুমুদবন্ধুবাবু ব্যাকুল আগ্রহে প্রশ্ন করিলেন—"এসে গেছে?"

"এসে গেছেই বলতে পারেন; টু ডাউন এক্সপ্রেস নেক্সট্ ষ্টপেজ থেকে তুলে নিয়ে ষ্টার্ট করেছে···মাঝে পাঁচটা স্টেশন···"

ঘড়িটা দেখিয়া বলিলেন—"আর আধ ঘণ্টার মধ্যে এসে পড়বে ··"

"তা হলে উঠি আমি···"

"আবে বসুন, আধ ঘণ্টা বললাম বলে কি আধ ঘণ্টাই ভেবেছেন নাকি? হয় তো শুনবেন কোথাও ইঞ্জিন ফেল করে বসে আছে, কিম্বা কোন ষ্টেশনে লাইন ক্লিয়ারই পায় নি, ছিলেন বি, এ, আর-এ, এসব কাণ্ড তা জানা নেই।···পেলেন পাত্রের খোঁজ? মেয়েটিকে তো আর রাখা যায় না; এই দেখুন না, গিন্নী যা চিঠি লিখেছেন তাতে পতি-গুরুর গুরুত্ব আর কিছু রাখেন নি। আমবা হলাম ভাদুড়ী—ঐটুকু মনে রাখতে হবে, বাগচি, সান্ন্যাল···"

কোন রকমে মুক্ত হইয়া ষ্টেশনে আসিয়া দেখেন গার্ডের গাড়ির দিকে একটা তুমুল জটলা, এক রকম ছুটিতে ছুটিতে গিয়াই উপস্থিত হইলেন।

ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে গিয়া দেখেন একটা রেলেব সাঁওতালী কুলীর পরিবার, মেয়ে, মাগী, আণ্ডাবাচ্চা মিলাইয়া আট দশজন; বলা নাই, কওয়া নাই, তাহাদের নিজের ষ্টেশন থেকে টানিয়া আনিবাব জন্য একধার থেকে সবাই মিলিয়া অকথ্য ভাষায় গালাগাল দিতেছে, একটা লোক কাপলিংটা খুলিয়া গাড়িটাকে ছাড়াইয়া লইতেছে।

আফিসে আসিয়া খবর পাইলেন, সেই ষ্টেশনেই আপ পার্সেল

এক্সপ্রেসটা দাঁড়াইয়া ছিল, টু ডাউন পৌছিবামাত্র কুমুদবন্ধুর গাড়িটা জুড়িয়া লইয়া উল্টা দিকে চলিয়া গিয়াছে।

৬

শবীব গেছে, মন দিন দিনই ভাঙিয়া পডিতেছে, ওদিকে কুড়ি বৎসবেব তিল তিল কবিয়া সঞ্চয় কবা সম্পত্তি নষ্ট হইল, তাহাব পব এই—একেবাবে মূলে হাবাত। বৈবাগ্য অনেক দিন থেকেই প্রবেশ করিযাছিল মনে, ক্রমে ক্রমে উগ্র হইয়া উঠিল।

আর অনুকূলবাবুর আফিসেও যান না, নিজেব আফিসে গিযা টেবিলেব সামনে বসিয়া সান্ত্বনা শোনেন, ছুটি হইলে উঠিযা আসেন। ওয়েটিং-রুমেব একটা কোণে পডিয়া থাকেন, হোটেলে নেহাত প্রাণ বাঁচাইবাব জন্য এক মুঠা খান।

দিন আষ্টেক পবেব কথা। একজন সন্ন্যাসীব সাক্ষাৎ পাইয়াছেন কুমুদবন্ধু, তিনি তত্ত্বজ্ঞান দিয়াছেন সমস্ত জীবনটাই এই বকম বৃথা অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়ানো, ঠিক হইয়াছে সব ত্যাগ করিযা এই দিক দিয়াই গিয়া হিমালয়ে উঠিবেন। কাজে ইস্তফা দিয়া সকাল সকালই অফিস হইতে বাহিব হইয়া গেটেব কাছে আসিয়াছেন, ডাক পিয়ন প্রবেশ কবিতেছিল, হাতে একটা চিঠি দিল, খামেব ওপব অনেকগুলি মোহরের ছাপ। কুমুদবন্ধু তাড়াতাড়ি চিঠিটা খুলিয়া পডিলেন—

পার্বতীপুব
সোমবার

আশীর্বাদ জানিবা,

আমরা অনেক কষ্টে তিন দিন হইল এখানে আসিয়া পৌছিয়াছি। বাড়ির চারখানা দরজা আর দুইটা জানালা খুলিয়া

লইয়া গিয়াছে ; তাহার পরই পাড়ায় পুলিস মোতায়েন হয়, আর কিছু করিতে পারে নাই। এখানে আর হাঙ্গামাও কিছু নাই ; শোনা যাইতেছে এখানকার মুসলমানদেব সঙ্গে পশ্চিমা মোছলাদের বনিতেছে না। কাল কলিমুদ্দি আসিয়া অনেক দুঃখ করিল—বলিল —মা ঠাকরুণ, যখন এয়েছেন আব যাবেন না, ওরা আপনাদের তাড়িয়ে—আমাদেরও তাড়াবে। কলিমুদ্দির ছেলে তো কলেজে লেখাপড়া করিতেছে, সেই নাকি ভেতবেব কথা টের পাইয়া এই সব বলিয়াছে।

আমায় চিঠি লিখিয়া দিল অম্বিকাব ছেলে ললিত। উহারাও আসাম থেকে ফিরিয়া আসিয়াছে। বলে তাদের চেয়ে ঘরের মুসলমান ঢের ভাল। তাবা বাঙালীকে একেবারে পছন্দ করে না।

যাই হোক, তুমি পত্রপাঠই কাজে ইস্তাফা দিয়া চলিয়া আসিবে, আব ও-সুখেব চাকবিতে কাজ নাই···যা আছে তাহাতেই চলিয়া যাইবে। আমরা কি কবিয়া পরিত্রাণ পাইয়া পলাইয়া আসিয়াছি একমাত্র ভগবানই জানেন, চিবদিনই বোধ হয় রেলে বেলে ঘুরিতে হইত।

আমরা শরীব গতিকে ভাল। ফসল ভাল হইয়াছে, কলিমুদ্দি, পাঁচু সেখ, জয়নাল, সাতকড়ি মণ্ডল সবাই বলিতেছে আমাদের অংশ আমরা পাইব।

তুমি চলিয়া আসিতে বিলম্ব করিবা না। পুনবায় আশীর্বাদ জানিবা। ইতি

আশীর্বাদিকা
দিদি

